পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 91 Sunday, 2 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৯১ সংখ্যা ✱ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার, ২ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ রাজনৈতিক কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ রাজ্য কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ রাজনৈতিক কর্মশালার সূচনা হয়। উপস্থিত নেতৃবন্দদকে সম্বর্ধিত করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। এরপর শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয়। শোকপালনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। দলের সদস্য পদ বৃদ্ধি, বর্তমান পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবিলা-সহ ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, গোলাম আহমেদ মীর, ইশা খান চৌধুরী, অধীররঞ্জন চৌধুরী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অম্বা প্রসাদ, আসাফ আলি খান-সহ শীর্ষ নেতৃত্বরা।

জেলা সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ আগামী অর্থ বছরের শুরুতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তার সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরও এক দফায় বিভিন্ন জেলা সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তার জেলা সফরের সূচী নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চলতি অর্থ বছরের বাকি কাজ আগামী ৩১মার্চ এর মধ্যে শেষ করার জন্যে বিভিন্ন দপ্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। একই সঙ্গে আগামী অর্থ বছরে গ্রামীন এলাকার উন্নয়নে নতুন কি প্রকল্প হাতে নেওয়া যায় তা নিয়ে একটি খসড়া তালিকা তৈরির জন্যে বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এখন দেখার বিষয় কাজ কতটা করা হয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তা হবেই।

ভুয়ো ভোটার তৈরিতে পারদর্শী বাংলা সরকারঃ অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশে ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির করার জন্য দলীয় কর্মীদের পরামর্শ দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই ইস্যুতেই মমতাকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর কথায়, ভুয়ো ভোটার তৈরিতে পারদর্শী বাংলা সরকার। শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, সেখানেই লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে, যেখানে শাসক দল কারচুপিতে লিপ্ত হয়, সেটা মহারাষ্ট্র অথবা বাংলাই হোক না কেন, সেখানে আপনারা অবশ্যই ভুয়ো ভোটার পাবেন এবং শুধু একজন নয়, লক্ষাধিক। বাংলা সরকার এখন থেকে নয়, বহু বছর ধরে ভুয়ো ভোটার তৈরিতে পারদর্শী, তাই এই জায়গাটি ভুয়ো ভোটারে ভরপুর।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের আগেই রিভিউ করা হবে সেরাদের খাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ গতবছরের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর তকাল রিভিউ ও স্ক্রুটিনির কারণে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা এক লাফে ৫৮ থেকে বেড়ে ৭৩ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তৃপক্ষ অস্বস্তিতে পড়েছিল। যাতে এমন ঘটনা আবার না ঘটে, সেজন্য এবার এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ কর্তৃপক্ষ। গতবারের পরিস্থিতি মাথায় রেখে, এবার সেরাদের সেরাদের (প্রথম ১০ জন) পরীক্ষার খাতা বা উত্তরপত্র ফলপ্রকাশের আগেই পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। অর্থা, আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার আগেই প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকা পরীক্ষার্থীদের খাতা এবং কিছু সংখ্যক সামান্য কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের খাতা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। এটি একটি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত বলে দাবি করছে সংশ্লিষ্ট মহল, এবং যদি এটি সঠিকভাবে কার্যকর করা যায়, তবে মেধাতালিকা প্রকাশে ত্রুটির সম্ভাবনা অনেকটা কমবে। এর ফলে, পরীক্ষার্থী যদি পরবর্তীতে রিভিউয়ের জন্য আবেদন করে, তবে নম্বর পরিবর্তনের ঘটনা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগও অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সংসদ সূত্রে জানানো হয়েছে, ফল প্রকাশের আগে মেধাতালিকার প্রথম ২০ জনের মধ্যে যারা থাকবে, তাদের খাতা পুনর্মূল্যায়নের আওতায় আসবে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জনের বাইরেও পরবর্তী ৫ বা ১০ এর মধ্যে থাকা পরীক্ষার্থীদের খাতা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। গত বছর (উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর রিভিউয়ের মাধ্যমে মেধাতালিকায় সেরাদের সেরাদের সংখ্যা বেড়ে ৭৩ হয়েছিল। এতে কিছু পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরও অনেকটাই বদলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক পরীক্ষার্থীর ২৫ নম্বর ছিল, যা পরে ৫২ হয়ে যায়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যাতে আর না হয়, সে জন্য এবার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, পরীক্ষকদের এবং প্রধান পরীক্ষকদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা আরও সচেতন হয়ে খাতা মূল্যায়ন করেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মেধাতালিকার সঠিকতা নিশ্চিত করতে এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটি কমানোর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এই পদক্ষেপটি শিক্ষাব্যবস্থায় আরও বেশি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আনার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে, যা আগামীতে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় আর কোনো বিভ্রান্তি বা অসুবিধা সৃষ্টি করবে না।

কৃষক যেন পিছিয়ে না থাকেন, এটাই সরকারের লক্ষ্য ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কল্যাণে নিবেদিত, ফের তা স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদী

বলেছেন, কোনও কৃষক যেন পিছিয়ে না থাকেন, এটাই সরকারে লক্ষ্য। প্রতিটি কৃষককে এগিয়ে যেতে হবে, আমরা কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ও গ্রামের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক আয়োজিত কৃষি ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি শীর্ষক বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনার-এ ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের সম্ভাবনার উপযুক্ত ব্যবহার করে নতুন উচ্চতায় পৌঁছোনোর লক্ষ্য তৈরি করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের সংকল্প খুবই স্পষ্ট আমরা সবাই মিলে এমন একটি ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি যেখানে কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এবারের বাজেট ছিল আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এটা আমাদের নীতির ধারাবাহিকতা প্রতিফলিত করে। সেই সঙ্গে বিকশিত ভারতের রূপকল্পও নতুন সম্প্রসারণ দেখছে। বাজেটের আগে সকল স্টেকহোল্ডারদের দেওয়া ইনপুট এবং পরামর্শ বাজেট প্রণয়নের সময় খুবই কার্যকর ছিল। এখন এই বাজেটকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর ফলাফল পেতে এবং সমস্ত নীতি কার্যকর করতে আপনাদের ভূমিকা আরও বেড়েছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ ভারতে আসতে মুখিয়ে আছেন। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এনএক্সটি কনক্লেভ ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত বিশ্বের এমন একটি দেশ যেখানে প্রতিদিন ইতিবাচক খবর তৈরি হচ্ছে। এখানে খবরের 'উৎপাদন' করার দরকার নেই। প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে একতার মহাকুম্ভ সমাপ্ত হয়, বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব ভারতের সংগঠিত ও উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্ব এই ভারতকে বিস্তারিতভাবে জানতে চায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারত অনেক গ্লোবাল সামিটে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে এআই সামিটে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ভারত এআই সামিটের সহ-আয়োজক ছিল - যা বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবার ভারতের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের পালা। ভারত সফলভাবে জি২০- শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে। ভারত বিশ্বকে একটি নতুন অর্থনৈতিক পথ দিয়েছে - ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (আইএমইইসি)। আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা গ্লোবাল সাউথকেও কন্ঠ দিয়েছি।

যাদবপুরে এসএফআই-এর হামলার মুখে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি তুলে ধুন্ধুমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সরাসরি হামলার মুখে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওয়েবকুপার সভা শেষে তাঁকে আটকে দেওয়া হয় ক্যাম্পাসে। তাঁর গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেওয়া হয়। গাড়ির বনেটে উঠে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআইয়ের বিক্ষোভকারীরা। পাল্টা তৃণমূল ছাত্র পরিষদও 'প্রতিবাদে' নামে। দুপক্ষের হাতাহাতিতে এক ছাত্রের মাথা ফেটে যায়। তবে আহত কোন পক্ষের, তা অজ্ঞাত। হাতাহাতির মাঝে পড়ে শিক্ষামন্ত্রীর ঘড়ি ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ। সবমিলিয়ে, দীর্ঘদিন পর এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সাক্ষী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বছর ছয় আগে এখানেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ও এভাবেই আক্রান্ত হন। সেসময় তিনি বিজেপি সাংসদ ছিলেন। এসএফআই সদস্যরা তাঁর

চুল ছিঁড়ে নজিরবিহীন আক্রমণে নেমেছিল। এবারও প্রায় তার পুনরাবৃত্তি। দুপুরে ওয়েবকুপার বার্ষিক সভায় যোগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির সামনে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই। সেসময় তিনি অন্য প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢোকেন। কিন্তু সভার মাঝে তাঁর ভাষণে ঢুকে পড়ে এসএফআইয়ের সদস্যরা চেয়ার ভাঙচুর করে কার্যত তাণ্ডব শুরু করেন। এরপর সভা শেষে ব্রাত্য বসুর পথরোধ করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর সামনেই কার্যত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এসএফআই-টিএমসিপি। একজনের মাথা ফেটে রক্ত বেরতে থাকে। এমন বেনজির পরিস্থিতি দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁকে ভিড় থেকে বের করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এসএফআই-কে 'অসভ্য' 'বাঁদরামি সীমা' পেরন বলে উল্লেখ করেন তিনি। উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কথাও বলেন কুণাল ঘোষ।

'ভূতুড়ে' ভোটার খুঁজতে মমতার নির্দেশের পর পথে রবি ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ একই এপিক নম্বরে দু'জন ভোটার। ' ভোটার চিহ্নিত করতে পথে নামার কথা বৃহস্পতিবারই সভায় ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর পথে নামলেন খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ রবি হাকিম। শনিবার চেতলায় ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে স্ক্রুটিনি করেন তিনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার কার্ড দেখেন তিনি। কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। তাঁর কথায়, ভুয়ো ভোটার কত, ডেড ভোটার কত, সেই সব আলাদা আলাদা করে তালিকা করতে হবে। এই অনুযায়ী সেই লিস্ট স্ক্রুটিনি করে আমাদের প্রত্যেকটা বুথে সেই, অ্যাসেম্বলি নম্বর, পার্ট নম্বর দিয়ে, বুথ নম্বর দিয়ে স্পেসিফিক করে দেব কাকে পেলাম, কাকে পেলাম না। সেই অনুযায়ী পার্টি যদি দেখে একটা পরিমাণের বেশি ভুয়ো ভোটার আছে, সেটা ইলেকশন কমিশনের কাছে নিয়ে যাব। শুক্রবারই ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন ভবানীপুর থেকে ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হবে। সেই মতো শনিবার সকাল থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়। ফিরহাদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। মৃত কারওর নাম রয়ে গিয়েছে নাকি, সে সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হয়। নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। এদিকে, ভবানীপুরে পথে নেমেছেন স্থানীয় কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর। ফিরহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন, সেই কাজ বাংলার মানুষকে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট দিতে সাহায্য করব। ভুয়ো নয়, প্রকৃত ভোটারের ভোটেই জিতব। মেয়র জানান, তিন-চারটে নাম পেয়েছি যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম আছে। তাঁরা এখানে থাকেন না অথচ নাম আছে। কিছু আছে যাঁদের এখানে কোনও অস্তিত্ব নেই। এই পাড়ায় আমি বড় হয়েছি, জন্মেছি, অথচ কখনও দেখিনি, এমন তিন-চারজনের নাম পেলাম।

৩ বছরের জন্য নয়া সেবি প্রধানের দায়িত্ব নিলেন তুহিন

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তুহিন কান্ত পাণ্ডে। ৩ বছরের জন্য তাঁকে নিয়োগ করেছে কেন্দ্র সরকার। শনিবার মুম্বইয়ে সেবি-র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন ১৯৮৭ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার। তিনি এর আগে অর্থ সচিব এবং রাজস্ব বিভাগের সচিব পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। তুহিন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ এবং ব্রিটেন থেকে এমবিএ করেছেন। তিনি ওড়িশা সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেছেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের অর্থ সচিব হন তুহিন। সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের মেয়াদ শেষ হয়েছে ১ মার্চ। তিনি ২০২২ সালের ২ মার্চ প্রথম মহিলা হিসেবে সেবির শীর্ষ পদে আসীন হয়েছিলেন। সেবির প্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার পর তুহিন কান্ত পাণ্ডে বলেছেন, সেবি অত্যন্ত শক্তিশালী বাজার প্রতিষ্ঠান। এটি বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিক নেতৃত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। আমরা ভারতের জনগণের আস্থা রাখি। আমরা ভারতের সংসদের আস্থা রাখি। আমরা সরকারের আস্থা রাখি, আমরা বিনিযগেকারীদের আস্থা রাখি, আমরা শিল্পের আস্থা রাখি। বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে থাকব। আমাদের চারটি উদ্দেশ্য আছে, আমরা বিশ্বাসের জন্য কাজ করি, আমরা স্বচ্ছতার জন্য কাজ করি, আমরা টিমওয়ার্কের জন্য কাজ করি এবং আমরা প্রযুক্তির জন্য কাজ করি। আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা বাজার প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে থাকব।

ব্রাত্য বসুকে হেনস্তায় তোপ মদনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হেনস্তার শিকার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ছাত্রদের আন্দোলনের ঠেলায় চোট পেয়েছেন ঘাড়ে-কোমরে। তারপরেও ' পরিচয় দিয়েছেন মন্ত্রী নিজে এবং গোটা দল। এমনটাই দাবি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের। যাদবপুরে ' পালটা জবাব ঘাসফুল শিবির দিতেই পারত, তবু তারা রাজনৈতিক ' পরিচয় দিয়েছে বলেই মত তাঁর। আহত শিক্ষামন্ত্রী এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে গিয়েছিলেন চিকিসার জন্য। প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং চিকিসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর মাঝেই সতীর্থের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন মদন। সেখান থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম এবং অতি বাম ছাত্র সংগঠনের ' বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। মদন মিত্রের কথায়, শিক্ষামন্ত্রী গিয়েছিলেন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনাদের ব্যথার কথা শুনতে। কিন্তু আপনারা তা করেননি। তৃণমূল চাইলে একটা ফুকারে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু ভেবে দেখুন, তৃণমূল দলটা কতটা রাজনৈতিকভাবে পরিণত, কতটা ট্রেনড, কোনও প্রত্যাঘাতই করল না।

রাজ্যে বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়নে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ এবারের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আরেকদফা বৈঠকে বসছে। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি শিল্পমহলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। বিনিয়োগকারীদের এক জানালা পদ্ধতিতে বিভিন্ন দফতরের ছাড়পত্র দেওয়া, রাজ্য সরকারের শিল্প বান্ধব নানা নীতির সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে রাজ্য শিল্পন্নোয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে। নিগমের ডাকা এই বৈঠকে অর্থ, শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, পূর্ত, পঞ্চায়েত, বন, পুর ও নগরোন্নয়ন, শ্রম, আইনসহ মোট ১৪টি দপ্তরের মন্ত্রীরা থাকবেন। বাধ্যতামূলকভাবে আর থাকবেন বিভাগীয় সচিবগণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসাররা। শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, পরিকাঠামো, পর্যটন, উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য ছ'টি সেক্টর কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলির মাথায় রয়েছেন হর্ষ নেওটিয়া, উমেশ চৌধুরী ও সঞ্জয় বুধিয়ার মতো প্রথম বাংলার সারির শিল্পপতিরা। এই বৈঠকে তাঁদেরকেও আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সুকমায় ফের বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর

সুকমা, ১ মার্চ ঃ মাওবাদমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে ফের বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার কিস্তারাম থানা এলাকায় গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। শনিবার এই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে পুলিশের তরফে। সুকমা পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিস্তারাম থানা এলাকার এক জঙ্গলের মধ্যে মাওবাদীরা ঘাঁটি গেড়েছে গোপন সূত্রে এই খবর এসেছিল পুলিশের কাছে। সেইমতো শুক্রবার রাতে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে ডিআরজি ও কোবরা ফোর্স। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ও পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পাল্টা গুলি চালায় বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ দুইপক্ষের গুলির ড়াই চলার পর

নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় দুই মাওবাদীর। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় এখনও বেশ কয়েকজন মাওবাদী লুকিয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে। তবে মৃত মাওবাদীদের কোনও পরিচয় এখনও প্রশাসনের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদী শূন্য ভারতের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্য পূরণে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। গত কয়েক মাসে দফায় দফায় ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে বহু মাওবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিজাপুরে বড়সড় অভিযান চালানো হয়। ছত্তিশগ।-মহারাষ্ট্র সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিজাপুরের ন্যাশনাল পার্কে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে বিজাপুর ডিআরজি, এসটিএফ ও বস্তার ফাইটার জওয়ানরা। সেই অভিযানে মৃত্যু হয় ৩১ জন মাওবাদীর। পাশাপাশি মাওবাদীদের পাল্টা গুলিতে শহিদ হন দুই জওয়ান।

মণিপুরে শুরু 'শাহী' অ্যাকশন, ৮ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সব রাস্তা সচল করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব হাতে পেয়েই মণিপুরকে সচল করতে সচেষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ৮ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত রাস্তাঘাটে যানচলাচল মসৃণ এবং স্বাভাবিক করতে হবে। কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা। শনিবার উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অশান্তি কবলিত মণিপুরে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। তারপর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র। শনিবার সে রাজ্যের নিরাপত্তা আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লাও। সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকেই শাহ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনও মূল্যে আগামী এক সপ্তাহ অর্থাৎ ৮ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সব রাস্তাঘাটে নির্বিরোধে

যান চলাচল সুনিশ্চিত করতে হবে। কেউ রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুরে শুরু হয় মেতেই-কুকি সংঘর্ষ। সেই থেকেই জাতিহিংসায় উত্তপ্ত উত্তরপূর্বের রাজ্যটি। কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া অসংখ্য মানুষ। গত দেড় বছরে মণিপুরের বহু সরকারি অস্ত্রাগার, থানা, ফাঁড়িতে লুটপাট চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। লুট হয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র। সেসব অস্ত্র উদ্ধারেও তৎপর কেন্দ্র। সূত্রের দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অস্ত্র উদ্ধারে বাড়তি জোর দিয়েছেন। সূত্রের দাবি, এই মুহূর্তে মণিপুরের কী পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কী কী করণীয়, সবটাই আধিকারিকদের থেকে খোঁজ নিয়েছেন শাহ। দ্রুত উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে শান্তি ফেরাতে আগামী দিনে বড়সড় পদক্ষেপ করা হতে পারে, সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি।

ইউক্রেনের জন্য ট্রাম্পের সমর্থন জরুরি, বোধোদয় জেলেনস্কির

১ মার্চ ঃ দু'পক্ষের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকা ও ইউক্রেনের বিরল খনিজ নিয়ে চুক্তি। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই উঠে যান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যদিও শনিবার বোধোদয় হল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের তরুণ শাসকের! এদিন জেলেনস্কি বার্তা দিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ট্রাম্পের সমর্থন ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এবং তিনি বিরল খনিজ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেও তৈরি। এক্স হ্যান্ডেলের বার্তায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থনের জন্য আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জেলেনস্কি। মার্কিন সংসদ এবং আমেরিকার সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানান তিনি। জেলেনস্কির ভাষায়, যাবতীয় সমর্থনের জন্য আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মার্কিন কংগ্রেস এবং আমেরিকান জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউক্রেনীয়রা সর্বদা এই সমর্থনের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে এই তিন বছর যুদ্ধবিধ্বস্ত

সময়ে। চাপে পড়ে জেলেনস্কির আরও মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থন আমাদের জন্য খুব জরুরি। তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি চান। কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি শান্তি কেউ চান না। ইউক্রেনে ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে জীবন কাটাতে হচ্ছে আমাদের। এটা আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমাদের অস্তিত্বের সংকট। আমেরিকার সঙ্গে বিরল খনিজের চুক্তি স্বাক্ষরে তৈরি ইউক্রেন, একথাও জানান জেলেনস্কি। আরও বার্তা দেন, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতিতে কিয়েভ-ওয়াশিংটন সম্পর্ক মজবুত হবে এই চুক্তির ফলে। তবে এটুকও যথেষ্ট নয় ইউক্রেনের জন্য। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারের বৈঠকে আমেরিকাকে বিরল খনিজ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তাঁর বদলে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন জেলেনস্কি। যদিও সেই চুক্তি নিয়ে আলোচনা ভেস্তে যায়। জেলেনস্কির অভিযোগ করেন, ট্রাম্প কেবল খনিজেই আগ্রহী। ইউক্রেনের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁর। বরং তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত। যদিও শনিবার বোধোদয় হল তাঁর।

মধ্যপ্রদেশে বার্ড ফ্লুর হদিস, সতর্কতা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশে বার্ড ফ্লুর (এইচ৫এন১) ৪টি নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই তথ্য জানিয়ে বলেছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে।মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বার্ড ফ্লু-র ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ঘটনা নিশ্চিত হলে পাখির বাজার সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে, পশু চিকিৎসক, সংস্পর্শে আসা অন্যান্য ব্যক্তিরা এবং জীবিত পাখির বাজারে কর্মরতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

'মাদার্স অন হুইলস' সফরের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার 'মাদার্স অন হুইলস'-এর সূচনা করলেন। জানা গেছে, 'মাদার্স অন হুইলস' তার এই সফরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড পরিক্রমা করবে। বিভিন্ন জায়গার পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝা এবং সামাজিক কল্যাণে প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করার লক্ষ্যে এই সফর বলে জানা গেছে।জানা যাচ্ছে, সফরকালে শিশুদের লালন-পালনে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে এইসব দেশে সচেতনতা প্রসার হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই সফরের জন্য মায়েদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আগরতলায় গ্যাসের পাইপ লাইন লিকেজ হয়ে অগ্নিকান্ড

আগরতলা, ১ মার্চ ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের গ্রেন্ডিউজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস পাইপ লাইনে অগ্নিকান্ডে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছায়িয়ে পড়ে। ঘটনা শনিবার বিকালে। অল্পতে রক্ষা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় পাইপ লাইনের কাজ চলছিল। মাটি খুঁড়ে রাখা হয়। আচমকা শনিবার বিকালে ওই পাইপ লাইন থেকে গ্যাস নির্গত হতে থাকে। বড় ধরনের আগুন ধরে যায়। সাথে সাথেই এলাকাবাসী খবর দেয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফাঁয়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিছু সময়ের জন্য গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিহারে ৩,৫০০ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার

পূর্ব চম্পারণ, ১ মার্চঃ শুক্রবার রাত পঞ্জাব থেকে নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে. আসার পথে বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ভোররাত আড়াইটার সময় চালানো এই অভিযানে একটি ট্যাঙ্কার লরি এবং একটি পিকআপ ভ্যান বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে পাচারকারীরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পলাতক। এই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩,৫০০ লিটার বিদেশি মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহসি থানা এলাকার সুলসাবাদ রোডের কাছে এলাকা থেকে পুলিস উদ্ধার করে ।পুলিশ জানিয়েছে, হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে পঞ্জাব থেকে আনা মদের একটি বড় চালান

নারায়ণা স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ, পশ্চিমবঙ্গে নতুন স্কুল ও পরিষেবা বৃদ্ধিতে জোর

কলকাতা, ১ মার্চ ঃপড়ুয়াদের কল্যাণে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেই চলেছে দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারায়ণা স্কুল কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিক শেষ হওয়া ৪৮-তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলাতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তারা। এবার স্কুল পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত নানা বিষয় ছা।ও নৃত্য, সঙ্গীত, রেডিও জকি, খেলাধূলা - যেমন দাবা ও ফুটবল সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার বাস্তব রূপায়ণে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।এরই অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, ফুটবলার মেহতাব হোসেন, মুম্বইয়ের বিখ্যাত মিউজিক স্কুল ফার্টাডোস ও গুরগাঁওয়ের মিউজিক স্কুল টোরিন্স ও রেডিও জকি ভরুণ প্রমুখের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অচিরেই এর সুফল মিলবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ২৩টি স্কুল রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আরও ৮টি নতুন স্কুল শীঘ্রই উন্মুক্ত হতে চলেছে। এর ফলে মোট ৩১টি স্কুলের পরিষেবা বৃদ্ধি করতে চলেছে কর্তৃপক্ষ।প্রসঙ্গত, নারায়ণা স্কুল পশ্চিমবঙ্গ ও নারায়ণা হন্টারন্যাশনাল স্কুলের তরফে, অ্যাকাডেমিক হেড প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নতুন এই চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট ফুটবলার মেহতাব হোসেন, রেডিও জকি ভরুণ, মুম্বাইয়ের বিখ্যাত মিউজিক স্কুল ফার্টাডোস এবং গুরগাঁওয়ের মিউজিক স্কুল টোরিন্সের প্রতিনিধিরাও।

৩১ মার্চের পর ১৫ বছরের পুরনো গাড়িতে জ্বালানি দেওয়া হবে নাঃমনজিন্দর সিং সিরসা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃরাজধানী দিল্লিতে দূষণ রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা। শনিবার তিনি বলেছেন, ৩১ মার্চের পর ১৫ বছরের পুরনো গাড়িতে জ্বালানি দেওয়া হবে না। শনিবার দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী বলেছেন, ৩১ মার্চের পরে ১৫ বছরের পুরনো গাড়িগুলিতে জ্বালানি দেওয়া হবে না। দিল্লিতে কিছু বড় হোটেল, কিছু বড় অফিস কমপ্লেক্স, দিল্লি বিমানবন্দর, বড় নির্মাণ সাইট রয়েছে। আমরা তাদের সকলের জন্য তাদের জায়গায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে অ্যান্টি -স্মোগগান স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছি। আমরা দিল্লির সব উঁচু ভবনে স্মোগগান লাগানো বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছি।পরিবেশ মন্ত্রী আরও বলেছেন, আমরা দিল্লির সব হোটেলে স্মোগগান লাগানো বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছি। একইভাবে, আমরা সমস্ত বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের জন্য এটি বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছি। আমরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ক্লাউড সিডিংয়ের জন্য আমাদের যা কিছু অনুমতি লাগবে আমরা তা নেব এবং আমরা নিশ্চিত করব যে দিল্লিতে যখন মারাত্মক দূষণ থাকবে, তখন কৃত্রিম মাধ্যমে বৃষ্টি হতে পারে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৫৫ জনের মধ্যে ৪৯ জন উদ্ধার, আরও ৬ জনকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪৯ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ৬ জনকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, ওই ৬ জনকে প্রাণে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে শনিবার দুপুরে জানানো হয়েছে, মানা গ্রামে তুষারধসে আটকে পড়া ৫৫ জনের মধ্যে ৪৯ জন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের কর্মীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৬ জনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে তুষারধসের ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্ধারকাজ-সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন মোদী। উল্লেখ্য, শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথের অদূরে তুষারধস নামে। ভারত-চিন সীমান্তের কাছে মানা গ্রামে তুষারধসের কারণে আটকে পড়েন অন্তত ৫৫ জন শ্রমিক। ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করে জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শনিবার সকাল পর্যন্ত ৫৫ জনের মধ্যে ৪৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার সকালেই উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আকাশপথে উদ্ধারকাজ ও সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। অবশেষে ৪৯ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হল।

বিজ্ঞান দিবসের শুভেচ্ছা উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর, রবীন্দ্র জৈনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

লখনউ, ১ মার্চঃউত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রমন প্রভাবের আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে ভারতের মর্যাদাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে এবং ভবিষ্য প্রজন্মকে গবেষণা ও উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। জ্ঞান, অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রতি উৎসর্গীকৃত মহান বিজ্ঞানী, ভারতরত্ন ড. সি. ভি. রমন-এর এই অসামান্য অবদানকে শ্রদ্ধা জানাই।এছাড়া, উপ-মুখ্যমন্ত্রী তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক রবীন্দ্র জৈনের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন,'রামায়ণ'-এ তাঁর সংগীত মানুষের হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আলো জ্বালিয়েছে। 'পদ্মশ্রী' সম্মানপ্রাপ্ত এই মহান সুরকারের সৃষ্টি কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে রামভক্তি ও দেশভক্তির জাগরণ ঘটিয়েছে, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮৮ বছরে প্রয়াত বরিস স্প্যাস্কি, শোকের আবহ রাশিয়ায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১ মার্চঃ সোভিয়েত দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার কিংবদন্তি বরিস স্পাস্কি ৮৮ বছর বয়সে মারা গেলেন, রাশিয়ান দাবা ফেডারেশন গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘোষণা করেছে। রাশিয়ান দাবা ফেডারেশন তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে এটিকে দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি বলে অভিহিত করেছে।১৯৭২ সালে আমেরিকান ববি ফিশারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য স্পাস্কিকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়। দাবার টেবিলে এই ঐতিহাসিক শীতল যুদ্ধের দ্বন্দ্ব তথ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল। ১৯৩৭ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ- এ জন্মগ্রহণকারী স্প্যাস্কি অল্প বয়সেই অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছিলেন, ১৮ বছর বয়সে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১ মার্চ ঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

বেলুড় মঠে ভক্ত সমাগম, যথোচিত ভক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদযাপন

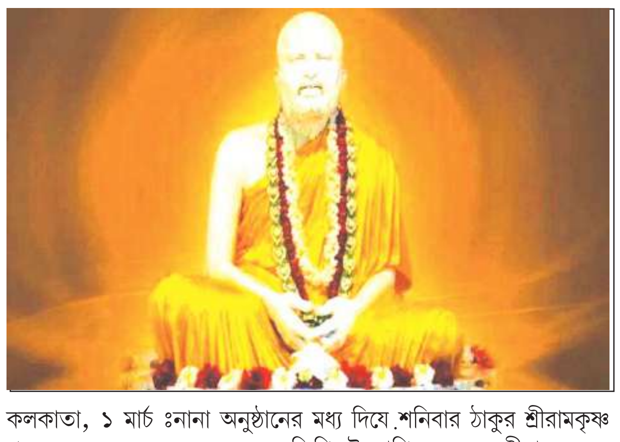

কলকাতা, ১ মার্চ ঃনানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে.শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯০-তম জন্মতিথি উদযাপিত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠের মূল মন্দিরে সকালে মঙ্গল আরতি, বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি। শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি বেলুড় মঠে এ দিন পুজোপাঠ, হোম, স্তব গান, শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কথা-সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হযেছে।এদিন সকাল থেকেই ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান হুগলির কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হযেছে। সেখানেও বহু ভক্ত সমাগম সকাল থেকেই। জয়রামবাটী মাতৃ মন্দির-সহ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অন্যান্য শাখা কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রামকৃষ্ণ সংঘে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে।

নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন পথে যাত্রা করছে বিহারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে তাঁর জন্মদিনে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন্মদিনের নীতীশের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নীতীশের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন পথে যাত্রা করছে বিহার।১ মার্চ, শনিবার নীতীশ কুমারের জন্মদিন। এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, বিহারের সফল মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন পথে যাত্রা করেছে বিহার। ঈশ্বর তাঁকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু দান করুন।

জন ঔষধি সপ্তাহের সূচনা করলেন নাড্ডা, চলবে ১ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ জন ঔষধি সপ্তাহের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে জন ঔষধি সপ্তাহ। জন ঔষধি সপ্তাহের সূচনাতে শনিবার সকালে নাড্ডা জন ঔষধি রথের যাত্রাও সূচনা করেন। এই বাহনগুলি (রথ) দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের চারপাশে ভ্রমণ করবে এবং জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির সুবিধাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন।জে পি নাড্ডা এদিন বলেছেন, আমাদের একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য রয়েছে ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এবং ২০২৭ সালের মধ্যে আমরা ২৫ হাজার জন ঔষুধ কেন্দ্রে পৌঁছব। আমরা ৮০টি কেন্দ্র দিয়ে শুরু করেছি, এখন ১৫ হাজার কেন্দ্র রযেছে এবং আমরা এই বছরের শেষ নাগাদ তা ২০ হাজারে উন্নীত করব এবং আমরা আগামী বছর ২৫ হাজার কেন্দ্রে পৌঁছব।

মধ্যমগ্রামে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু পুলিশের

মধ্যমগ্রাম, ১ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হল মা ও মেয়ের মৃতদেহ। মধ্যমগ্রামের দোহারিয়াতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতাদের নাম প্রিয়াঙ্কা রায় (২৬) ও মেয়ে প্রশংসা রায় (৬)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দোহারিয়ার প্রসেনজি রায়ের সঙ্গে সাতবছর আগে বিয়ে হয়েছিল প্রিয়াঙ্কার। তাঁদের মধ্যে কোনও অশান্তি ছিল না। প্রিয়াঙ্কার স্বামী পিচ-বোর্ড তৈরির কারখানাতে কাজ করেন। শুক্রবার রাতে সেই কারখানাতেই কাজ করছিলেন তিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, যখন কারখানায় ছিলেন প্রসেনজি তখন সে দু'বার ফোন করেছিলেন প্রিয়াঙ্কাকে। কিন্তু ফোন তোলেননি প্রিয়াঙ্কা। তখনই এক প্রতিবেশীকে ফোন করেন প্রসেনজি। প্রিয়াঙ্কার খোঁজ নিতে বলে সে। তারপরেই সেই প্রতিবেশী প্রসেনজিতের বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ না পাওয়ায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, দরজা ভেঙে মা প্রিয়াঙ্কা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার পরিবারের আত্মীয়-সহ স্বামী প্রসেনজিৎ এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে ঘটল এই ঘটনাটি।

বৃদ্ধি পেল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের, ১ মার্চ থেকে নতুন মূল্য কার্যকর

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ ফের দাম বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের, ফেব্রুয়ারি মাসে দাম কমলেও, মার্চ মাসের শুরুতেই মহার্ঘ্য হল বাণিজ্যিক সিলিন্ডার। চলতি মাসে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৬ টাকা বৃদ্ধি পেল। এর ফলে শনিবার, ১ মার্চ থেকে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কলকাতায় হয়েছে ১ হাজার ৯১৩ টাকা। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে গৃহস্থের ১৪.২ কেজির রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম। ফলে কলকাতায় সেই সিলিন্ডারের দর থাকছে ৮২৯ টাকা।প্রসঙ্গত, গত বছরের শেষ দিকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ধাপে ধাপে ১৬০ টাকার উপর বাড়ায় পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলি। গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে মোট দাম কমানো হয় ২০ টাকা। এরপর মার্চ মাসে ফের বাড়ল দাম।

মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে মাছ ধরার নৌকায় আগুন, প্রাণে বাঁচলেন ১৮ জন মৎস্যজীবী

রায়গড়, ১ মার্চঃমহারাষ্ট্রের রায়গা‍ে উপকূল থেকে প্রায় ৬-৭ নটিক্যাল মাইলে আগুন ধরে গেল মাছ ধরার একটি নৌকায়। ওই নৌকায় ১৮ জন মৎস্যজীবী ছিলেন, সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ও নৌবাহিনী। রায়গড়ের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গত শুক্রবার ভোররাত ৩ থেকে ৪টের মধ্যে রায়গ। জেলার অক্ষি আলিবাগ থেকে প্রায় ৬-৭ নটিক্যাল মাইলে আগুন ধরে যায় একটি মাছ ধরার একটি নৌকায়।ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, সিজিসি সাবিত্রীবাই ফুলে জাহাজ টহল দেওয়ার সময় ওই আগুন দেখা যায়। এরপরই ওই নৌকার আগুন নিভিয়ে ফেলা হয় এবং সমস্ত মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করা হয়

আপেল চাষিদের মুখে হাসি আনল বৃষ্টি, ভালো ফলনের প্রত্যাশা

শ্রীনগর, ১ মার্চ ঃ তুষারপাতের পর মুখে হাসি উঠল কাশ্মীরের আপেল চাষিদের। একটানা শুষ্ক আবহাওয়া আপেল চাষিদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে উঠেছিল, অবশেষে বৃষ্টি ও তুষারপাত তাঁদের মুখে হাসি আনল। দীর্ঘায়িত শুষ্ক আবহাওয়া মাটির আর্দ্রতা হ্রাস করেছিল, পাশাপাশি কৃষকরা নিজেদের জমিতে সার প্রয়োগ করতেও পারছিলেন না। অবশেষে বৃষ্টি হওয়ায় ভালো ফলনের আশা করছেন আপেল চাষিরা।আপেল চাষিরা জানাচ্ছেন, শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য মাটি পুষ্টি শোষণ করতে পারছিল না। অনেক কৃষক বলছেন, দীর্ঘায়িত শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে চাষের প্রক্রিয়াও এবার বিলম্বিত হযেছে। শুধুমাত্র আপেল চাষিরাই নন, বৃষ্টি ও তুষারপাত পুলওয়ামা ও কুলগাম জেলার ধান চাষিদের জন্যও স্বস্তি বয়ে এনেছে। পুলওয়ামার বাসিন্দা আব্দুল রশিদ নামে এক কৃষক বলেছেন, ধান চাষের জন্য জলের ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৭ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ২৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৩ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, শনিবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা৫২মনিট এবং রাত ১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

বর্জ্য প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা তৈরি

ক্যানিং, ১ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রথম বর্জ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। ক্যানিং ২ ব্লকের হোমরা পলতা এলাকায় সাড়ে ৪ কিমি লম্বা এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হল শনিবার থেকে। রাস্তার কাজের সূচনা করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা সহ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ক্যানিং পূর্ব ব্লকের তাম্বুলদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই রাস্তা তৈরাতে

খরচ হবে আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকা। এই প্রথম জেলার মধ্যে কোথাও ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্লাস্টিকের বোতল সহ অন্যান্য সামগ্রী যেগুলো পরিবেশ দূষণ করে সেই সব প্লাস্টিক একত্রিত করে তা দিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতি বছর দূর দুরন্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। সঙ্গে আসে বহু প্লাস্টিকের বোতল সহ অন্যান্য প্লাস্টিকের সামগ্রী। দূষণ রুখতে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে সাগর ব্লক প্রশাসন। সেই সংগৃহীত প্রচুর প্লাস্টিক সামগ্রী নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এবার রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। শনিবার থেকে সেই সামগ্রী রাস্তা তৈরির বিটুমিনাসের সঙ্গে যোগ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাস্তুকারদের দাবি এতে রাস্তার গঠন অনেক মজবুত হবে। পাশাপাশি বিটুমিনাসের পরিমাণ কম লাগবে। দূষণও কম হবে। ফলে একদিকে যেমন প্লাস্টিক পরিবেশের সঙ্গে মিশতে পারবে না, তেমনি কম পরিমাণ বিটুমিনাস,এর ব্যবহার কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণও কমাবে।

আগামীদিনে সাগর ব্লকের পাশাপাশি জেলার আরও ৯ টি জায়গায় এই প্লাস্টিক সংগ্রহ ও তা পুনরায় ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও এই রাস্তার স্থায়িত্ব যদি সাধারণ বিটুমিনাস রাস্তার থেকে বেশি ও ভালো হয় তাহলে আগামীদিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা তৈরিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

দুটি বাসের রেষারেষি সেক্টর ফাইভে

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ দু'টি বাসের রেষারেষি,সেক্টর ফাইভে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। দু'টি বাসের রেষারেষির জের, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। ঘটনাটি সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ওয়েবেল মোড়ের। শুক্রবার দুটি বাসের রেষারেষির জেরে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বাসযাত্রীরা।

কলকাতা দু'টি বাসের রেষারেষির জের, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। ঘটনাটি সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ওয়েবেল মোড়ের। শুক্রবার দুটি বাসের রেষারেষির জেরে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বাসযাত্রীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় এসডিএফ মোড় থেকে কলেজ মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় জাপানি গেট টু সল্টলেক রুটের দুটি বাস রেষারেষি করছিল। অভিযোগ, ওয়েবেল মোড়ে আসতেই একটি বাস আরেকটি বাসকে 'চেপে' দেয়। যার ফলে বাসটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। তবে ব্যস্ত সন্ধ্যায় যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায়। পরে পুলিশ এসে বাস দুটিকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সল্টলেকে বাসের রেষারেষির ঘটনা নতুন নয়। গত বছর নভেম্বর মাসে সল্টলেকে দু'টি বাসের রেষারেষিতে মৃত্যু হয় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রের। মায়ের সঙ্গে স্কুল থেকে স্কুটিতে চেপে ফিরছিল শিশুটি। সল্টলেকের ২ নম্বর গেটের সামনে সল্টলেক-হাওড়া রুটের বাসের ধাক্কায় স্কুটি থেকে পড়ে যায় সে। শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার জেরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়েরা। অবরোধকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় কথাবার্তা বলে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয়েরা। এর আগে বেহালা, বাঁশদ্রোণীতে প্রাণ হারিয়েছিল দুই স্কুলপড়ুয়া।

অ্যাপেই এখন বুক করা যাবে অটো

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ অটোর অপেক্ষায় আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে স্ট্যান্ডেও যেতে হবে না। ক্যাবের মতো এবার অ্যাপেই বুক করা যাবে অটো। পৌঁছে যাবে বাড়ির দোরগোড়ায়। পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে এই পরিষেবা প্রথমে নিউটাউনে চালু হতে চলেছে। তবে ভবিষ্যতে কলকাতা এবং শহরতলিতেও অ্যাপের মাধ্যমেই মিলবে অটো।অর্থাৎ অটো হয়ে যাবে কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ।

পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, রুটের অটো যে বন্ধ হয়ে যাবে তেমন নয়। শহরে চলা কিছু অটোকে এই অ্যাপের আওতায় আনা হবে। সর্বোচ্চ তিনজন উঠতে পারবেন অটোয়। তবে গোটা পরিকল্পনাই এখন প্রাথমিক স্তরে। পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের উপস্থিতিতে বৈঠক যোগ দেয়, ওলা-উবের-সহ একাধিক অ্যাপ ক্যাব সংস্থা। পাশাপাশি ছিল আইএনটিটিইউসি, এআইটিইউসি-সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনও। ওই সংগঠনের নেতৃত্বকেই ঠিক করতে বলা হয়, কোন রুটের কোন অটোকে অ্যাপের আওতায় আনা হবে। ভাড়ার বিষয়টিও পরে ঠিক হবে। তবে অ্যাপে বুক করা গেলেও কলকাতা পুলিশের সংরক্ষিত এলাকায় তা ঢুকতে পারবে না।

অ্যাপে বুক করা অটোর জন্য শহরের বিভিন্ন জোন ভাগ করে দেওয়া হবে। যেমন দক্ষিণ কলকাতার অটো মধ্য কলকাতায় ঢুকবে না, বা উত্তরের অটো পূর্বে। পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, অটো অ্যাপের আওতায় এলেও তার সংখ্যা কোনওভাবেই বাড়বে না।অর্থাৎ নতুন অটো রাস্তায় নামার কোনও পারমিট দেওয়া হবে না। পুরনো অটোর থেকে একটা অংশ অ্যাপের আওতায় আনা হবে। তবে এই অটো নামলে একদিকে যেমন যাত্রীদের সুবিধা হবে। তেমনই রুটের অটো এবং ক্যাবের যাত্রী কিছুটা কমবে।

. ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অর্চনা

বনস্পতি দে, কামারপুকুর হুগলি ঃ শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ১৯০ তম জন্মতিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় কামারপুকুরে। শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ১৯০ তম জন্মতিথি উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় কামারপুকুরে। একই সঙ্গে কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শনিবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে একাধিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয় ভোর চারটে ত্রিশ মিনিটে মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে। সেখানে গোটা দিন ব্যাপী চলবে পূজা অর্চনা।

ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে শপথ গ্রহণ হল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ সবুজ বাঁচাতে,ম্যানগ্রোভ রক্ষা করার শপথ নেওয়া হলো দুদিনের আন্তর্জাতিক সেমিনারের মধ্যে দিয়ে রায়দীঘিতে ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে এবং সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ওপর সচেতন করতে ও সুন্দরবনের সবুজ ধবংস

আটকাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হলো দুদিনের আন্তর্জাতিক সেমিনারের মধ্যে দিয়ে রায়দীঘিতে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত নন্দকুমারপুরে সবুজ সংঘের ৫০ বছরকে সামনে রেখে সবুজ বিএড কলেজ এন্ড সবুজ প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ১৩ তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে দুদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারের উপস্থিত ছিলেন বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জার্মানির ইলগা বায়োটিকের প্রতিষ্ঠাতা ড অমল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন সচিব দিব্যেন্দু সরকার, জার্মানির শিক্ষিকা ড ইরামগার্ড উইলেম, প্রফেসর ড রমাকান্ত মোহালিক, ড নবীন ঠাকুর,প্রফেসর ড বিশ্ব রঞ্জন মিস্ত্রি, সুজয় চৌধুরী, সবুজ সংঘের সম্পাদক ও ডিরেক্টর তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য অংশুমান দাস, সবুজ বিএড কলেজ অ্যান্ড সবুজ প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশাসক অরুনাভ দাস সহ আরো অনেকে। মূলত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে সবুজ বাঁচানোর বার্তা দেওয়া হয় এদিনের এই সেমিনারে।সবুজ বাঁচাতে ও সচেতনতা বাড়াতে কিভাবে এগোতে হবে সে বিষয়ের উপরআলোকপাত করা হয় এই সেমিনারের মধ্যে দিয়ে।আগামী দিনে ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে,নদীভাঙ্গন আটকাতে ও সবুজ ধ্বংস রুখতে ম্যানগ্রোভ গাছের চারা তৈরি ও রোপণের মধ্যে দিয়ে কিভাবে কাজ করা হবে সে বিষয়ে এক গুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে এদিন সবুজ সংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়। দুদিনের এই সেমিনার শেষ হয়।

সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে। যেভাবে এই বনের ওপরে চাপ আসতে শুরু করেছে এবং সভ্যতা ক্রমশ বিনাশ করছে তা চিন্তার বিষয়।

কুম্ভমেলায় অব্যবস্থা প্রতিবাদ করায় মার

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ কুম্ভমেলায় নিয়ে গিয়ে অব্যবস্থার প্রতিবাদ করায় হামলা। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। লোহার রড দিয়ে মারার অভিযোগ মহিলা ও বৃদ্ধকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রানিয়া এলাকা যা নরেন্দ্রপুর থানার মধ্যে পড়ে এখান থেকে কুম্ভমেলা যাওয়ার জন্য বাস ছাড়া হয়। একটি বাসে মোট ৪০ জন গিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৬ হাজার টাকা করে নেওয়া হয় ।এর বিনিময়ে যাতায়াত ছাড়াও তিনবেলা খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস ভাড়া করে টাকা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে গিয়েও প্রতিশ্রুতি মত খাবার না দেওয়ার অভিযোগ। প্রতিবাদ করলে মারধর করা হয় ।এমনকি লোহার রড় দিয়ে হামলা চালানোও হয় বলে অভিযোগ। রানিয়া থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী বিকেলে বাস ছাড়া হয়। স্নান সেরে আবার তারা ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে ফেরে ।এলাকায় ঢোকার পরেই রড দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ। ট্যুর অপারেটর রঞ্জিত সিং, নন্দু সিং এবং রবি সাউ এর বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে পুলিশ থেকে বলা হয়েছে যে গোটা ঘটনার পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।

বেআইনী নির্মাণ ভাঙতে তৎপর

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে তৎপর জ্যোতিপ্রিয়, ভূমি দপ্তর ও পুরসভাকে নির্দেশ। সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে হবে। পুরসভা ও ভূমি দপ্তরকে বেআইনি নির্মাণ খুঁজে বের করতে বলেছি। বেআইনিভাবে যে সমস্ত নির্মাণগুলি হয়েছে, সবগুলো ভেঙে ফেলতে হবে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় দলীয় একটি কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। ভুয়ো ভোটার ধরতেও এদিন তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

ফি বছর বর্ষাকালে হাবড়া শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জমা জলের সমস্যা থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় রাজ্য সরকার একটি বুস্টিং পাম্প নির্মাণ করেছে। এদিন সেই পাম্প পরিদর্শন করেন জ্যোতিপ্রিয়। পদ্মাখালের জবরদখল থেকে হাবড়া শহরে জমা জলের সমস্যা বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন। শুধু পদ্মাখালই নয়, হাবড়া শহরেও বেআইনি নির্মাণ বাড়ছে। সাংবাদিকদের সে প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'কোথাও কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। ভূমি দপ্তর ও পুরসভাকে ইতিমধ্যে বেআইনি নির্মাণগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে।'

তারপরই তিনি ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে সোচ্চার হোন। সেদিন যদি প্রিয় বলেন, 'হাবড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে। আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ড ও বুথে দায়িত্বশীল কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি, সমস্ত ভুয়া ভোটার চিহ্নিত করতে হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে বহু ভোটারদের নামের তালিকা পাঠাব।'

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের একটি অসাধ্য সাধনা, এল চিকিৎসা জগতে সুনাম ও শ্রীবৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে অসাধ্য সাধন! 'ফার্স্ট ডিগ্রি' হার্ট ব্লক নিয়েও মা হলেন বালুরঘাটের মৌমিতা। যাঁর হার্টে সমস্যা তাঁর জঠরে ধুকপুক করছিল আর একপ্রাণ। মায়ের বুকে অস্থায়ী পেসমেকার, সে অবস্থায় পৃথিবীর আলো দেখল সদ্যোজাত। চ্যালেঞ্জ নিয়ে সরকারি পরিকাঠামোয় প্রসূতি ও তাঁর সন্তানকে বিপন্মুক্ত করল ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। নেতৃত্বে সুপার ডা. অর্ঘ্য মৈত্র, স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রণব বিশ্বাস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. সুশান্তকুমার পাইনের তত্ত্বাবধানে। অপারেশন টিমে ছিলেন স্ত্রীরোগ বিভাগের ডা. ধারা লায়েক, ডা. পৌলমী রায়, অ্যানাস্থেটিস্ট ডা. মৃন্ময় বসাকও। যাঁকে বাঁচাতে এই কর্মকাণ্ড তিনি উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের বাসিন্দা মৌমিতা বর্মন। বয়স ২৬ বছর। বিয়ে করেছিলেন এক বছর আগে। আচমকাই একদিন শ্বাস নিতে সমস্যা, বুকে চাপ চাপ ব্যথা। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে ইসিজি করেন। সেখানেই ধরা পড়ে হার্টে সমস্যা। মৌমিতার পরিবার ভরসা রেখেছিল বাংলার সরকারি পরিষেবায়।

এদিকে ততদিনে সন্তানসম্ভবা মৌমিতা। এবার উপায়? বালুরঘাটের চিকিৎসক জানিয়ে ছিলেন, হৃদপিণ্ডের এই অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক। পেসমেকার বসিয়ে তবে ওটি করতে হবে। এমতাবস্থায় কোনও বেসরকারি হাসপাতাল নয়, মঙ্গলবার ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে এসেছিলেন মৌমিতা। বুধবার চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেন। দেখা যায়, তখনও জঠরের সন্তানের ফুসফুসের গঠন সম্পূর্ণ হয়নি। এদিকে প্রসূতির হার্টের অবস্থাও ভালো নয়। দ্রুত প্রসূতির হার্টকে স্বাভাবিক রাখতে 'টেম্পোরারি পেসমেকার' বসানো হয়। বাচ্চার ফুসফুসের গঠন দ্রুত সম্পূর্ণ করতে প্রসূতিকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। স্ত্রীরোগ বিভাগের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চারটে ডোজের এই ইঞ্জেকশন ১২ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

দুটো চিন্তা ঘুরছিল চিকিৎসকদের মাথায়। হার্ট বিকল হওয়ার আগেই বাঁচাতে হবে প্রসূতিকে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে জঠরের সন্তানকেও। চিকিৎসকরা যখন বুঝতে পারেন এইবার জঠরের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করা যাবে তৈরি করা হয় অপারেশন থিয়েটার। শুক্রবার টেম্পোরারি পেসমেকার বসানো অবস্থায় সিজার হয় মৌমিতার। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মা এবং সন্তান দু'জনেই এখন ভালো আছে। প্রসূতিকে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। কার্ডিওলজি বিভাগে এবার তাঁর স্থায়ী পেসমেকার বসবে। এইভাবেই কলকাতা মেডিকেল কলেজগুলির ডাক্তারেরা সুনাম অর্জন করে চলেছে।

অভিযোগ,ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তে শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং কর্মীদের

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি ঃ ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ পড়েছে চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতারই। মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল নেতার স্ত্রীর। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন মেনে যাঁর নাম বাদ পড়ল, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ সবার। নাম বাদ পড়েছে তৃণমূল নেতারই। ভোটার তালিকায় নাম রয়ে গিয়েছে তাঁর স্ত্রীর। ঘটনাটি চুঁচুড়ার।

চুঁচুড়া পুরসভার আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৃণমূলের বুথ সভাপতি জয়ন্ত খাঁ। তাঁর স্ত্রী সুষমা খাঁর মৃত্যুর পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের জন্য আবেদন জানানো হয়। কিন্তু, সেই আবেদনের পর জয়ন্তর নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর স্ত্রী সুষমার নাম রেখে দেওয়া হয়।

চুঁচুড়া শহর তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব মিত্র বলেন, আমাদের দলের বুথ সভাপতির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। তাঁর মৃত স্ত্রীর নাম রয়েছে তালিকায়। অনলাইনে যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁদের জন্যই এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আমরা মহকুমা শাসককে জানিয়েছি বিষয়টা। এরকম অনেক হয়েছে, যাঁদের যে বুথে ভোট ছিল সেই বুথ নম্বরও বদলে গিয়েছে। আমাদের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অনেক ভোটার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে চলে গিয়েছে। অথচ তাঁরা জানেনেই না। এক একটা বুথে দশটা করে ভোট এদিক ওদিক হয়ে গেলেই ভোটের ফলাফল অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা ভোটার তালিকা দেখে এইসব গন্ডগোল যেখানে হয়েছে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি।

গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় ভুতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সেই ভূত তাড়াতে নির্দেশ দেন জেলা নেতৃত্বকে। শনিবার চুঁচুড়া বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে সেই 'ভূত' তাড়ানোর বৈঠক করে তৃণমূল। বৈঠকে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, দলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, দলের নির্দেশ রয়েছে প্রতিটা বিধানসভার প্রতিটা বুথের যে ভোটার তালিকা রয়েছে সেগুলো ভালো করে স্ক্রুটিনি করতে হবে। প্রকৃত ভোটারের নাম আছে কি না, ভুয়ো ভোটার ঢুকে আছে কি না সেটা দেখতে হবে। দিল্লির ভোটে দেখা গিয়েছে অনলাইন সিস্টেমের জন্য বহু ভুয়ো ভোটার ঢুকেছে। দিল্লিতে বিজেপির জয় এই ভুয়ো ভোটারের জন্য। আমরা চাই নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধানে থাকে, কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা তৈরি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটা গভীর চক্রান্ত চলছে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে দেওয়ার, আমরা এটা প্রতিবাদ করব। নির্বাচন কমিশন তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, প্রশাসনের কর্মীরাই এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেই প্রসঙ্গে স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, তরাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী বলে কিছু হয় না। যখন নির্বাচন আসে নির্বাচন কমিশন যাঁদের নিয়ে নেয়, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই কাজ করেন। তখন তিনি কোথা থেকে মাইনে পাচ্ছেন, সেটা বিচার্য হয় না। যখন তিনি ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন, যাঁদের যাঁদের নাম তুলবেন, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই তুলবেন। ফলে কে পরিচালনা করছে এটাই ফ্যাক্টর। নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে যদি ভোটার তালিকা তৈরি হয়, দায় তাহলে তাদেরই নিতে হবে। আমরাও লক্ষ্য রাখছি এবং নির্বাচন কমিশনের কাজে কী ভুল আছে যথাসময়ে রিপোর্ট দেব।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হিন্দুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী বলেন, তআমরা প্রত্যেকেই বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছিলাম।

কামালগাছির ধৃত মাদক কারবারির কাছ থেকে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ মার্চ ঃ কামালগাছিবাইপাস এলাকা থেকে ধৃত মাদক পাচার চক্রের মুল মাথা উসমান গাজীকে জিজ্ঞেসাবাদে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য । বিগত তিন বছর ধরে সে গাঁজার ব্যবসা করতো। উড়িষ্যা থেকে গাঁজা নিয়ে এসে মথুরাপুর, রায়দীঘি সহ দঃ২৪ পরগনা জেলার একাধিক এলাকায় সেই গাঁজা সরবরাহ করা তাঁর কাজ ছিল বলে জানা গিয়েছে ।এই ধৃত তিনজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। আর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিশ। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে গত বুধবার বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার কামালগাজি বাইপাস এলাকা থেকে একটি গাড়ি আটক করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমান গাঁজা। উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে এই সমস্ত গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে জানতে পারে পুলিশ।গাঁজা আনার সময় তল্লাশি চালালেও যাতে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে তাঁর জন্য গাড়ির মধ্যেই তৈরি করা হয়েছিল আলাদা একটি চেম্বার । বালেশ্বরে যারা গাঁজা ব্যবসা করে তারাই এই চেম্বার তৈরি দেয় বলে তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিশ । অভিযুক্ত দের কাছ থেকে যে ৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ । আর কারা এর সাথে যুক্ত আছে তার কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। আর এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় এই চক্রের অন্যতম মুল পাণ্ডা উসমান মন্ডল,শাহরুল হক মিস্ত্রি ওআমিন আলি গাজি। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা রুজুকরা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । আর তারপর ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা বাদ করছে পুলিশ।আর তাদের কাছ থেকে উঠে আসতে পারে আর ও অজানা তথ্য বলে মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা।

এমএলএ কাপের ফাইনাল খেলায় মাজিদা অঞ্চল চ্যাম্পিয়ন

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১ মার্চঃ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এমএলএ কাপ শুরু হয়েছিল গত ২৭ ফেবয়যারি, আজ তার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী থানার মাঠে. উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, শারদ অর্ঘ্য সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ. ১৬ টি দলকে নিয়ে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। আজ ফাইনাল খেলা মাজিদা পঞ্চায়েত এবং নিমদহ পঞ্চায়েতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।. নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়. ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে মাজিদা অঞ্চল নিমদহ পঞ্চায়েত কে পরাজিত করে।

দিল্লি গিয়ে কলকাতা পুলিশের গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ কলকাতা পুলিশ দিল্লি থেকে ধরল 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' চক্রের আরও এক মাথাকে। ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে প্রতারণা চলত। সেই তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়ছিলেন একের পর এক প্রতারক। এবার দিল্লি থেকে গ্রেফতার হলেন চক্রের আরও এক পান্ডা। মাস তিন আগে গলফ গ্রিনের এক বাসিন্দাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন প্রতারকরা। ওই তদন্তে আগে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে লালবাজারের তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন জাল অনেক দূর বিছানো আছে। কলকাতার আনন্দপুর, পাটুলি, এবং নরেন্দ্রপুর এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা চক্রের লোকজন ঘাঁটি গেঁড়ে আছে। সেই তথ্যও পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার দিল্লির বিবেক বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই চক্রের আরও এক মাথাকে। ধৃত ব্যক্তির নাম যোগেশ দুয়া (৩৬)। সূত্রের খবর, অন্তর্বর্তী হেফাজতে তাঁকে শনিবার কলকাতা নিয়ে আসা হচ্ছে।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও পুলিশ উদ্ধার করেছে। দুটি মোবাইল, দুটি হার্ড ডিস্ক, একটি ল্যাপটপ, চারটি এটিএম কার্ড, দুই প্যান কার্ড উদ্ধার হয়েছে তার ফ্ল্যাট থেকে। মিলেছে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। পাওয়া গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা, ডলার। যোগেশ দুয়ার ভাই আদিত্য দুয়াও এই প্রতারণার আরও এক মাথা। তাঁর খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, আদিত্য দুয়ার নামে পলিসি বন্ডের কাগজ মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তির নামে আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি আসল নাকি ভুয়ো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেহালার বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হল

দুরন্তবার্তা, ১ মার্চ ঃ বেহালায় বাড়ির অদূরে অফিস থেকে বাবা ও মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। রাতে বেহালায় একটি ঘরের ফ্যানে একই দড়ির দু'প্রান্তে দুজনের দেহ ঝুলতে দেখা যায়। জন্ম থেকে অটিজমে আক্রান্ত সন্তান। সে কারণে মানসিক অবসাদে ভুগতেন বাবা। তাই মেয়েকে খুন করে সম্ভবত নিজে আত্মঘাতী হতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। পর্ণশ্রী থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। নিহতের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। নিহতেরা হলেন বাবা স্বজন দাস (৫৩) ও সৃজা দাস (২২)। স্বজনবাবু পেশায় চিমনি ফিল্টারের ব্যবসায়ী। সৃজা জন্ম থেকে অটিজমে আক্রান্ত। মহেশতলা থানার নুঙ্গির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা তাঁরা। বেহালার শকুন্তলা পার্ক লাগোয়া হো-চি-মিন সরণিতে একটি অফিস রয়েছে স্বজনবাবুর। শুক্রবার মেয়েকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার নামে বাড়ি থেকে বেরোয় বাবা ও মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও বাবা ও মেয়ের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যের পর স্বজনের বন্ধুবান্ধবদের ফোন করতে শুরু করেন তাঁর স্ত্রী। তাঁরাও ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি। বেশ কয়েকজন শকুন্তলা পার্কের অফিসে পৌঁছন। তাঁরা গিয়ে দেখেন অফিসের ভিতরে আলো জ্বলছে। চলছে এসি। ডাকতে শুরু করেন। কিন্তু কারও রোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা ভেঙে অফিসের ভিতরে ঢোকেন সকলে। তাজ্জব হয়ে যান তাঁরা। দেখেন ফ্যানে একটি দড়ির দু'প্রান্তে ঝুলছেন বাবা ও মেয়ে। তড়িঘড়ি পর্ণশ্রী থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ পুলিশ জোড়া মরদেহ উদ্ধার করে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে চোখের জলে ভাসছেন স্বজনের স্ত্রী।

সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তি

শুভঙ্কর দে, পান্ডুয়া হুগলি ঃ সরস্বতী পুজোয় খাওয়া-দাওয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের, এই অভিযোগ তুলে হুগলির পান্ডুয়া ব্লকের পাঁচদড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক পড়ুয়া।

কয়েকজন পড়ুয়া সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেও তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সরস্বতী পুজোয় খাওয়া-দাওয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। এই অভিযোগ তুলে হুগলির পান্ডুয়া ব্লকের পাঁচদড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক পড়ুয়া। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ পড়ুয়া, অভিভাবকদের। স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকরা। স্কুলের সামনে কয়েকজন পড়ুয়াদের বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায়। তারা নিজেদের দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বলে দাবি করেন। এই বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্কুলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুলের কয়েকজন দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা তাতে অংশ নিতে এলেও খেতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। এই পড়ুয়াদের অপমান করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন প্রধান শিক্ষক, অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। এই ঘটনাকে সামনে রেখে শনিবার স্কুল খোলার সময় থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কয়েকজন পড়ুয়া এবং অভিভাবক। শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকতে না পেরে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিক্ষোভকারী পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা জানান, সরস্বতী পুজোর জন্য চাঁদা নেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯১ সংখ্যা, রবিবার ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩১

সিনেমায় নষ্ট মেয়ের উপাখ্যান

বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম। যামিনী রায় সেই বিরল চিত্রশিল্পী যিনি আছেন বাঙালির দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডার, নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তার ছবি বিয়ের কার্ডে, মেলায়। সর্বোপরি যামিনী রায়ের ছবি মানে যেন সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সংস্কৃতিমনস্ক রুচির প্রতিচ্ছবি। লন্ডন-নিউ ইয়র্কের শিল্পরসিকদের মুখে মুখে চর্চিত হতে থাকেন যামিনী রায়। বহুমুখী প্রতিভার নিরিখে পিকাসোর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। তিনিই একসময়ে শ্যামবাজারে কাপড়ের দোকানে কাজ করেছেন, শাড়ি কেনাবেচা করতে গিয়ে বুঝে গিয়েছিলেন নানা পেশার মানুষের রঙের পছন্দ-অপছন্দ! গতানুগতিক শিল্পী হতে কোনওদিন মন সায় দেয়নি। অনেকবার বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েও দেশের বাইরে যাননি। গ্রামের পটুয়া ও মৃৎশিল্পীদের মূর্তি দেখে যামিনীর মনে শিল্পী হওয়ার বাসনা জাগে। সেসব দেখে তাঁর বাবা তাঁকে পাঠালেন কলকাতার মামার বাড়িতে। ষোলো বছর বয়সে যামিনী রায় ভর্তি হলেন গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টসে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত যামিনীর জীবনে প্রবল অনটন। আর্ট কলেজে পড়ার সময় থেকেই কলকাতার অনেক জায়গায় কাজের ব্যাপারে ঘুরেছেন। উত্তর কলকাতাতেই পনেরো বার বাড়ি পালটাতে হয়েছে। ওই সময়ে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে চব্বিশ বছর বাস করেছেন। বাড়িওয়ালাকে যখন ভাড়া দিতে পারেননি, মালিক তখন তাঁর পূর্বপুরুষের ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন যামিনী রায়কে দিয়েই। তাঁর শিল্পকর্ম দেখতে স্বয়ং গাঁধীজির আগ্রহ সত্ত্বেও দেখাতে যাননি যামিনী রায়। বলেছিলেন,গাঁধীজি যদি ছবিই দেখতে চান, আমার স্টুডিওতে আসবেন। এটুকু সম্মান কি শিল্পী হিসেবে আশা করা যায় না? ১৯৩৭ এর প্রর্দশনী যামিনী রায়কে রসিক মহলের সামনে এনে দেয়। সুহৃদ পেলেন বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের । বিষ্ণু দে তাঁকে তুলনা করেন পাবলো পিকাসোর সঙ্গে। বিষ্ণু দে'র ভাষায়, 'ধূসর তিনি আনেন নদীর পলিমাটি থেকে, সিঁদুর-রঙ পান মেয়েদের পুণ্যাচারের সিঁদুর থেকে, নীল তো চাষের নীল, আর শাদা হচ্ছে সাধারণ খড়ির রঙ এবং কালো তিনি মেশান সুলভ ভুষো থেকে।' তিনি ছবি আঁকেন খবর কাগজে, চটে চাটাইয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে, তালপাতা-নারকেলপাতায়, এক ছবি মুছে দিয়ে তার উপরেই আঁকেন অন্য ছবি। আবার তাঁর অসামান্য কীর্তি রামায়ণ সিরিজ আঁকেন উত্তর কলকাতার 'রসগোল্লা ভবন'-এর লম্বা হলঘরে বসে। বাগবাজারের বাড়িতে অন্তরঙ্গ জনেরা পড়সি, কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যামিনী রায়। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিস্তর সমালোচনার আবহে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ পড়ে আনন্দিত কবি চিঠি লিখেছিলেন শিল্পীকে, 'তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়।' কলকাতার এগজিবিশনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন, জিভে প্যারালিসিস, কথা বলতে পারেন না। যামিনী রায় দেখলেন, তাঁর আঁকা ছবি দেখে গগনেন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

উত্তম কুমার প্রসঙ্গে মহুয়া

উত্তমকুমার প্রসঙ্গে মহুয়া রায়চৌধুরী। উত্তমকুমারকে নিয়ে সেরকম উন্মাদনা আমার ছিল না, যতটা আমার বন্ধুদের মধ্যে ছিল। এটা তাই জন্যই বলছি কারণ ওরা উত্তমকুমারকে ওদের স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র মনে করতো। হ্যাঁ, ওঁর ছবি নিশ্চই আমার ভালো লাগতো কিন্তু ওদের মতন এতটা বাড়াবাড়ি আমি করতে পারিনি । তবে আমার যেটা ওঁর প্রতি ছিল সেটা হলো শ্রদ্ধা, পরে যখন ওঁর সাথে কাজ করা শুরু করলাম এই শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ হয়েছিল। এখনও 'বাঘবন্দী খেলা'এর শুটিংয়ের দৃশ্যখানা ভুলতে পারবো না। ওই ছবিতে যিনি আমার বাবার চরিত্রে ছিলেন তাঁর সাথে উত্তমকুমারের একটি শট ছিল, যদিও আমি সেই শটটায় ছিলাম কিন্তু কমিউনিকেশন হবে শুধু ওদের মধ্যেই । আমার কাজটা শুধু এক্সপ্রেশনের, সংলাপ প্রায় নেই বললেই চলে । ভবেশ ব্যানার্জির দ্বারা আমাদের প্রতারিত হওয়ার দৃশ্যটা ক্যামেরায় তোলা হবে । শট শুরুর আগে আমি উত্তমকুমারকে বললাম, আমাকে তো বলা হচ্ছে ফেসের মধ্যে যাতে ঘৃণা এবং বিরক্তিসূচক এক্সপ্রেশনটা নিয়ে আসি অমুক সংলাপটা চলাকালীন। তখন উত্তমকুমার ওঁর হাতে ধরা স্ক্রিপ্টটার দিকে তাকিয়েই বললেন, বেশ তো, তাই করিস । আমি আবারও বললাম, কিন্তু সত্যি সত্যি তো দূরের কথা, মিথ্যে অভিনয় করলেও আপনাকে দেখে আমার এইধরণের এক্সপ্রেশন বেরোবে না। এবং যদি ঘৃণা ফোটানোর চেষ্টাও করি সেটা একদমই ন্যাচারাল দেখাবে না। এবার কিন্তু উত্তমকুমার আমার দিকে তাকালেন, বোধহয় ছবিতে আমার যে চরিত্রটি ছিল সেটার প্রতি আমার এমন ইনভলভমেন্ট দেখে উনি খুশিই হয়েছিলেন । আমার দিকে তাকিয়েই উনি বললেন,তখন তোর সামনে উত্তমকুমার না, ভবেশ বাড়ুজ্যে থাকবে । এই ভবেশ লোকটা খুব খারাপ জানিস তো । সবাই তাকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। ব্যাস আর কিছু বললেন না, আমিও আর কথা বাড়ালাম না। তারপর শটটা যখন টেক হল কেন জানি না আমার মনে হলো গোটা ছবি জুড়ে আমার সেরা অভিনয়টা বোধহয় ওখানেই ছিল। ভবেশ ব্যানার্জি র ওই নিষ্ঠুরতায় ভরা শঠতা দেখে খুব ন্যাচারালিই আমার এক্সপ্রেশনটা চলে এসেছিল । এবং পরিচালক যেটা আশা করেছিলেন তার থেকেও আমি ভালোভাবে উতরে দিয়েছি। শটটা শেষ হতেই উত্তমকুমার আমায় রসিকতা করে বলেছিলেন, ভবেশ বাড়ুজ্যে লোকটা খুব খারাপ তাই না রে, এই মিষ্টি সরলমনের মেয়েটার মনে কত দুঃখ দিলো বল তো । আমারও কি জানি তখন কি একটা মনে হলো ওঁর পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করে বসলাম ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে জীবন সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে। মাই সর্ব সর্বশক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তিকে অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

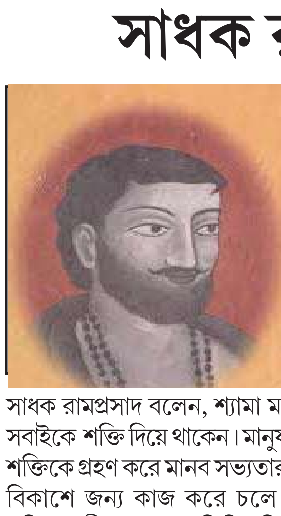

সাধক রামপ্রসাদ বলেন, শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে মহাকবি গিরিশ ঘোষ বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত এবং আধুনিক থিয়েটার মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহাকবি গিরিশ ঘোষ নাটককে সর্বজনীন করে তুলেছিলেন। তিনি নাটককে আভিজাত্য পরিবারের দ্বার থেকে বাংলা সকল দর্শকদের সমানে নিয়ে এসে উপস্থিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাইকেলের সময়ে নাটক ছিল শৌখিন ব্যক্তিদের বিষয়। সেখানে কোনও সাধারণ দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঠাকুর বাড়িতে নাটক চর্চা হতো। সেখানেও কোনও সাধারণ দর্শকেরা প্রবেশ করার অধিকার লাভ করতো না। শুধু মাত্র আমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই ছিলেন নাটক দেখার অধিকারী। তার ফলে সেই সময়ে নাটক সবার দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। তবে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই কিন্তু নাটক

সকলের দেখার উপযুক্ত হয়। এর সঙ্গে অতি অবশ্যই নাম উল্লেখ করতে হবে স্টার থিয়েটারের। নিউ থিয়েটার কোম্পানি অতি অবশ্যই নাটককে পেশাদারিত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে। যদিও গিরিশ ঘোষও নাটককে পেশাদারি মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে নাটককে পেশাদারি মঞ্চে নিয়ে আসতে না পারলে বাংলার নাটকের পতন একটি সময়ে ঘটে যাবে আর্থিক কারণে। আর্থিক সংযোগের সেতু নির্মাণ করতে হবে। নাটকেদর দর্শক তৈরি করতে হবে। তবেই বাংলা নাটকদের বাঁচানো সম্ভব হবে। সেই কারণে অমৃতলাল বসু থেকে শুরু করে নটী বিনোদিনী সবাই পেশাদারি মঞ্চ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারটা ছিল পূর্ব নির্দ্ধারিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঈশ্বর নিয়ে বহু মতান্তর হয়েছে। কিন্তু গিরিশ ঘোষ কোনও সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ত্যাগ করতে পারেন নি। উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগে যে দৃষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে বিচার করতেন গিরিশ ঘোষও ঠিক একইভাবে ঠাকুরকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে একটি দৈব্যশক্তি ছিল। সেটা হচ্ছে প্রেম শক্তি। এই প্রেম শক্তি দিয়ে তিনি সেই সময়ে সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীজনদের আকর্ষন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কোনও সময়ে বলেন নি দেবী পুজো করতে তাঁর শিষ্যদের। তিনি বলতেন, সেবা করতে হবে। প্রেম ও ভক্তি দিয়ে মানব সমাজের উন্নতি সাধন করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ভণ্ড বলে মনে করতেন। ঠিক একইভাবে গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বহু দিক দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটি শক্তি ছিল সেটা হচ্ছে সহ্যশক্তি। সহ্যশক্তি তাঁর অসাধারণ। এই সহ্যশক্তি দিয়ে ভক্তি যোগ এবং প্রেম যোগের মাধ্যমে বহু গুণীজনকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ভক্তিভাব এবং প্রেমভাব সবার মনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। যে গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে অবিশ্বাস করতেন সেই গিরিশ ঘোষ শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের পায়ের কাছে এসে বসে থাকতেন। মনের মধ্যে যে তাঁর আগুন জ্বলছে তাকে নেভাতে ঠাকুরের সুপরামর্শ ছিল প্রধান পাথেয় গিরিশের কাছে। গিরিশ ঘোষের মধ্যে একটি শক্তি ছিল সেটা হচ্ছে গণ জাগরণ শক্তি। তিনি এমনভাবে অভিনয় করতেন, নাটক রচনা করতেন যা সমাজের সকলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম নাটক রচনা করতে বাংলার নাটকের ভিতকে শক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'নীলদর্পন' নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ রাজ বাধ্য হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় বন্ধ করে দিতে। কিন্তু গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর এমনভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের মধ্যে প্রেম এবং ভক্তিরসের ভাব জাগরিত হয়। গিরিশ ঘোষের শক্তিশালী নাটক রচনা এবং অভিনয় সারা কলকাতা গুণী সমাজকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। লম্পট গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের ভক্তিভাবে এবং প্রেমভাবে দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি বাংলা নাটকের গতিকে প্রেমভক্তিরসে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষ সেই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার এবং অভিনেতা। অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী গিরিশ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে যাত্রাকে গতি পথটাকে একটি শিল্পের পর্যায়ের নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেযুগে নারীদের যেখানে প্রকাশ্যে অভিনয় করাটা নিন্দনীয় ছিল সেখানে সাহস করে একটি মেয়ে নাট্য মঞ্চে উপস্থিত হয়ে অভিনয় করছে এবং স্টার থিয়েটারে তাঁদের অভিনয় দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হচ্ছে এটা কিন্তু সে সেযুগের ক্ষেত্রে সাধারণ কথা নয়। এই সবের পেছনে একটি শক্তি কাজ করে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আর্শীবাদ শক্তি। বিনোদিনী দাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে অভয় দান করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। তাঁকে আর্শীবাদ করেছিলেন ঠাকুর।

স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রধান শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিশ্ব প্রচার। হিন্দু ধর্ম যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় সেটা বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর দীক্ষামন্ত্র দিয়ে প্রস্তুত করেন। আর সমাজের মধ্যে আধুনিক ধর্মীয় শক্তিকে প্রসারিত করতে গিরিশ ঘোষকে ভক্তিবাদী সামাজিক নাটক রচনা ও অভিনয় করতে উৎসাহিত করে যান ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, গিরিশের মধ্যে যে শক্তি আছে তা যে কোনও সময়ে গোটা সমাজকে আলোড়িত করতে পারে। পরিবর্তন ঘটাতে পারে। গোটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে পরিবর্তনশীল বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। গিরিশ ঘোষের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে ছিল তার বহির্প্রকাশ ঘটাতে ঠাকুর গিরিশকে মানসিক শক্তি দিয়েছিলেন। ভক্তি প্রেমাশ্রিত নাটক লিখতে উৎসাহিত করেতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষের নাটকের মধ্যে দিয়ে নারী শক্তির জাগরণের সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। নারী শক্তিকে জাগরিত না করতে পারলে সমাজের মঙ্গল হবে না। প্রেমময় জীবন প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে সমাজ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে না সেটা বারবার গিরিশ ঘোষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

গিরিশ ঘোষ প্রথম জীবনে ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একেবারে বাস্তববাদী ছিলেন। জীবনে যা ঘটছে বা যা ঘটতে চলেছে তাকে গ্রহণ করে চলতেন। ভবিষ্যত জীবন বলে কোনও কিছুই ভাবতেন না। পরে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি একেবারে অন্য ভাবধারায় প্রভাহিত হতে থাকলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে অ্যামেচার থিয়েটার থেকে বাংলা নাটকে একেবারে পেশাদারিত্বে পরিণত করা। সেই সময়ে যখন অ্যামেচার থিয়েটার বাংলা দর্শকদের মনকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল ঠিক তখন পেশাদারি নাটক তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন গিরিশ ঘোষ। নাটকের মধ্যে গান, নাচ এবং সংলাপে বৈচিত্র্য নিয়ে আসলেন এমনকী তিনি নাটকে মধ্যে দর্শক বিনোদনের উপাদান প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বাংলার যাত্রা মঞ্চে বিপ্লব নিয়ে আসলেন বলা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন বাগবাজারে। পিতা নীলকমল ঘোষ এবং মাতা রাইমণি। হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা জীবন শুরু এবং পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৮৭১ সালে বাগবাজারে অ্যামেচার থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারে পরিণত হয়। সেখানে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যোগদান করেন। কিন্তু পরে তিনি গ্রেট

ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে একটি আলাদা নাটকের দল তৈরি করলেন ১৮৭৩ সালে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই দলের তিনি ম্যানেজার হিসাবে কাজে যুক্ত ছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'আগমনী' নাটক মঞ্চস্থ করলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে অভিনয় করেছিলেন। পরে মিনার্ভা থিয়েটারে সঙ্গে যুক্ত হন। স্টার থিয়েটারে করে তিনি সেখানকার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ সালে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনা করে সেখানে তিনি অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে নিয়ে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সালে 'চৈতন্যলীলা'তে অসাধারণ অভিনয় করলেন গিরিশ এবং বিনোদিনী। সেই নাটক দেখতে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষ ইতিহাস ভিত্তিক নাটক রচনার পাশাপাশি পৌরাণিক আশ্রিত প্রেমধর্মী নাটক লিখে গিয়েছেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'বুদ্ধদেব চরিত', 'পূর্ণচন্দ্র', 'নসিরাম', 'কালাপাহাড়', 'অশোক', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'রূপ-সনাতন', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রহ্লাদ চরিত' ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করেছিলেন ১৮৯৩ সালে। এই সব নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন গিরিশ ঘোষ স্বয়ং। তাঁর জোরালো দরাজ কণ্ঠস্বর উপস্থিত নাট্যপ্রেমীদের মাতিয়ে দিয়েছিল।

কবি নজরুল গিরিশ ঘোষের রচিত 'ভক্ত ধ্রুব' নাটকটিকে চলচ্চিত্রে পরিণত করেন। পরিচালক মধু বোস 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে। গিরিশ ঘোষকে নিয়ে 'এক মঞ্চ এক জীবন' নাটকে গিরিশের অভিনয় করেন দেবশঙ্কর হালদার। সৌমিত্র মিত্র এটি পরিচালনা করেছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সালে গিরিশ ঘোষ রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যাত্রা মঞ্চকে বাঁচাতে গিরিশ ঘোষকে প্রেরণা দান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গিরিশ ছাড়া বাংলার যাত্রা জগত বাঁচবে না। সেই কারণে তিনি গিরিশ ঘোষকে উৎসাহ দিতেন। গিরিশ ঘোষও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজের জীবনকে শান্তিময়ে পরিণত করতে পেরেছিলেন। গিরিশ ঘোষের মন একেবারে অশান্ত পরিণত হতে থাকে। তিনি সংসারের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছিলেন না। তার ফলে তিনি ক্রমশ লম্পট হতে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে লম্পট জীবন যাত্রা থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। এমনকী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষের সঙ্গে যারাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদেরকে সবাই উৎসাহিত করতে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নটী বিনোদিনী দেবীকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি জানতেন যাত্রা জগতে বাঁচাতে গেলে নটী বিনোদিনীর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর যাত্রা দলে অভিনয় নিয়ে তখন কলকাতা জুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। তিনি নটী সাম্রাজ্ঞীতে পরিণত হয়েছেন। গিরিশ ঘোষ নটী বিনোদিনীকে দিয়ে অভিনেত্রী অভিনয় করার সুযোগ করে দিলেও কিন্তু তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। সেই সময়ে গিরিশ ঘোষ নটী বিনোদিনীকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নটী বিনোদিনীর ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। নটী বিনোদিনী একমাত্র গিরিশ ঘোষের মুখে দিতে তাকিয়ে এবং যাত্রা শিল্পকে রক্ষা করতে রাজি হয়েছিলেন নিজের জীবনকে বিক্রি করতে। কথা ছিল নটী বিনোদিনীর নামে স্টার থিয়েটার নামকরণ হবে বিনোদিনী থিয়েটার হল। কিন্তু সেটা হল না। গিরিশ ঘোষ এ ব্যাপারে একেবারে মত দিলেন না। তিনি বিনোদিনীর নামকে বাদ দিয়ে স্টার থিয়েটার নামকরণ করলেন। সেই সময়ে গিরিশ ঘোষের মুখে ওপরে কথা বলার কোনও অধিকার কারোর ছিল না। একমাত্র ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে শান্ত করতে পারতেন। আর কারোর ক্ষমতা ছিল না গিরিশ ঘোষের ওপরে কোনও কথা বলে। গিরিশ ঘোষ নটী বিনোদিনীকে অবজ্ঞা করলেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে আপন হিসাবে স্থান দিয়েছিলেন। ঠাকুরের আর্শীবাদ পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন নটী বিনোদিনী। তিনি এক সময়ে মনে করেছিলেন যাত্রা জগত থেকে একেবারে বিদায় গ্রহণ করবেন। আর যাত্রা গজতে থাকবেন না। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জন্য বিনোদিনী যাত্রা জগত পরিত্যাগ করতে পারেননি। চৈতন্যদেব যাত্রায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। সেই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষ এবং নটী বিনোদিনীর অভিনয় সেই সময়ে কলকাতা বাবু সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বাংলার ইতিহাসবিদের কলেজ স্কোয়ার নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই, সুকুমার সেনও ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

গোলদীঘির ধারে কিৎকিৎ খেলতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। কলেজ স্কোয়ার কলকাতার সংস্কৃতিমনস্ক রাজনীতি সচেতন মানুষের অত্যন্ত প্রিয়তম একটি স্থান বললে অনেক কম বলা হয়। কলেজ স্কোয়ার শুধুমাত্র কলকাতার বিখ্যাত একটি ল্যান্ডমার্ক নয় কলকাতা তথা আমাদের রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই অঞ্চল যা এক সঙ্গে কলকাতা শহরের অনেক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। অনেকেই কলেজ স্কোয়ারের সঙ্গে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারের সাদৃশ্য খুঁজে পান। যদিও বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন ট্রাফালগার স্কোয়ারের থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বে কলেজ

স্কোয়ারের গরিমা অনেক অনেক বেশি! বিশিষ্ট কলকাতা বিশেষজ্ঞ রাধারমণ মিত্রের অভিমত যেদিন থেকে লোকমুখে এর বাংলা নাম হয়েছে গোলদীঘি, সেইদিন থেকেই সরকারিভাবে ইংরেজিতে এর নাম College.

তবে এই গোলদীঘি নাম নিয়ে বিভ্রান্তি যে কখনও তৈরি হয় নি একথা বলা যাবে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মনে হতেই পারে গোলদীঘি মোটেও গোল নয় বরং চৌকো। একদম সঠিক। ড. সুকুমার সেনের মত প্রখ্যাত ব্যাক্তিত্ব লিখিতভাবে বলেছেন গোল বলে মোটেও দীঘির নাম গোলদীঘি হয়নি। যদিও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, সুকুমার সেনের মতামত একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি। তখন তিনি নাট্যজগৎ থেকে তখন বিদায় নিয়েছেন প্রায়দিনই ৬নম্বর বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়িতে একটা বইয়ের দোকানে আসতেন শুধু নয় নাটক,মঞ্চ, অভিনয় ছাড়া অনেক বিষয়ে আলোচনা করতেন। একদিন কেউ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন গোলদীঘিকে কেন গোলদীঘি বলা হয়? আসলে তো দীঘি চৌকো। ভাদুড়ি মশাই হেসে বললেন, দীঘি আগে গোলই ছিল। ১৯১২-১৩ সালে মাটি ফেলে বুজিয়ে চৌকো করা হয়েছে। তারা ওখানে অনেক আড্ডা দিয়েছেন গোলদীঘির ধারে কিৎকিৎ খেলতেন।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে কলেজ স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে বিদ্যাসাগর উদ্যান রাখা হয়। সেইজন্য কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেছিলেন ড. সুকুমার সেন। সেখান তিনি বলেছিলেন কলেজ স্কোয়ার নামটা অর্বাচীন। এর প্রাচীন নাম 'গোলদীঘি'। তবে গোল বলে মোটেও দীঘির নাম গোলদীঘি হয়নি। ওই দীঘিতে গোলপাতা জন্মাত বলে দীঘির ওই নাম হয়েছে। 'হেদো' সম্পর্কেও তিনি ওই রকম কিছু বলেছিলেন যা আবার কলকাতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রাধারমণ মিত্রের (কলিকাতা দর্পণের লেখক) ভ্রান্ত মনে হয়েছে।

পরে সুকুমার সেন শারদীয় যুগান্তর (১৩৮৭) পত্রিকায় লিখেছেন তাঁর রচনা ' বহুবিচিত্র'। সেখানে তিনি বলেছেন গোলদীঘির 'গোল' অংশটি বিশেষণ নয় বিশেষ্য। 'গোল' হল হোগলার মত একরকম আগাছা, হোগলার নামান্তরও হতে পারে। এই পুকুরের ধারে 'গোল' আগাছার জঙ্গল ছিল। আরও বলেছিলেন 'হেদো' কথার মানে মজাপুকুর।বর্ধমান জেলায় কোন কোন গ্রামে এই নামে পুকুর আছে। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ি স্পষ্ট করে বলেছেন গোলদীঘি আগে গোল ছিল।

সুকুমার সেনের মতামত রাধারমণ মিত্র মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দেখিয়েছেন,১৮২৫ প্রকাশিত Major Schalchএর ম্যাপ। যেখানে Cornwallis Street–College Street–Wellington Street Wellesley Streetএর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক (treeté এর ধারে একটি ক'রে square tank এর উল্লেখ আছে।

Cornwallis Streeté-এর ধারে যে square তার নাম Cornwallis. Square– College Streetএর ধারে যে square তার নাম College Square– Wellington Street এর ধারে যে square তার নাম Wellington Square .Wellesley Street এর ধারে যে square তার নাম Wellesley Square লেখা আছে। Wellesley Square-এর পুকুর চৌকো, Wellington Square এর পুকুর elliptical বা oval (ডিম্বাকৃতি)। Cornwallis Square-এর পুকুরও ডিম্বাকৃতি। একমাত্র College Square-এর পুকুরটি সম্পূর্ণ গোল দেখানো আছে। বড় বড় ক'রে পূর্বদিকে College Square লেখা আছে। সমস্ত উত্তর দিকটায় লেখা আছে Hindu College . সুতরাং গোলপাতা গজাত বলে দীঘিটির নাম গোলদীঘি নয়, দীঘিটি সত্যিই গোল ছিল বলে এই নাম। আর গোলদীঘি নাম প্রাচীন ও College Square নাম অর্বাচীন, একথাও ঠিক নয়। যেদিন থেকে লোকমুখে এর বাংলা নাম হয়েছে গোলদীঘি, সেইদিন থেকেই সরকারিভাবে ইংরেজিতে এর নাম College Square|

কলেজ স্কোয়ারের গায়ে গায়ে লেগে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল যে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পরিচয়ে স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই যারা মনে করেন লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারেরও বেশি কিছু, কলকাতার কলেজ স্কোয়ার তাদের ভাবনা যথার্থ। আসলে কলকাতা হল দ্বিতীয় লণ্ডন এটাই তাই ইংরেজরা মনে করতো।

সংকলনেঃ অরুণাভ সেন।।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
কবি মির্জা গালিব

শঙ্করলাল কর্মকার

হাতের তালুর রেখায় ভাগ্য দেখতে যেও না গালিব, ভাগ্য তাদেরও আছে যাদের হাত নেই।
- মির্জা গালিব

পুরো নাম মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ। ডাক নাম গালিব। তাকে মোঘল সম্রাজ্যের সর্বশেষ কবি হিসেবে ও দক্ষিণ এশিয়ায় তাকে উর্দু ভাষার সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি বলে মনে করা হয়।

তিনি তার নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে তার গুণকে কেউ স্বীকৃতি না দিলেও, পরবর্তী প্রজন্ম তাকে স্বীকৃতি দিবে। ইতিহাস এর সত্যতা প্রমাণ করেছে। উর্দূ কবিদের মধ্যে তাকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে।

খুব সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে মির্জা গালিবের মতো প্রভাবশালী কবি দ্বিতীয়টি নেই। তার লেখা অজস্র গজল, শায়েরি, রুবাইয়াতে বিহ্বল হয়েছে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ থেকে পরিণত পণ্ডিত পর্যন্ত। উর্দু সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত গবেষক ও গালিব বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রশিদ আহম্মদ সিদ্দিকী বলেছেন, 'মোগলরা হিন্দুস্থানকে তিনটে জিনিস দিয়েছেন- উর্দু, তাজমহল এবং গালিব।'

এমনকি, উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই কবিকে নিয়ে Ralf Rasel বলেছেন, 'গালিব যদি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন, তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গণ্য হতেন।'

শেষ মুঘল সম্রাট আবদুল জাফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে গালিব আরও নিঃসঙ্গ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এই সম্রাট শুধু তার শাসকই ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু ও সহযাত্রী-কবি।

আজ গালিবের চলে যাবার দিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সালে মির্জা গালিব যখন মারা যান তখন তিনি নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন ও প্রায়-বিচ্ছিন্ন একজন গুটিয়ে যাওয়া মানুষ। সম্ভবত জীবন থেকে চলে যাওয়ার অপেক্ষাই তার একমাত্র অবলম্বন আর স্রষ্টার প্রযত্নেই তার একমাত্র আশ্রয় ছিল। ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলা তাঁকে সুলতানজী'তে কবরস্থ করা হয়। এটি ছিল সেই পবিত্র তীর্থস্থান যা ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কবরের কাছে, লোহারু বংশের পারিবারিক কবরখানা। তার অন্তিমযাত্রার খরচটুকু বহন করে নবাব জিয়াউদ্দিন খান।

গোল বাঁধল, শেষকৃত্যের নিয়মগুলি নিয়ে। অর্থাৎ, শিয়া না সুন্নি কোন মতে মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবকে গৌর করা হবে! শেষে নবাব জিয়াউদ্দিনের কথামতো উর্দু সাহিত্যের এই দেবদূতকে সুন্নি মতেই কবর দেওয়া হয়। যতকাল পৃথিবীতে প্রেম থাকবে, মির্জা গালিবও মিশে থাকবে প্রতিটি মানবিক স্নায়ুতে! নিজের মৃত্যুশয্যায় গালিব লিখেছিলেন, বিপদ বিধ্বস্ত গালিবের অভাবে কোনো কাজই কি থেমে থেকেছে? এত কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই উচ্চস্বরে বিলাপ করবার।

আসলে গালিব জানতেন যে মানুষ চলে যায়। আবার নতুন মানুষ সৃষ্টি হয়। এর জন্য রোদন করার কোনও কারণ নেই। কেউ যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে আসেনি। সবাই এসেছে কিছুদিনের জন্য। তারপরই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। অতীতকে ত্যাগ করতে হবে। বর্তমান ভবিষ্যতকে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

বোলপুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো দেখে উচ্ছ্বসিত এশিয়ার বিখ্যাত লিভার রোগ ও লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ সিংভি

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ মার্চ ঃ আমি বারবার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসতে চাই। এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে পরিকাঠামো দেখছি - তা এই রকম এলাকায় ভাবা যায় না, নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এশিয়ার বিখ্যাত লিভার রোগ ও লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ সিংভি। আজ শনিবার সকালে তিনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গনে SMC MedExpo ২০২৫, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ESTELLA 2K25 এবং ওয়ার্ল্ড সাইন্স কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৬ তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার, ডিন ডাঃ অয়ন গোস্বামী, রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ অরুণ কুমার মাজি, প্রফেসর ডাঃ সমীর হাজরা, প্রফেসর ডাঃ তপন কুমার ঘোষ, প্রফেসর ডাঃ শোভন কুমার দাস, বিশিষ্ট স্বাস্থ্য-শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জি, তাহের শেখ সহ আরও বহু বিশিষ্টজন। দেশের প্রখ্যাত রেডিওলজিস্ট ডাঃ কে প্রভাকর রেড্ডি সহ দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসকেরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এদিন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ওপিডি তে ডাঃ সুরেশ সিংভি বেশ কিছু রোগী দেখেন এবং আগামীদিনে আবার আসার কথা জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১ মার্চ থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শুরু হল SMC MedExpo 2025 এবং ESTELLA 2K25। All Bengal Private Nursing Homes And Hospitals Owners' Association-এর উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম, Positive বার্তা এবং বেঙ্গল ক্লিনিকাল এস্টাবলিসমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রদর্শনী হচ্ছে। SMC MedExpo ২০২৫-এ প্রায় এক হাজার ডাক্তার, দুই হাজার নার্সিংহোম এবং হাসপাতালের মালিক ও কর্তৃপক্ষ, এবং ১০০টিরও বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা অংশ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতি ও চিকিৎসা গবেষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এদিন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ESTELLA 2K25-শুরু হল। মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারা তাদের প্রতিভা তুলে ধরে। আগামী তিনদিন মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃজনশীল দক্ষতা তুলের ধরবে। তাদের সাথে সহযোগী নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নিচ্ছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান সেই বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা আমাদের প্রদর্শনীর মাধ্যমে নার্সিংহোম এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারবাবুদের এইসব যন্ত্রপাতির সাথে সামনাসামনি পরিচয় করে দিয়ে কি ভাবে এগুলোকে নিজেদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার করা যায় - সেই নিয়ে আলোচনা, কেনার সুযোগ তৈরী হচ্ছে।

মালদা মেডিকেলে কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করতে পারল না স্বাস্থ্য দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ মার্চ ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার এমনকি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকেও বহু রোগী, মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য এসে থাকেন। কিন্তু এখনও মালদা মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করতে পারল না স্বাস্থ্য দপ্তর। ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী এবং তাদের আত্মীয়েরা। পরিষেবা চালু না হওয়াতে উঠছে একাধিক অভিযোগও। এমনকি মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট ও নিউরো বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা না থাকায় পরিষেবা পাচ্ছেন না রোগীরা বলে অভিযোগ। যার ফলে রোগীদের কথায় কথায় কলকাতা ও শিলিগুড়িতে রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, মালদা মেডিকেল কলেজে সিসিইউ বিভাগে ৩৬ টি বেড রয়েছে। সেক্ষেত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের বেড পেতেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে আসেন। ফলে রোগীর চাপও বাড়ছে। মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমরা ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরকে মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগ চালু করার বিষয়ে আবেদন করেছি। তার একটি প্রক্রিয়া চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগ চালু হয়ে যাবে। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, মালদা মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট ও নিউরোলজিস্ট বিভাগ চালু হবে। নতুন করে আরও সিসিইউ'তে ৫০টি বেড বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ মালদা বিজেপির সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলী জানিয়েছেন, মালদা মেডিকেল কলেজে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আজ থেকে ৮ বছর আগে ১৫০ কোটি টাকা দিয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম পাঁচ কোটি টাকার একটি বিল্ডিং তৈরি হলো। মেশিনপত্র কিনা হলো। সেই মেশিনগুলো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আমরা আন্দোলন করার পর সেই মেশিনের কাজ শুরু হয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের ওপরে জোর দিচ্ছে।

'ভুতুড়ে' ভোটার লিস্ট নিয়ে স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হয়েছে হাওড়াতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ মার্চ ঃ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভায় দলনেত্রীর নির্দেশের পরই 'ভুতুড়ে' ভোটার লিস্ট নিয়ে স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হয়েছে হাওড়াতেও। শনিবার বিকেলে হাওড়ায় তৃণমূলের সদর কার্যালয়ে ব্লক সভাপতি, বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন হাওড়া সদরের তৃণমূল নেতৃত্ব। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি, গৌতম চৌধুরী, সীতানাথ ঘোষ, দলের চেয়ারম্যান লগন দেও সিং প্রমুখ। কল্যাণ ঘোষ এদিন দাবি করেন

হাওড়া জেলায় স্ক্রুটিনি করে অনেক ভুতুড়ে ভোটারের নাম নজরে এসেছে। এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভুয়ো ভুতুড়ে ভোটার ধরতে কিভাবে কাজ করা হবে তার রূপরেখা তৈরি করা হয় এদিনের বৈঠকে। স্থির হয়েছে এই ব্যাপারে জেলায় একটি কোর কমিটি তৈরি করা হবে। এরই সঙ্গে প্রতিটি ব্লকেও কোর কমিটি তৈরি করে ওয়ার্ড, অঞ্চল এবং বুথস্তরে স্ক্রুটিনি করা হবে। ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ক্রুটিনি করবেন। এরপর রিপোর্ট তৈরি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলাশাসকের কাছে জমা দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে বুথস্তরে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে একটি করে 'ডেস্ক'ও করা হবে। তাঁরাই এই ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা করবেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ ঘোষ বলেন, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে বিজেপি তাদের নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে ভুয়ো ভোটার তৈরি করা এবং বিজেপি বিরোধী দলের ভোটার বাদ দিয়ে একের পর এক নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। সেই লক্ষ্য রেখে আগামী ২০২৬ এর নির্বাচনে বাংলা দখল করার পরিকল্পনা করেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ বুথ স্তর থেকে ভুয়ো ভোটার এবং নতুন ভোটার লিস্ট যে হচ্ছে সেখানে বাইরের ভোটার সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। রাজ্য যেভাবে করেছে জেলা, ব্লকেও সেইভাবেই কাজ করব। ভুয়ো ভোটার নিয়ে আমাদের খোঁজখবর চলছে। তাড়াতাড়ি তা জানা যাবে। সোস্যাল মিডিয়ায় ফর্ম দেওয়া হচ্ছে যাতে ভোটাররা দেখতে পারেন তাঁদের নাম লিস্টে আছে কি না। এছাড়াও ভোটার লিস্টে নাম জানার জন্য আগামীদিন জেলা অফিসে হেল্প ডেস্ক করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে, ওয়ার্ড, অঞ্চলেও হেল্প ডেস্ক হবে। বিজেপি যে পরিকল্পনা চক্রান্ত করছে সেই চক্রান্ত যে আমরা ধরে ফেলেছি সেইজন্য তারা ভীত। নতুন যে ভোটার লিস্ট তৈরি হচ্ছে এবং প্রতিদিন যেভাবে অনলাইনে ভোটারের নাম নথিভুক্ত হচ্ছে সেইগুলোকেই নিয়ে আমরা পরীক্ষা করছি। ভুয়ো ভোটার দিয়ে বাংলাকে দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই চক্রান্ত আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা ভোটার তালিকা নিয়ে সজাগ। বর্তমানে যিনি নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন তিনি আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক ছিলেন। তাঁর যদি কোনও নির্দেশ থাকে সেই নির্দেশ অমান্য করতে পারছেন না। এখানে ভোটার তালিকায় নাম তোলার পর জেলাশাসক বা শুনানির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। এই ভুয়ো ভোটার দেখার জন্য আমাদের যেসব কর্মী বুথে বুথে যায় তাঁদের দিয়ে দেখা হবে। শনিবারের মিটিংয়ে ব্লক সভাপতি এবং বিধায়কদের ডাকা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার বর্ধিত মিটিং হবে। এদিন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, বিরোধী দল বলতে একসময় যে দুটি দল ছিল তাদের অস্তিত্ব বাংলায় এখন নেই। এখন একটা দল অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। আর একটা দিল তারা পাতাখোর, চোর, জোচ্চরদের নিয়ে দল করে। এদের সম্পর্কে আলোচনা করতে আমরা রাজি নই।

কে বৈধ, সংগঠন, তরজা তুঙ্গে নবদ্বীপ আদালতে আইনজীবীদের দুই সংগঠনের মধ্যে!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ মার্চ ঃ আইনজিবীদের সংগঠনের বৈধতা নিয়েই এবার উঠলো প্রশ্ন,নবদ্বীপ আদালতে, আর যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে জোর জল্পনা ও তরজা সহ বিতর্কও। গত শুক্রবার ছিলো নবদ্বীপ আদালতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, আর এরই সন্ধিক্ষণে আইনজীবীদের দুই সংগঠনের এহেন তরজায় শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। আইনজীবীদের এই দুই সংগঠন হলো ১) নবদ্বীপ বার অ্যাসোসিয়েশন ও ২) বার লাইব্রেরি, নবদ্বীপ। সূত্রের খবর এই দুই সংগঠনের মধ্যে এই বিতর্ক চলছে প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই।এমনকি এর রেশ পৌঁছেছে হাইকোর্ট পর্যন্তও। নবদ্বীপ আদালতে প্রেস কনফারেন্স করে নবদ্বীপ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সম্পাদক সুভাষ কুণ্ডু জানান, নবদ্বীপ আদালতে তাঁরাই একমাত্র বৈধ সংগঠন। তিনি বলেন গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ নবদ্বীপ আদালতে বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয় ও সেখানে বর্তমান কমিটি জয় লাভ করে, এই ঘটনার কিছু দিনপর আমরা জানতে পারি ১৯৯২ সালে সৃষ্টি হওয়া বার লাইব্রেরির নামে নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে। যদিও মৃত একটি সংগঠন এভাবে সক্রিয় হতে পারে না বলেও তিনি দাবী করেন, পাশাপাশি তিনি বলেন আমাদের বারের যে সদস্যরা ভোটে হেরে গিয়েছিলেন, হারের হতাশা থেকেই তাঁরা এমন কাজ করেছেন। এই ঘটনার পর আমরা গত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ এ বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে চিঠির মাধ্যমে আমরা জানতে চাই নবদ্বীপ আদালতে তাদের অ্যাপ্রুভ বার কারা! এবং সেই চিঠির উত্তর আমরা পাই চলতি বছরের ২১ জানুয়ারিতে, এবং সেই চিঠিতে তারা জানায় নবদ্বীপ আদালতে, নবদ্বীপ বার অ্যাসেসিশেন ছাড়া কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনুমোদিত কোন সংগঠন নেই। এবং এই চিঠি পাবার পর জেলা জজ থেকে শুরু করে নবদ্বীপ আদালতেও নির্দিষ্ঠ সকলকেই জানানো হয়। যদিও বার লাইব্রেরির সভাপতি ভোলানাথ চক্রবর্তী জানান, বার অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য আমরাও কিছু সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পরেছি, এবং এটা শুনে আমরা সত্যি অবাক হয়ে গেলাম, কোন সুস্থ মানুষ এমন ভাষা প্রয়োগ করতে পারে! এবং এটা বৈধ, আর অপরটা অবৈধ, এমন প্রশ্ন টা এনেছে এটা শুনে সত্যি আমরা অবাক হয়েছি। তবে এটা বুঝতে পারছি বার অ্যাসোশিয়েসন একদম তলানিতে ঠেকেছে দেখেই হয়তো আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে তারা এমনটা বলছে। তিনি আরও জানান আমি ১৯৮৯ সাল থেকে নবদ্বীপ আদালত প্রাকটিস করছি, আমিও নবদ্বীপ আদালতের বার অ্যাসোশিয়েসনের সভাপতি পদেও তিনবার ছিলাম, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বার লাইব্রেরির যারা সদস্য, সদস্যা তারাও বার অ্যাসোশিয়েসনের সাথেই যুক্ত ছিলো, তিনিও বলেন ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বার লাইব্রেরি তারপর দীর্ঘ প্রায়, দশ বছর চলে সংগঠন, পরে আমরাও বার অ্যাসেশিয়েসনের হয়েই কাজ করতাম। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বিগত দিনে বার কাউন্সিল ওল অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল দুটি সংগঠনের নামেই চিঠি পাঠিয়েছে। এবং আমরা, বার লাইব্রেরি নতুন করে কার্যক্রম শুরু করার কথাও জানানো হয়েছে। তবে সংগঠনের বৈধ আর অবৈধতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর সঠিক ব্যাখা, সদুত্তর আমরা খুব শীঘ্রই সঠিক জায়গায় দেবো। উল্লেখ থাকে গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ নবদ্বীপ আদালতে বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে কৃষ্ণনগর থেকে ভুয়োভোটার এনে ভোট করানোর অভিযোগ তুলতেও দেখা গিয়েছিল বার লাইব্রেরির বেশকিছু সদস্যদের। তবে আদালতে আইনি পরিষেবা ও সহায়তা পেতে আসা সাধারণ মানুষ আইনজীবীদের দুই সংগঠনের এই টানাপোড়েনে আগামী দিনে সঠিক পরিষেবা পেতে হয়রানির শিকার হবে না তো? এটাই এখন লাখো টাকার প্রশ্ন!

রেলমন্ত্রী গুজরাটে চলমান বিভিন্ন রেল অবকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গুজরাট সফরকালে রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আহমেদাবাদ, আনন্দ ও দাহোদ রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং এই স্থানে চলমান বিভিন্ন রেলওয়ে অবকাঠামোগত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণব আহমেদাবাদ স্টেশনে পৌঁছে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি চলমান স্টেশন পুনর্নির্মাণ কাজের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন। এরপর, শ্রী বৈষ্ণব গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি জানান যে এই বছর গুজরাট রাজ্যের জন্য ১৭,১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০০৯-১৪ সালের গড় বার্ষিক ব্যয়ের ২৯ গুণ। গুজরাটে রেলের বিনিয়োগ প্রায় ১,২৭,০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে বুলেট ট্রেনও রয়েছে। আহমেদাবাদ স্টেশন পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে কাজটি পুরোদমে চলছে। কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের সাথে নান্দনিকভাবে একীভূত করে নকশাটি তৈরি করা হয়েছে। অপেক্ষার স্থান এবং যাত্রীদের সুবিধাসহ রেলপথের উপরে একটি কনকোর্স রুফ প্লাজার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে কালুপুর আরওবি এবং সারঙ্গপুর আরওবিকে সংযুক্ত করে একটি উঁচু সড়ক নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে যা বিদ্যমান রাস্তার ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণেরও বেশি হবে এবং জাতীয় উচ্চগতির রেল টার্মিনাল (বুলেট ট্রেন), মেট্রো এবং বাস র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি) এর সাথে রেলের মাল্টিমডেল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন পরিবহন সহজতর করবে। রেলমন্ত্রী জানান যে কাজের ক্রমটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে যাত্রীদের ন্যূনতম অসুবিধা হয় এবং ন্যূনতম ট্রেন বাতিল হয়। এরপর, মাননীয় রেলমন্ত্রী আনন্দে যান এবং আহমেদাবাদ - আনন্দ অংশ পরিদর্শন করেন। মাননীয় রেলমন্ত্রী আনন্দ রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি স্টেশনে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) স্টলও

পরিদর্শন করেন। আনন্দ স্টেশনে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপকালে শ্রী বৈষ্ণব জানান যে ২০১৪ সাল থেকে গুজরাটে ১০০০ টিরও বেশি রেল ওভার ব্রিজ এবং রেল আন্ডার ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও, ২০১৪ সাল থেকে ৩,১৪৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎতায়িত করা হয়েছে। কবচের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গুজরাটে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলে বন্দর সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় গুজরাটের ৮৭ টি স্টেশন পুননির্মাণ করা হচ্ছে। পরে, এমআর বুলেট ট্রেন প্রকল্পের ট্র্যাক নির্মাণ বেস (রেল ওয়েল্ডিং কাজ) পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন করেন এবং তারপরে আনন্দ হাই স্পিড রেল (এইচএসআর) স্টেশনের চলমান কাজ পরিদর্শন করেন। শ্রী বৈষ্ণব শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং জাতি গঠনে তাদের অবদানের জন্য তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের সাথে সেলফিও তোলেন। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণবের সাথে ছিলেন মাননীয় সাংসদ, বিধায়ক, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। পশ্চিম রেলওয়ে, এনএইচএসআরসিএল ইত্যাদির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিগেডে সমাবেশ সফল করতে বামপন্থী সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১ মার্চ ঃ কলকাতায় ব্রিগেডে সমাবেশ সফল করার জন্য শনিবার কালনার ২ ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বামপন্থী সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো পদযাত্রা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী শ্রমিক বিরোধী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২০ এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ। এই সমাবেশ সফল করতে শনিবার কালনার বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হল শুরু হয় শিবপুর গ্রাম থেকে। সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এবং সিআইটিইউ এর যৌথ উদ্যোগে সেখান থেকে এই পদযাত্রা ১৩ টি বুথ পরিক্রমার পর বিরুহা গ্রামে এসে মধ্যাহ্নভোজন করা হয়। এর পর আবার পদযাত্রা শুরু করা হয় পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা সনাতন টুডু। পাশাপাশি কালনার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও পদযাত্রা শুরু হয় ওসমানপুর গ্রাম থেকে। আটটি বুথ দিয়ে পদযাত্রা বৈদ্যপুর বাসস্ট্যান্ডে পদযাত্রার সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বামপন্থী প্রবীণ নেতা সুশান্ত ব্যানার্জি। সুভাষ নন্দী, শ্রীকুমার দুবে সহ বামপন্থী নেতৃত্ববৃন্দরা।

রাজ্য রেশন গ্রাহকদের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ রমজান মাস উপলক্ষে রাজ্য সরকার রেশন গ্রাহকদের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্দয় অন্ন যোজনা এবং বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গ্রাহকরা ভর্তুকি মূল্যে পরিবার পিছু এক কেজি করে ৩২ টাকা কেজি দরে চিনি, ৬২ টাকা কেজি দরে ছোলা এবং ৩২ টাকা কেজি দরে ময়দা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে আজ থেকে রমজান মাস শুরু হচ্ছে।

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ মার্চ ঃ বিয়ের ছয়মাসের মাথায় গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। বিষ পান করিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। চাঁচল থানার হজরতপুর গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম মিলি খাতুন,বয়স ১৯। স্বামী মাসরেকুল আলম সহ শ্বশুর-শাশুড়ি আলাউদ্দিন ও আবেদা বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতার বাপের বাড়ি রাঙাইপুর গ্রামে। অভিযোগ, সামাজিক মতে বিয়ে হওয়ার পর পণের দাবি করছিল জামাই। এই নিয়ে স্ত্রীর উপর স্বামী সহ তার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সদস্যরা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন। গতকাল রাতে বিষ খাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রাতেই পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে। তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে মিলির পরিবার।

উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের রেল যোগাযোগ নতুন ট্রেনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ ঃ গভীর রাতেও বাড়লো উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের রেল যোগাযোগ, শীঘ্রই যাত্রা শুরু জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ নতুন ট্রেনের। জলপাইগুড়ি সহ পাশের জেলা কোচবিহারের একটি অংশের সাধারন মানুষের দীর্ঘ্য দিনের দাবী মেটালো দিল্লির রেল ভবন। সম্প্রতি রেল বোর্ডের জয়েন্ট ডিরেক্টর বিবেক কুমার সিনহার সাক্ষরিত এক নির্দেশিকায় (সিসি নম্বর, ৩৩২০২৫) জানানো হয়েছে জলপাইগুড়ি রোড - শিয়ালদহের মধ্যে ১৯ টি কামরা নিয়ে একটি সাপ্তাহিক ট্রেন পরিষেবার অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে নৈহাটি, বহরমপুর, আজিমগঞ্জ, মালদা টাউন , কিসানগঞ্জ, এন জে পি হয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পৌঁছবে শনিবার দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে , এরপর শনিবার রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি সহ ১১ টি স্টেশনে স্টপেজ দিয়ে রবিবার সকালে কলকাতার শিয়ালদহ পৌঁছবে। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলা সহ পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশেষত ব্যবসায়ী মহলের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিলো রাতে জলপাইগুড়ি কলকাতা ট্রেন পরিষেবার। রেল দফতরের এই ঘোষণায় সেই আসা পূরণ হতে চলেছে, গভীর রাতে রেল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হলো উত্তরের সঙ্গে দক্ষিনবঙ্গের।

চা নিলাম কেন্দ্রটি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ প্রায় এগারো বছর বন্ধ থাকার পরে শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রক উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির শিবাজী রোডে চা নিলাম কেন্দ্রটি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে কলকাতায় ভারতীয় চা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে। এর আগে আগামী ৫ মার্চ চা বিক্রির ক্যাটালগ তৈরি করে তা নিয়ে ওয়েবসাইট আপলোড করা হবে। ১০ মার্চ পরীক্ষামূলক ভাবে চা বিক্রির কাজ দেখা হবে। ৩১ মার্চ সরকারি ভাবে চা পাতা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হবে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালে চালু হওয়ার পরে চা পাতার অভাবে ২০১৪ সালে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেন।

নবদ্বীপ সহ ১১ টি পৌরসভারকে নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভা পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১ মার্চ ঃ নদীয়া জেলার ১১টি পুরসভাকে নিয়ে রিভিউ মিটিং বা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করল পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তর। শনিবার নবদ্বীপ পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় ও পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালনায় রবীন্দ্র সংস্কৃতি মঞ্চ ও বকুলতলা প্রাক্তনী ভবন

শ্রীচৈতন্য সেমিনার হলে আবাস যোজনার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও স্বচ্ছসাথী মোবাইল এপ্লিকেশনের বিষয় নিয়ে আয়োজিত হয় বিশেষ পর্যালোচনা সভা। স্বচ্ছসাথী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের দ্বারা পুর এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন অর্থাৎ মোবাইল অ্যাপ -এর মাধ্যমে শহরের বাজার, ব্যস্ততম রাস্তা, রাত্রিকালীন পরিষেবার নজরদারি চালাবেন নির্মল সাথীরা। এছাড়াও নবদ্বীপ সহ জেলার ১১টি পৌরসভার প্রতিনিধিকে নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও আবাস যোজনায় কতটা উন্নয়ন ঘটেছে সেই বিষয় নিয়েও পর্যালোচনা করেন পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট অথোরিটির ডাইরেক্টর জলি চৌধুরী। জেলার ১১টি পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আয়োজিত বিশেষ পর্যালোচনা সভা। রিভিউ মিটিং বা পর্যালোচনা সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব জলি চৌধুরী জানান, নবদ্বীপ সহ জেলার ১১ টি পুরসভাকে নিয়ে এদিন একটি রিভিউ মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বাংলা আবাস যোজনা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মূলতঃ ১১টি পুরসভার নিজ নিজ শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পাঁচটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। নবদ্বীপ পৌরসভা সহ নদিয়া জেলার ১১টি পৌরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকারিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় রিভিউ মিটিং বা বিশেষ পর্যালোচনা সভা। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (SUDA) ডাইরেক্টর জলি চৌধুরী, নবদ্বীপ পুরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, কল্যাণী পুরসভার চেয়ারম্যান নিলিমেশ রায়চৌধুরী, কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান রিতা দাস, রাজ্যের একমাত্র বিরোধী পরিচালিত তাহেরপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তমা নন্দ দাস সহ বেশ কিছু পুরসভার চেয়ারম্যান এবং পুর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

ভুয়ো ভোটার ধরতে জেলা কমিটির বৈঠক অনুব্রত মণ্ডলের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ভুয়ো ভোটার ধরতে জেলা কমিটির বৈঠক অনুব্রত মণ্ডলের। ৬ দিনের মধ্যে ব্লক, অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের রিপোর্ট তলব করলেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুযুধান হিসাবে পরিচিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখও। ৮ মার্চ ফের দলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করবেন অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে জেলা কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, লাভপুরের বিধায়ক অভিজি সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা সহ বীরভূমের বিধায়ক, পৌরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্ব। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে দলের মেগা বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নথিভুক্ত নিয়ে দলের সব নেতাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই মর্মে সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে কোর কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন। প্রত্যেক জেলা সভাপতিকে বৈঠক করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বীরভূম জেলার জন্য আলাদা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুব্রত মণ্ডলকে বলেছিলেন, কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। কাজল শেখ, শতাব্দী রায়, আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে চলতে হবে। তারপরেই জেলা কমিটির বৈঠক ডাকলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেই বৈঠকে হাজির হলেন যুযুধান হিসাবে পরিচিত কাজল শেখও। দীর্ঘ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর এক সারিতে দুই নেতা, কেষ্ট-কাজল। ২০২৬ এ নির্বাচনের আগে ভুয়ো ভোটার ধরতে দলের ব্লক, অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের ৬ দিন সময়সীমা দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই ৮ মার্চ ফের দলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করবেন অনুব্রত। তারপর রাজ্য নেতৃত্ব রিপোর্ট দেওয়া হবে বীরভূম থেকে। বৈঠক শেষে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, সব বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, সভাধিপতি, অঞ্চল সভাপতি সহ সবাই ছিল মিটিংয়ে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আলোচনা হল। ৬ দিনের মধ্যে ব্লক, অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের রিপোর্ট চেয়েছি। তারা স্কুটনি করে রিপোর্ট দেবে। তারপর বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করবো। আর একটা বিষয় করেছি, ৮৫ টা প্রকল্প নিয়ে সবাই বাড়ি বাড়ি যাবে। কটা করে পেয়েছে দেখা হবে। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই মত জেলা কমিটির বৈঠক হল। তবে কোর কমিটির বৈঠক আগে হওয়া উচিত ছিল। কারন মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন কোর কমিটিই বীরভূম জেলা চালাবে। তাই কোর কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই জেলা কমিটির বৈঠক হলে ভালো হত। তবে ভুয়ো ভোটার ধরতে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত রিপোর্ট দেওয়া হবে।

অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ শনিবার ভোররাতে মহানন্দা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারের উদ্দেশ্যে ট্রাক্টরে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । তবে পাচারের আগেই পুলিশের অভিযানে আটক চারটি ট্রাক্টর, গ্রেপ্তার তিন চালক। বাজেয়াপ্ত ধৃতদের নাম কানাই বর্মন, তপন রায়, মিরাজ আলম। জানা গেছে, শনিবার ভোররাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রের খবর আসে। মহানন্দা নদীর চর থেকে অবৈধ বালি তুলের সালুগাড়া এলাকা দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বালি। সেই খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি ওই এলাকায় অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানা সাদা পোশাকের পুলিশ কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই ট্রাক্টর ছেড়ে পালিয়ে যায় একচালক। তবে বাকি তিনজনকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় বালি ভর্তি ওই চারটি ট্রাক্টর । শনিবার তিনজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে এই ঘটনার সাথে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender and is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-26/CFC-BG/ 2024- 25 (3rd Call)	One Bathing Ghat and Concrte Drain	28-02-2025	2	07-03-2025 up to 11:30 A.M.	10-03-2025
NIeT-27/CFC-BG/ 2024- 25	Concrte Drain	28-02-2025	1	07-03-2025 up to 11:30 A.M.	10-03-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Pradhan, Onda 1 G.P

খাওয়া- দাওয়া

পুর ভরা বেগুনির রেসিপি

উপকরণঃ লম্বা বেগুন। বেগুনগুলো স্লাইস করে একটু লবণ ছিটিয়ে দিন। বেগুনগুলো নরম হবে, আকার দিতে সুবিধা হবে।

পুরের উপকরণঃ মুরগির কিমা সিকি কাপ, পেঁয়াজপাতা মিহি কুচি সিকি কাপ, বাঁধাকপি মিহি কুচি ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ, সয়া সস ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ মিহি কুচি পছন্দমতো।

মিশ্রণের উপকরণঃ বেসন আধা কাপ, চালের গুঁড়া ৩ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া সামান্য, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, লবণ সামান্য, তেল।

প্রণালিঃ পুরের সব উপকরণ ভালো করে মেখে নিন। এবার লম্বা বেগুনের স্লাইসের ওপর পাতলা করে মাখা কিমা বিছিয়ে দিন এবং এক পাশ থেকে মুড়ে রোলের মতো করে নিন। এভাবে সব কটি তৈরি করে নিন। এরপর মিশ্রণের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। বেগুনের রোলগুলো মিশ্রণে ডুবিয়ে চুলায় ডুবো তেলে ভেজে নিন।

ফ্রোজেন পরোটার রেসিপি

উপকরণঃ মুরগির হাড় ছাড়া বুকের মাংস ১ টুকরা, মাখন ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি সামান্য, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মিক্সড ইতালিয়ান হার্ব ১ চা-চামচ, ময়দা ১ টেবিল চামচ, দুধ আধা কাপ, টমেটো কেচাপ ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি দেড় কাপ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ, গোল মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তৈরি করা ফ্রোজেন পরোটা।

প্রণালিঃ মুরগির বুকের মাংসের টুকরাকে পাতলা করে দুই স্লাইস করে নিন। এবার ছড়ানো প্যানে মাখন ও রসুনকুচি দিয়ে দিন। আদাবাটা, রসুনবাটা, সামান্য ইতালিয়ান হার্ব দিয়ে ভেজে নিন। মুরগির মাংসের টুকরা দিয়ে দিন। হয়ে এলে প্যান থেকে তুলে নিন। ওই প্যানে ময়দা দিয়ে ভেজে নিন। দুধটুকু দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। তুলে রাখা মুরগির মাংসের টুকরাগুলো হাত দিয়ে অথবা কাঁটাচামচ দিয়ে ছিঁড়ে নিন। মাংসগুলো প্যানে দিয়ে নাড়তে থাকুন। টমেটো কেচাপ ও বাকি হার্ব দিন। সবশেষে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে রাখুন। এবার পরোটাগুলো গোল আকারের কাটার দিয়ে কেটে নিন। ভেতরে পুর ভরে দিন। সঙ্গে দিন কাঁচা মরিচকুচি, গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ। হাত দিয়ে চেপে বন্ধ করে দিন। সব কটি এ রকম করে বানিয়ে নিন।

এরপর ওভেন ১৯০ ডিগ্রিতে ৫ মিনিট প্রিহিট করুন। বেকিং ট্রেতে সব কটি পাই নিয়ে নিন। ওপরে ডিম ব্রাশ করে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অথবা রং না হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে প্রতি বছর ২৮ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস । আমাদের সমাজের বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন ,লেখালেখি করছেন, রেডিও বা টিভিতে সম্প্রচার করছেন কিংবা জনমানষে বিজ্ঞান প্রচার করছেন, তাদের সকলকে খুঁজে বার করে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে আসছে এই সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে। এ বছর ও ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আর.সি.সি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে দ্য সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের ৩৮ তম জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান টি অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভ উদ্বোধন করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ভাস্কর গুপ্ত। এবং উপস্থিত ছিলেন ম্যাক আউট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক ড. পার্থ প্রতিম লাহিড়ী, সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর সচিব এবং প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুভব্রত রায় চৌধুরী , উপস্থিত ছিলেন (এ. এস. এফ. এইচ .এম) কলকাতার সচিব ড. মানস কুমার পতি , আর উপস্থিত ছিলেন সাইন্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর সভাপতি ড. পারিজাত চক্রবর্তী ,। এই বছর যারা যারা পুরস্কার পেলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - ড. জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ড. কৃষ্ণা রায়, প্রাক্তন অধ্যাপিকা বেথুন কলেজ, তিনি পথিত যশা লেখিকা। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোজিৎ রায় পেলেন ড. মহেন্দ্র লাল সরকার স্মৃতি পুরস্কার। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী স্মৃতি পুরস্কার পেলেন, বিশিষ্ট কৃষি সাংবাদিক রাজ্যেশ্বর সাহা। অধ্যাপক তারক মোহন দাস স্মৃতি পুরস্কার পেলেন, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক শৈবাল গুহ। কলকাতা দূরদর্শনের সায়েন্স কমিউনিকেশন প্রোডাকশনের আধিকারিক ভাস্কর জানা পেলেন প্রফেসর নরেশ চন্দ্র দত্ত স্মৃতি পুরস্কার। প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক গ্রাফোলজিস্ট ড. রাজর্ষি কয়ালের কর্মশালা চলে। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ড. রাজিব কর চৌধুরীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠকে উত্তপ্ত

হোয়াইট হাউসে শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কির বাগ্বিতণ্ডা দুঃখজনক হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার হামলার পর যুদ্ধ সহায়তা হিসেবে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের লাখো কোটি ডলারের সহায়তা পাঠানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন ট্রাম্প। তিনি এ নিয়ে শুরু থেকেই সরব ছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় লেগে দ্রুত এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। যদিও কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন তা নিয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু বলেননি। গত ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ট্রাম্প। ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেন। এসব থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছিল ইউক্রেনকে বাদ দিয়েই তিনি শান্তি আলোচনা শুরু করতে চলেছেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে কিয়েভ ক্ষুব্ধ হয়। ইউরোপের দেশগুলো হতবাক হয়। তারপর থেকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং ওয়াশিংটনের ইউরোপীয় মিত্ররা ট্রাম্পের প্রতি যে কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চিত করার অনুরোধ করতে থাকেন। এমনটাও বলা হয়, উভয় পক্ষের কেউ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করলে তার পরিণতি কি হতে পারে তাও যেন চুক্তিতে নিশ্চিত করা থাকে। ট্রাম্প তাদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করে গেছেন এবং বলেছেন, তিনি এ ধরনের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না। ট্রাম্প বরং জোর দিয়ে বলেছেন, পুতিন তাঁকে যথেষ্ট 'সম্মান' করেন। তাই চুক্তি লঙ্ঘন করবেন না। শুক্রবার জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের একপর্যায়ে ট্রাম্প এবং তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স অভিযোগ করেন, (রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে) যুক্তরাষ্ট্র যে সমর্থন দিয়েছে তার জন্য জেলেনস্কি যথেষ্ট 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' করেননি।এ নিয়ে উভয় পক্ষের বাগ্বিতণ্ডার পর জেলেনস্কি ও তাঁর প্রতিনিধি দলকে হোয়াইট হাউস থেকে চলে যেতে বলা হয় বলে জানিয়েছেন ট্রাম্পের প্রেসসচিব। এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, 'যখন তিনি (জেলেনস্কি) শান্তির জন্য প্রস্তুত হবেন তখন তিনি ফিরে আসতে পারেন।' শুক্রবারের বৈঠক নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) প্রবীণ উপদেষ্টা ব্রায়ান ফিনুকেন বলেন, শুক্রবারের বৈঠকের পুরোটা সময়ই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। ফিনুকেন আরও বলেন, 'ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের আচরণ ছিল অপ্রত্যাশিত। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা করা নিয়ে যা ভাবেন এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে তিনি যে বর্ণনা প্রচার করেন তা সবারই জানা। তাই তাদের ওই আচরণ অতটাও অবাক করা ছিল না।' ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনকে যখনই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তারা বারবার ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর দায় মস্কোর ওপর চাপাতে অস্বীকার করেছেন। শুক্রবারও ট্রাম্প এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে, যেহেতু আলোচনা চলছে তাই তিনি পুতিনের সমালোচনা করছেন না।এমনটা হওয়ারই ছিলইউক্রেনের রাজনীতি বিশ্লেষক ভলোদিমির ফেসেনকো এএফপিকে বলেন, 'এ সবই, এই বাগ্বিতণ্ডা, এই বিস্ফোরণ, আজ হোক বা কাল, ঘটতই।'

এরপর কী হতে চলেছে তা অস্পষ্ট, তবে এটা ইউক্রেনের জন্য খারাপ কিছু হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন আইসিজির উপদেষ্টা ফিনুকেন। তিনি বলেন, 'প্রশাসন থেকে শোনা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউক্রেনে অস্ত্রের যে চালান যাওয়ার কথা রয়েছে সেটা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে বাতিল করা হতে পারে।'প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা ছাড়ার আগে দিয়ে ইউক্রেনকে ওই অস্ত্র পাঠানোর অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন। ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের আগে বাইডেন ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত করতে ওই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বাগ্বিতণ্ডার পর ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের শেষে জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া আক্রমণকারী রুশ বাহিনীকে আটকে রাখা ইউক্রেনের জন্য 'কঠিন' হয়ে যাবে। জেলেনস্কি আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কিয়েভের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার সম্ভব। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি চাই ট্রাম্প সত্যিই আমাদের পক্ষে থাকুন।' জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের শুক্রবারের ওই বৈঠকের যে পরিণতি হয়েছে তা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

হাইস্কুল পাস করলেও তিনি পড়তে বা লিখতে পারেন না

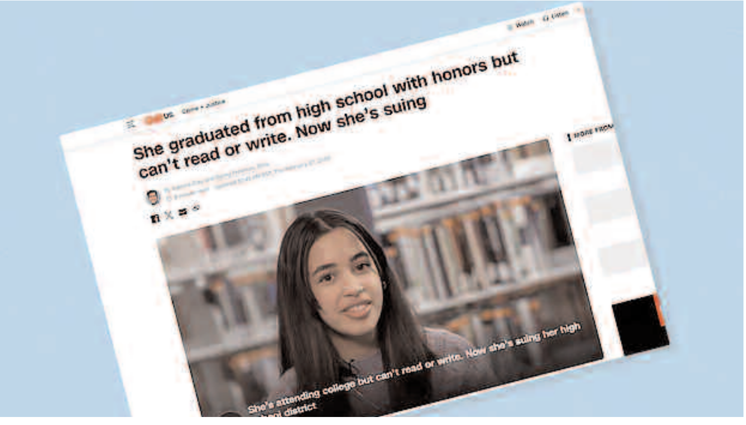

আলেশা অরটিজের বয়স ১৯ বছর। তিনি একদিন গল্প লেখার স্বপ্ন দেখেন। এমনকি একটি বই লেখারও স্বপ্ন আছে তাঁর। হাইস্কুল শেষ করা একজন তরুণীর এমন স্বপ্ন-ইচ্ছা থাকাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। কিন্তু আলেশার জন্য ব্যাপারটি বেশ কঠিনই হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডের হার্টফোর্ড পাবলিক হাইস্কুল থেকে গত জুনে পড়াশোনা শেষ করে সনদ পান আলেশা। তিনি কলেজে পড়ার জন্য বৃত্তি পর্যন্ত পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, হাইস্কুল শেষ করা আলেশা নিরক্ষর রয়ে গেছেন। তিনি বলছেন, তিনি পড়তে বা লিখতে পারেন না। হাইস্কুলের শেষ পর্যায়ের অনেক শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সনদ (গ্র্যাজুয়েশন) পাওয়ার আগের দিনগুলোতে বেশ উদ্দীপিত থাকেন। সনদ অর্জন করতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁরা গর্ববোধ করেন। কিন্তু আলেশা মার্কিন বলেছেন, এই সময়টাতে তাঁর অনুভূতি ছিল ভিন্ন। তিনি বরং ভয়ের মধ্যে ছিলেন। আলেশা অনার্সসহ হাইস্কুল পর্ব শেষ করেছেন। এই অনার্সের মানে হলো, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে (একাডেমিক) নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু হার্টফোর্ডের পাবলিক স্কুলে ১২ বছর পড়াশোনা শেষ করার পর আলেশা গত বছরের মে মাসে স্থানীয় নগর কাউন্সিলের সভায় দেওয়া সাক্ষ্যে বলেন, তিনি পড়তে বা লিখতে পারেন না।আলেশা বলেন, স্কুলের কর্মকর্তারা তাঁকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ দেওয়ার ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। মার্কিন এই শিক্ষার্থী বলেন, হাইস্কুল শিক্ষা সমাপনীর (গ্র্যাজুয়েশন) দুদিন আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাঁকে বলেছিলেন, নিবিড় পরিষেবার বিনিময়ে তিনি সনদ গ্রহণ পিছিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কর্মকর্তাদের এ কথায় কান দেননি আলেশা। আলেশা বলেন, তিনি তখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে পড়ানোর জন্য ১২ বছর সময় নিয়েছে। এবার তাঁর কিছু করার পালা। আলেশা এখন অবহেলার অভিযোগ এনে হার্টফোর্ড বোর্ড অব এডুকেশন এবং সিটি অব হার্টফোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা করছেন। একই সঙ্গে তাঁর আবেগপূর্ণ যন্ত্রণার বিষয়টি উপেক্ষা করার অভিযোগে তিনি তাঁর বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাপক টিল্ডা সান্তিয়াগোর বিরুদ্ধে মামলা করছেন। বোর্ডের চেয়ারপারসন জেনিফার হকেনহুল মামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সিটি অব হার্টফোর্ডের প্রধান আইন কর্মকর্তা জোনাথন হার্ডিংও একই কথা বলেছেন। তিনি সিএনএনকে বলেছেন, 'আমি সাধারণত চলমান মামলা-মোকদ্দমার বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করি না।' অন্যদিকে সান্তিয়াগোর আইনজীবী (অ্যাটর্নি) মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে সিএনএন। কিন্তু সান্তিয়াগোর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। হার্টফোর্ড পাবলিক স্কুলগুলোর পক্ষে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সিএনএনকে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা বিচারাধীন মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারে না। তবে তারা শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূর্ণভাবে মেটানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সম্ভাবনাময় জায়গায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করতে তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, আলেশার ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটেছে, তা তাঁকে অবাক করেনি। সেন্ট্রাল কানেকটিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটির লিটারেসি সেন্টার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন জেসি টার্নার। তিনি বলেন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ শিক্ষার মানে প্রায়ই ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। টার্নার বলেন, 'আমেরিকাকে একটি প্রশ্ন করা উচিত ,আমরা কি সত্যিই আমাদের বাচ্চাদের, আমাদের সব বাচ্চার বিষয়ে যত্নশীল?' শিশুকাল থেকে শিক্ষণ সমস্যামার্কিন টেরিটোরি পুয়ের্তো রিকোতে জন্মগ্রহণ করেন আলেশা। তিনি বলেন, ক্যারিবীয় দ্বীপ পুয়ের্তো রিকোতে থাকার সময় শিশুকালেই তাঁর শিখন সমস্যা ধরা পড়ে। আলেশার মা কারমেন ক্রুজ বলেন, তিনি প্রথম থেকেই জানতেন যে তাঁর মেয়ের এই সমস্যার ব্যাপারে সহায়তা দরকার। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কারমেন বলেন, তিনি দেখেছিলেন, তাঁর মেয়ের একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা আছে। আর এই সমস্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হচ্ছিল। আলেশার বয়স যখন মাত্র ৫ বছর, তখন পরিবারটি যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে চলে আসে। পরিবারের ধারণা ছিল, কানেকটিকাটে আলেশা তাঁর শিখন সমস্যা মোকাবিলায় আরও ভালো সেবা পাবেন। কিন্তু এই সমস্যা মোকাবিলায় স্কুলজীবনে আলেশার সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। মামলার তথ্য অনুসারে, স্কুলের ফার্স্ট গ্রেডে আলেশার বর্ণ, বর্ণের উচ্চারণ (সাউন্ড) ও সংখ্যা শনাক্তে সমস্যা ছিল। আলেশার শিখন প্রতিবন্ধকতার সমাধান না হওয়ায় তিনি ক্লাসে অভিনয় করতে শুরু করেন। আলেশা বলেন, 'আমি ছিলাম খারাপ শিশু।' হাইস্কুলের শেষ বর্ষে কিছু শিক্ষক আলেশাকে 'ডিসলেক্সিয়া' পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ডিসলেক্সিয়া একধরনের 'লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি' বা শিখন প্রতিবন্ধকতা। যাতে শব্দ শনাক্ত করা এবং এর সঙ্গে অক্ষর ও শব্দের সম্পর্ক তৈরির সামর্থ্য থাকে না। আলেশা তাঁর হাইস্কুলের শেষ দিকে একটি বিস্ময়কর ঘোষণা করেন। তিনি কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। শরৎকালীন শিক্ষাবর্ষে তিনি সেখানে ক্লাস শুরুর পরিকল্পনা করছেন। আলেশা বলেন, তিনি শব্দ দেখেন, অর্থ বোঝেন না। গত শরৎকালীন শিক্ষাবর্ষে আলেশা কলেজের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দুই ক্লাসেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সরকারি নীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। পড়তে বা লিখতে পারেন নাএমন একজন শিক্ষার্থী হাইস্কুল পেরিয়ে কীভাবে কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলেন? এ বিষয়ে আলেশা বলেন, তিনি হাইস্কুল পর্ব যেভাবে পার করেছেন, ঠিক একইভাবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তিনি এমন সব অ্যাপসের ওপর নির্ভর করেছিলেন, যেগুলো 'টেক্সট' থেকে 'স্পিচ' (লিখিত থেকে বাচনিক রূপ) এবং 'স্পিচ' থেকে 'টেক্সট' (বাচনিক থেকে লিখিত রূপ) করে দেয়। কলেজের আবেদনপত্র পূরণসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আলেশা প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি মানুষেরও সহায়তা নিয়েছেন। কলেজে পড়ালেখার ব্যয় মেটানোর জন্য অনেকে তাঁকে আর্থিক সহায়তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আলেশা বলেন, অ্যাপস তাঁকে সেই শক্তি দিয়েছে, যা তাঁর আছে বলে তিনি কখনো ভাবেননি। আলেশা বলেন, এলিমেন্টারি ও মিডল স্কুল পর্যায়ে তাঁর শিক্ষকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে পাস করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠেছেন। কিন্তু যখন তিনি হাইস্কুলে পড়া শুরু করেন, তখন বুঝতে পারেন, কীভাবে তাঁর অ্যাসাইনমেন্ট করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়।আলেশা কীভাবে অ্যাপস ব্যবহার করেন, তা সিএনএনকে দেখান। তিনি একটি বই থেকে একটি অনুচ্ছেদ বেছে নেন। তাঁর মুঠোফোনে অনুচ্ছেদটির একটি ছবি তোলেন। তারপর অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে শব্দ করে তাঁকে পড়ে শোনানোর জন্য মুঠোফোনের অডিও চালু করে দেন।এই মহড়াতে বইয়ের যে অনুচ্ছেদটি আলেশা ব্যবহার করেন, তা তিনি পড়তে পারেন কি না, জানতে চেয়েছিল সিএনএন। জবাবে তিনি বলেন, এটা অসম্ভব।

শান্তিনিকেতনে শুরু হল স্বাস্থ্যের মেগা ইভেন্ট মেড এক্সপো ২৫

বোলপুর,১ মার্চঃ ১লা মার্চ থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শুরু হল তিনদিন ব্যাপী ২০২৫ -এর উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম, পজিটিভ বার্তা এবং বেঙ্গল ক্লিনিকাল এস্টাবলিসমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রদর্শনী হবে। এই ২০২৫-এ প্রায় এক হাজার ডাক্তার, দুই হাজার নার্সিংহোম এবং হাসপাতালের মালিক ও কর্তৃপক্ষ, এবং ১৫০টিরও বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা অংশ নিচ্ছেন। এটা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মেলন হতে চলেছে, যেখানে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতি ও চিকিৎসা গবেষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই মেগা ইভেন্টের পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড সাইন্স কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৬তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, জিন থেরাপি, ক্যানসার গবেষণা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েন মেড এক্সপো২৫ এর আহ্বায়ক তথ্য শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পিট।এছাড়াও, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২২৫-এর আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা তুলে ধরতে এই উৎসবের গুরুত্বও অপরিসীম। আগামী তিনদিন মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃজনশীল দক্ষতা তুলের ধরবে। শনিবার সকাল ১০টায় ২৫ এর শুভ উদ্বোধন এবং বেলা ১১টায় ২৫ শুভ উদ্বোধন হয়। এশিয়ার বিখ্যাত লিভার রোগ ও লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ সিংভি, দেশের প্রখ্যাত রেডিওলজিষ্ট ডাঃ কে প্রভাকর রেড্ডি, ডাঃ সুশান্ত ব্যানার্জী সহ দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসকেরা এখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণ হাতে নিয়ে নিত্যদিন ঝুঁকির যাতায়াত

প্রকাশ মন্ডল,তারকেশ্বর, ১ মার্চঃ প্রাণ হাতে নিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত, লোকনাথ থেকে পিয়াসারা আট কিমি রাস্তা জুড়ে খানা খন্দ,পরে রয়েছে নুড়ি পাথর। প্রাণ হাতে নিয়ে নিত্যদিন ঝুঁকির যাতায়াত, দীর্ঘ আট কিমি রাস্তার বেহাল দশায় নাজেহাল তারকেশ্বর ব্লকের চার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষ। এমনকি এম্বুলেন্স ও ঢুকতে চায় না রাস্তার চরম খারাপ অবস্থার কারণে। ওই রাস্তা দিয়ে ভয়ে ভয়ে হাসপাতালে যান গর্ভবতী মায়েরা। বার বার ব্লক প্রশাসন কে জানিয়েও মেলেনি কোনো ফল। দুই রাজ্য সড়ক বৈদ্যবটি-তারকেশ্বর রোড এবং ডানকুনি-আরামবাগ রোডের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ আট কিমি রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পরে রয়েছে বেহাল অবস্থায় পিচের আস্তরণ তো কবেই উঠে গেছে বর্তমানে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, পুরো রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে রয়েছে পাথর।

Name Change

I, Ratan Kanjilal (old name) son of Anil Kanjilal, residing at 57, Vivekananda Sarani, Rajpur Sonarpur (M), P.O.- Narendrapur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700103, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ratan Kumar Kanjilal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Ratan Kumar Kanjilal (New Name) and Ratan Kanjilal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I , Nasim Mahmad Khan S/O- Golam Rabbani Khan resident of Vill-Ausha, P.O.- Nabastha, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713407, have changed my name and shall henceforth be known as 'NASIM MAHAMMAD KHAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/02/2025. That Nasim Mahmad Khan and Nasim Mahammad Khan both are same and one identical person.

Name Change

I , SK Halim S/O- Khorjan Seikh resident of Vill-Bhumshore, P.O.- Bamsor, P.S.-Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713125, have changed my name and shall henceforth be known as 'HALIM SEIKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/02/2025. That SK Halim and Halim Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Priyanka Mondal (Old Name) D/O Late Bilash Kumar Mondal Residing of RF-13/1, Raghunathpur Dakshin Para, PO Desh Bandhu Nagar, P.S. Baguiati, Dist. North 24 Parganas, Kolkata-700059 WB, India have changed my name (shall henceforth be known as) PRIYANKA MITRA(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld.Judicial Magistrate 1st class at Alipore on 01/03/2025. Priyanka Mitra(New Name) and Priyanka Mondal(Old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Abjal Ali Sekh (old name) son of Sk Akbar Ali, resident of Vill.- Nera Madhabpur, P.O.- Jangipara, Hooghly, Pin- 712404, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abjal Ali (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Sk Abjal Ali (new name) and Abjal Ali Sekh (old name) both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মহালি বিবি, স্বামী- মৃত সিদ্দিক সেখ, সাং- দেবগ্রাম পশ্চিমপাড়া, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া। আমার আসল নাম হল মহালি বিবি। আমার আধার কার্ডে (২৬২০ ৪৫৪০ ২৮৮২) আমার নাম মহিলা সেখ হইয়াছে। গত ইং- ২৫/০২/২০২৫ হলফনামা নং-৯৮ বলে আমার নাম মহিলা সেখ থেকে মহালি বিবি হইয়াছে। মহিলা সেখ ও মহালি বিবি একই ব্যক্তি হইতেছে।

Name Change

I, SHAMIM SK (Old Name) S/o- ISRAFIL SHAIKH, Residing at, Vill- Panditpur, Post - Panditpur, Ps- Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHAMIM SK To SHAMIM SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHAMIM SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, SHAMIM SHAIKH and SHAMIM SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, REBEKA BIBI (Old Name) W/o- ABDUL MALEK, Residing at, Vill- Bajapti, Post - Gurutola, Ps- Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin- 732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from REBEKA BIBI To MOST REBEKA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOST REBEKA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, MOST REBEKA KHATUN and REBEKA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Rajib Roushan (old name) son of Abdus Salam Molla, resident of 51/G/H/10, Shamsul Huda Road, Circus Avenue, Kolkata- 700017, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as M Rajib Roushan (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That M Rajib Roushan (new name) and Mohammed Rajib Roushan (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I,YAKUB SHAIKH,C/O AKBAR ALI SHAIKH, RESIDING AT VTC KALITALA,PO - SHYAMBASURCHAK, KULPI, SOUTH 24 PARGANAS - 743351,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YAKUB SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/02/2025. THAT YAKUB SHAIKH AND YAKUB SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Najima Bibi (old name) wife of Jalal Ali Mallick, resident of Vill.-Keoradanga, P.O.- Betberia, P.S.- Bishnupur, Diamond Harbour, 743503, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nazima Bibi Mallick (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Nazima Bibi Mallick (new name) and Najima Bibi (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, SYED MASKUR ALAM S/o. Late Syed Bodruddoza, Residing at Vill- Keshiary Bhuniyabar, PO- Pratappur, PS- Panskura, Dist- Purba Medinipur, West Bengal, PIN- 721152, have changed my name and shall henceforth be known as SYED MASHKUR ALAM as declared before the First Class Judicial Magistrate court, Tamluk, Purba Medinipur, West Bengal vide affidavit no. 2080 Dated- 18-02-2025. SYED MASKUR ALAM and SYED MASHKUR ALAM both are same and identical person.

Name Change

I, Anurag Mitra Mojumdar (old name) son of Rupak Mitra Mojumdar, resident of Aradanga, Near Khelar Sathi Math, Asansol Barddhaman, Pin- 713303, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anurag Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 27/02/2025. That Anurag Mukherjee (new name) and Anurag Mitra Mojumdar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Netai Das (old name) son of Late Nirmal Chandra Das, residing at Netaji Pally Uttar Panchpota, P.O.- Panchpota, Baruipur, 700152, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Netai Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Netai Chandra Das (New Name) and Netai Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ashish Majumdar (old name) son of Sushil Majumdar, resident of 1/13, Kumud Ghosal Road, Baishali, Kamarhati (M), P.O.- Ariadaha, P.S.- Belghoria, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700057, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashish Kumar Majumdar (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Ashish Kumar Majumdar (new name) and Ashish Majumdar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Jalal Ali Mollick (old name) son of Tobzel Ali Mollick, resident of Vill.-Keoradanga, P.O.- Betberia, P.S.- Bishnupur, Diamond Harbour, 743503, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jalal Ali Mallick (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Jalal Ali Mallick (new name) and Mohammed Jalal Ali Mollick (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Pradip Banerjee (old name) son of Saila Ranjan Banerjee, residing at 139C/31, Becharam Chatterjee Road, Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Pradip Kumar Banerjee (New Name) and Pradip Banerjee (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,MOHAFUJ ALI MONDAL (OLD NAME) S/O LATE MOHAMMAD ALI MONDAL, RESIDING AT VILL-CHOTOBAMUNIA PURBA PARA, KHORDABAMUNIA,PO-LAKSHMIPUL,PS-ASHOK NAGAR, DIST - NORTH 24 PARGANAS, PIN-743234,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAFUJ ALI MONDAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 27/02/2025. THAT MOHAFUJ ALI MONDAL (OLD NAME) AND MAHAFUJ ALI MONDAL (NEW NAME).BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MONOYARA KHATUN (OLD NAME) W/O MD WAZED ALI AND D/O LATE ABDUS SAMAD, RESIDING AT VILL & PO-BEGUMPUR PS - BASIRHAT, DIST -NORTH 24 PARGANAS,PIN-743437,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONOYARA BEGUM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 27/02/2025. THAT MONOYARA KHATUN (OLD NAME) AND MONOYARA BEGUM (NEW NAME). BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MD ABUL KASHEM MOLLAH (OLD NAME) S/O LATE KADER BOX MOLLA, RESIDING AT VILL -MATHURAPUR, PO-GUMA,PS-HABRA,DIST -NORTH 24 PARGANAS, PIN-743704, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUL KASHEM MOLLA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 27/02/2025. THAT MD ABUL KASHEM MOLLAH (OLD NAME) AND ABUL KASHEM MOLLA (NEW NAME).BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Phul Chand Kharwar (old name) S/O Late R R Kharwar, residing at 107/B, Gholar Ghat Road, Ashashanti Apartment, Kolkata- 700060, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Phulchand Ram Kharwar (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Phulchand Ram Kharwar (new name) and Phul Chand Kharwar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Rahaman Sk (old name) son of Surat Sekh, resident of Sirakol Uttar Para, P.O.- Sirakol, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743513, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rahaman Sekh (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Rahaman Sekh (new name) and Rahaman Sk (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I. Uttam Ray, S/o Pradyut Ray, of Vill. & P.O. Tarinipur, P.S.- Hanskhali. Dist- Nadia. My father's actual name is Pradyut Ray, on 18/01/2025 affidavit no. 69, my father acquainted as Pradyut Ray in place of Prodyut Ray. Pradyut Ray & Prodyut Ray is the same and one identical person.

Name Change

I,ASHIMA SAMADDER,SON OF LATE KESHAB SAMADDER RESIDING AT GREENRIDGE APARTMENT,BADU ROAD,ABDALPUR,MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700155,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM SAMADDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/02/2025.THAT ASHIMA SAMADDER AND ASHIM SAMADDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sadik Sk (old name) son of Rahaman Sekh, resident of Sirakol Uttar Para, P.O.- Sirakol, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743513, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sadik Sekh (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 28/02/2025. That Sadik Sekh (new name) and Sadik Sk (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mahali Bibi, W/o Lt. Siddique Sk, of Vill- Debagram Paschimpara, P.S. Kaliganj, Dist Nadia. My actual name is Mahali Bibi, in my Aadhaar Card vide no. 2620 4540 2882 my name has recorded as Mahila Sekh on 25/02/2025 affidavit no. 98, I am acquainted as Mahali Bibi in place of Mahila Sekh. Mahali Bibi & Mahila Sekh is the same and one identical person.

আস্ত জঙ্গল, সকলের জন্য উপহার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ সকলের জন্য চার দেওয়ালের মধ্যে এমনি এক আস্ত জঙ্গল উপহার নিয়ে এসেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। যেখানে চোখ চশমা লাগিয়ে সেইসব জঙ্গলের রোমাঞ্চকর মুহূর্তের সাক্ষী থাকার সুযোগ মিলবে। জঙ্গলের রাস্তায় রং-বেরঙের প্রজাপতির ঝাঁক, তার মাঝেই আবার হঠাৎ করে তেড়ে আসছে অজগর, আসতে আসতে জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখের সামনে ঘুরে বেড়োচ্ছে হাতি, বাঘ, গন্ডার জলের মধ্যে আবার শিকারের খোঁজে ঘুরছে কুমির। যদি হাতের নাগালে এমনই জঙ্গল সাফারির মজা পাওয়া যেত তাহলে কেমন হত? সাধারণত জঙ্গল সাফারিতে গেলে অনেক দূর থেকে বন্যপ্রানীর দেখা মেলে। কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যেই যদি এই রোমাঞ্চকর অনুভূতিটা মেলে, তাহলে কেমন হয়? সকলের জন্য চার দেওয়ালের মধ্যে এমনই এক আস্ত জঙ্গল উপহার নিয়ে এসেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। যেখানে চোখ চশমা লাগিয়ে সেইসব জঙ্গলের রোমাঞ্চকর মুহূর্তের সাক্ষী থাকার সুযোগ মিলবে। তবে সেই চশমা কোন সাধারণ চশমা নয়। আসলে তা হল থ্রিডি চশমা। শুধু তাই নয়, রয়েছে আরও একটি উপহার। আনা হয়েছে হৃদস্পন্দন বাদ্যযন্ত্র। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আপনার হৃদযন্ত্র কীভাবে কাজ করছে বা কীভাবে ধুকধুক করছে সেটা বাজিয়ে দেখাবে ড্রাম।

হেমায়েতপুর থেকে বাঁকুড়াগামী বাসের উদ্বোধন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের হেমাতপুর মোড় থেকে বাঁকুড়া গামী বাসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো এদিন শনিবার ফিতে কেটে পতাকা নেড়ে তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল, কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন শনিবার মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি জানান হেমাতপুরে আমরা বাস স্ট্যান্ড তৈরি করেছি, এখানে বিভিন্ন বাস এসে দাঁড়াচ্ছে, শনিবার হেমাতপুর থেকে বাঁকুড়াগামী বাসের সূচনা হলো। মুখ্যমন্ত্রীকে এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামীদিনে এখানে আধুনিকমানের সিগনাল তৈরি হবে এদিন এমনই জানান তিনি।

পুলিশের গাড়ি আটকে অভিযুক্তকে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১ মার্চ ঃ গোয়ালপোখরের পর এবার চোপড়া। ফের পুলিশের হাত থেকে 'ছিনতাই' অভিযুক্ত। বাধা পেতেই ফের পুলিশের উর্দিতে হাত, আইনরক্ষকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। শনিবার চোপড়ার কালকাপুরের ঘটনা। অভিযোগ, পুলিশের গাড়ি আটকে অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নিয়ে যান এলাকার লোকজন। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। ছিনতাই হওয়া অভিযুক্তের নাম মজিবুর রহমান। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশের বড় বাহিনী। পৌঁছান চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপাও। মজিবুরের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মজিবুর। সম্প্রতি গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। সেই খবর পৌঁছায় পুলিশের কাছে। এদিন তাঁকে ধরতে গ্রামে যায় পুলিশ। অভিযোগ, মজিবুরকে গ্রেফতার করে ভ্যানে তুলতেই গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশের গাড়ির সামনে রুখে দাঁড়ান। এর পর তাকে পুলিশের গাড়ি থেকে বেরিয়ে পালাতে সাহায্য করেন। পুলিশ বাধা দিতে গেলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের। ওই ঘটনায় অন্তত ২৭ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।

টক টু মেয়রে বিশেষ কিছু নির্দেশ গৌতম দেবের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ টক টু মেয়র আজকে একটু অন্যভাবে পরিবেশিত হলো। মেয়র গৌতম দেব শ্রোতাদের কথা শুনে একের পর এক উত্তর দিলেন। এদিন মেয়র জানালেন আমাদের সবাইকে সচেতন হয়ে চলতে হবে। কারন সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নিয়ে চলতে হয়ে। এই অনুষ্ঠান একেবারেই ব্যাতিক্রম নয়। মানুষের অভিযোগ শুনে তার সমাধান করা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে হবে আমাদের। মেয়র এদিন বেশ কিছু সময় ধরে অভিযোগ কারীদের বক্তব্য শোনেন, এবং তার উত্তর দেন।

অবহেলায় পড়ে রাজ আমলের এই বাড়ি! বহু ইতিহাসের সাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ মার্চ ঃ রাজ আমলের এই অন্যতম বাড়িটি জেলার রাজ আমলের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুরের রাজত্বকালে এই বাড়িটি নির্মাণ করা হয়। জেলা কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে এই প্রাচীন বাড়িটি। রাজ আমলের এই অন্যতম বাড়িটি জেলার রাজ আমলের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এখানে থাকতেন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবী। যিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কেশব চন্দ্র সেনের ছোট কন্যা। অপরদিকে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জ্ঞাতি ভাই। তাই এই বাড়িটি রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কোচবিহারের এক ইতিহাস অনুসন্ধানী সুবীর সরকার জানান, দীর্ঘ সময় আগে তৈরি এই বাড়িটির জেলার ইতিহাস গুরুত্ব রয়েছে বেশ অনেকটা। জেলার ইতিহাসের একাধিক অধ্যায়ের সঙ্গে এই বাড়িটির যোগ রযেছে। এই বাড়িটিতে স্থানীয় শিশুদের নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়, মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কারিগরি বিদ্যালয়, আর্য নারী সমাজ এবং সুরাপান নিবারনী সভা এখানেই স্থাপিত হয়েছিল। তবে বর্তমান সময়ে এই বাড়িটির একেবারেই ভগ্নপ্রায় দশা হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ সময়ের রাজ আমলের ইতিহাসের নিদর্শন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধুই অবহেলার কারণে। দ্রুত এই বাড়িটির সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে।

ছোট্ট মৌমিতা আক্রান্ত বিরল রোগে! চিকিৎসার খরচ শুনেই আতঙ্কে দিনকাটাচ্ছেন অসহায় বাবা, মা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ মার্চ ঃ মালদা জেলার ভুতনি থানার অন্তর্গত হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দিটোলার রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, পেশায় ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। পরিবারে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বাবুর মা-বাবা, স্ত্রী ও দুই সন্তান। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যের পরিহাস দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান ছেলে, যার বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু সেও বর্তমানে প্রতিবন্ধী অবস্থায়। অন্যদিকে, মৌমিতা প্রথম থেকে ভালো থাকলেও প্রায় ৮ মাস আগে জানতে পারে সেও এক বিরল রোগে আক্রান্ত। বর্তমানে মৌমিতার বয়স এক বছর দুই মাস। ছোট্ট এই দুধের খুদে নিষ্পাপ শিশু নিজেও জানে না তার কি হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত প্রায় ৮ মাস আগে। ছোট্ট এই মৌমিতা স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু হঠাৎ ৮ মাস আগে তার মা সুভদ্রা মন্ডল মৌমিতার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীকে তিনি জানায়, সেই সময় তার স্বামী ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। গরিব পরিবার প্রথমে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দেখান। বিভিন্ন টেস্ট করার পর চিকিৎসকরা জানায়, তার কন্যা সন্তান স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি মাইক্রোডেলিশন (SMN1) মত এক বিরল রোগে আক্রান্ত। যার চিকিৎসার জন্য একটি ইনজেকশনের দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এরপর তারা কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় মৌমিতাকে। সেখানেও একইভাবে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন তার দু'বছর পর্যন্ত আয়ু রয়েছে। তার মধ্যে এই দামি ইনজেকশনটি দিতে হবে। তারপর থেকেই দিশাহারা পরিবার। ছোট্ট মৌমিতাকে কী করে বাঁচিয়ে রাখবে তা চিন্তার বাইরে তার বাবা-মায়ের। ডাক্তারদের কথা মত এত টাকার ইনজেকশন কোথায় থেকে আনবে তারা। যেখানে পরিবারের সদস্যদের দু-বেলার অন্ন জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয় রবীন্দ্রনাথকে সেখানে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ইনটেকশন! তা ভেবে উঠতেই পারছে না। তবে এই বিষয়ে মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অভিক শংকর কুমার জানান, কয়েক কোটি মধ্যে একটি বাচ্চার মধ্যে এই ধরনের রোগ দেখা যায়, একটি বিরল রোগ এই ছোট্ট মৌমিতার পাশে আমরা দাঁড়াবার চেষ্টা করব। আমার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিষয়টা জানাব, আশা করি স্বাস্থ্য দফতর থেকে যতটা সম্ভব এই পরিবারের পাশে দাঁড়াব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল বাস মৃত ১, আহত ১৪

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১ মার্চ ঃ বীরভূম জেলার সিউড়িতে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১৪ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে বীরভূমের সিউড়ির লম্বদরপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিহারের ভাগলপুরের থেকে প্রায় ৫০ জন যাত্রী নিয়ে একটি বাস কলকাতার বাবুঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মাঝপথেই সিউড়ির লম্বদরপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকে যায় বাসটি। পুলিশ জানিয়েছে, এই ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। জখম হয়েছেন ওই বাসে থাকা ১৪ জন যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নয়া পর্যটন প্রকল্পে বড়সড় বদল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ ঃ নতুন স্থায়ী রিসোর্ট বা হোটেল গড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না, তবে অস্থায়ী ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প নির্দিষ্ট অনুমতি সাপেক্ষে চালু করা যেতে পারে। বংশবৃদ্ধি রক্ষার্থে বাড়ানো হল এলাকা! বন্যপ্রাণীদের খেয়াল রাখতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নিল বনদফতর। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের সীমানার বাইরে নতুন করে ২৭৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোন (ESZ) হিসেবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। এই এলাকায় একাধিক পরিবেশগত বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে, যা স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটন শিল্প ও বনজীবীদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে মাইনিং, পাথর ভাঙার কাজ, নতুন শিল্প স্থাপন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং কাঠের মিলের সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দূষিত জল নদীতে ফেলা কিংবা বাণিজ্যিকভাবে জ্বালানি কাঠ ব্যবহারের ওপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে লাটাগুড়ি, ধূপঝোড়া, রামশাই, নাগরাকাটা এবং মেটেলির মত এলাকার পর্যটন ব্যবসার চেহারাও বদলে যেতে পারে।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১ মার্চ ঃ খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার এক মাদক কারবারি। উদ্ধার হয়েছে ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতের নাম মহম্মদ আফান (২২)। বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা খড়িবাড়ির ৩২৭ নং জাতীয় সড়কের বাঞ্চাভিটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। ধৃত যুবক বিহার থেকে মাদক বিক্রি করতে এসেছিল। সেইসময় যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পরে আটক যুবককে খড়িবাড়ি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধৃত যুবককে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১ মার্চ ঃ শনিবার মঙ্গলারতি ও বিশেষ হোমযজ্ঞ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনভর পালিত হল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব তিথি উৎসব। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও দেশের অন্যান্য শাখা কেন্দ্রের পাশাপাশি তীর্থভূমি নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীনমায়াপুর রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখা কেন্দ্রে আয়োজিত হয় শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০তম শুভ আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন। এদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে আয়োজিত হয় মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, বিশেষ পূজাপাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ ও বিশেষ হোমযজ্ঞ। দুপুরে ভক্তদের মাঝে ধর্মালোচনা করেন স্বামী দিব্যগুণানন্দ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন। মধ্যাহ্নে উপস্থিত অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় মহা প্রসাদ। সন্ধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা ও সব শেষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের গায়ক স্বামী শিবাধিশানন্দজি মহারাজের সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় এদিনের মতো শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ জানান, প্রতিবছরই এই দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। এই বছর ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০ তম আবির্ভাব তিথি। শনিবার সকালে শহরজুড়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে ঠাকুরের জন্মতিথি উদ্‌যাপন। যা শেষ হবে আগামী ৯ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় নীলাচলে মহাপ্রভু যাত্রাপালার মধ্যে দিয়ে। পরিবেশনায় থাকবেন রামকৃষ্ণ মিশন নিমপীঠ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি, সহ- সম্পাদক সন্দীপ পাল, সভাপতি শিহরণ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সব্যসাচী মন্ডল সহ অন্যান্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উল্লেখ থাকে গত শুক্রবার সকালে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করতে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে একটি শোভাযাত্রা এবং মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি ও পঠন পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চত করতে স্কুলে ডিজিটাল হাজিরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১ মার্চ ঃ ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা দূর করতে এক অভিনব উদ্যোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের। জেলার মধ্যে প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শুরু হলো ডিজিট্যাল অ্যাটেনডেন্স। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত দাঁইহাট গার্লস হাই স্কুলে শুরু হলো ডিজিট্যাল অ্যাটেনডেন্স। জানা যায় সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা বলেন, প্রথম পর্যায়ে অষ্টম, নবম, দশম শ্রেণীর প্রায় ৫০০ জন ছাত্রীদের এইভাবে ডিজিট্যাল অ্যাটেন্ডেনসের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাকি শ্রেণীগুলিও করা হবে। জানা যায় অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রীকে একটি করে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে। তার পিছন দিকেই রয়েছে একটি কিউআর কোড, যেটিকে ওই মেশিনের সামনে ধরলেই তাদের অ্যাটেনডেন্স রেকর্ড হয়ে যাবে। এবং তৎক্ষণাত তাদের ছবি সহ একটি মেসেজ তাদের অভিভাবকদের মোবাইলে চলে যাবে। পাশাপাশি স্কুল ছুটির সময়ও ঠিক একইভাবে পদ্ধতি কাজ করবে এই ডিজিট্যাল অ্যাটেনডেন্সের মেশিনটি। স্কুলের এই নয়া উদ্যোগ সম্পর্কে এক অভিভাবিকা বলেন, এই পদ্ধতি চালু হওয়াতে আমাদের মেয়েরা অনেক সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপশি তারাও চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন। নতুন ধরনের অ্যাটেনডেন্স পদ্ধতি দেখে খুশি ছাত্রীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত দাঁইহাট গার্লস হাই স্কুলের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সকলেই। ডিজিট্যাল অ্যাটেনডেন্স- এরফলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা যেমন থাকছে তেমনই অভিভাবকেরাও নিশ্চিন্তায় থাকতে পারবে বলে জানাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

৩১ এ মার্চের মধ্যে নির্ধারিত কাজ শেষ করতে রাজ্যের নির্দেশ

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় গৃহ নির্মাণের চলতি আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। বেশ কিছু জেলায় ওই প্রকল্পে ধীরগতি দেখা গেছে। সেই জেলা গুলিকে ৩১ - এ মার্চের মধ্যে নির্ধারিত কাজ শেষ করতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর নির্দেশ দিয়েছে। দফতরের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ২১ টি জেলায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ২১৫ টি বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ৫০ হাজার ৪৪৩ টি বাড়ি লিন্টেল পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। তবে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া ১২ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে ৩২ হাজার ৯৮০ জনের বাড়ির নির্মাণ এখনও শুরু হয়নি, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই যাতে ১০০ শতাংশ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে বাংলার বাড়ির নির্মাণে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও মালদা জেলাগুলিতে গৃহ নির্মাণের কাজ ধীরগতিতে চলছে । পাশাপাশি, নির্মাণকাজের তদারকি ও পরিদর্শনের সংখ্যাও কম । এই পরিস্থিতিতে জেলাগুলিকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জলপাইগুাি, হাওড়া এবং পূর্ব বর্ধমানের অগ্রগতি সন্তোষজনক। এই তিন জেলায় ৫ শতাংশেরও কম বাড়ির নির্মাণ বাকি।

আমমোক্তারনামা

১) নিখিল হালদার, পিতা- মৃত নরোত্তম হালদার, সাং- প্রতাপপুর কলোনী, পোঃ- ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে Book-I, 872, 7654, 1070, 3594, 11286 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) তরুন কুমার দাস, ২) আকতারুন বিবি, ৩) রফিকুল ইসলাম, ৪) সফিকুল সেখ, ৫) অসিকুল সেখ, ৬) আব্দুল বাসির ওরফে বাসির সেখ, ৭) হাবিবুল হক ওরফে হাবিবুল ইসলাম, ৮) হাসনেয়ারা বেওয়া ওরফে হাসনা বেওয়া, ৯) মহঃ ইকরামুল হক ওরফে এক্রামুল সেখ ওরফে এক্রামুল হক, ১০) মাইনুদ্দিন সেখ, ১১) মুসা সেখ, ১২) আনিসুর রহমান, ১৩) ইউসুফ সেখ, ১৪) সামশুনেহার বিবি, ১৫) লিলোফা বিবি, ১৬) আহানারা বিবি, ১৭) রোজলি বিবি, ১৮) সখিনা বিবি, ১৯) কামারুল ইসলাম আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২৪ নং প্রসাদপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৯০, ৬২, ৯১, ৮৫ নং দাগের এল. আর. ১৬১৫, ২০৪৩, ১৫৯০, ১৪৭৩, ১১৩০, ১৪৭৪, ৭১২, ৭৯৫, ৮১১, ১৬৯৭, ২৬২, ৬৮২, ১৭৪৪ নং খতিয়ানের মোট ১১৫.৩৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

সাধনা রায়, স্বামী- মৃত বরদা শঙ্কর রায়, সাং- রানীনগর, পোঃ- দিয়াড়রানীনগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৪ সালে **Book-IV 408** নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) মনীষা সিনহা, ২) সুনীতা রায়, ৩) শর্মিষ্ঠা সিংহ রায়, ৪) মন্তষী রায়, ৫) সন্তোষী সিনহা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার **সমস্ত মৌজাস্থিত সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

আতিকুল ইসলাম, পিতা- ইউনুস আলি, সাং- জাগুনপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I 1973** নং **আমমোক্তার দলিল মূলে গোলাম ওয়াদুদ সেখ** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২১ নং সিদ্দিকালী মৌজাস্থিত এল. আর. ২ নং দাগের এল. আর. ৪৪৫ নং খতিয়ানের মোট ৭৫ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref. no- memo No - **75/DGP/Gen/eNIT_17/2025(2 nd Call), Date 24/02/2025, (Tender ID - 2025_ZPHD_821800_1 to 2025_ZPHD_821800_3)** from prospective bidders from **28/02/2025, 18:55 IST**. For details visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Prodhan Dogachia GP

গাড়ির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১ মার্চ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে গাড়ির টায়ার ফেটে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শনিবার ভোরে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে কুমোরগঞ্জ এলাকায় ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন। জানা গেছে, একটি চারচাকা গাড়িতে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন কয়েকজন রোগী। কলকাতাতে যাওয়ার পথেই ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ওই গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। ফলে চারচাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যাস ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে। তাতেই ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। জখমদের তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতেরা একই পরিবারের বলেই জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ভোরে ওই পরিবার চিকিৎসার জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তমলুক থানার কুমোরগঞ্জের কাছে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল মারুতি ভ্যানটি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস ট্যাঙ্কারের পিছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সম্ভবত মারুতির সামনের টায়ার ফেটে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এক মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় জখম আরও একজন। আহত তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। মৃত ও আহত পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে গুড়গাঁও এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা একই পরিবারের সদস্য বলে খবর। তদন্ত করছে তমলুক থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর গ্যাস ট্যাঙ্কার ও মারুতি ভ্যানটিকে আটক করে পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো শনিবার। স্থানীয় স্কুলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। মেয়র গৌতম দেব। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মেয়রকে তাদের স্কুলের বেশ কিছু সমস্যার কথা জানান এবং সেইগুলি সমাধানের কথা উল্লেখ করেন। মেয়র জানান তিনি তার দিক দিয়ে সমস্ত রকমের চেষ্টা করবেন। কারণ হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় স্কুল বহু পুরানো স্কুল। এই স্কুলের অনেক কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই আমি দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা করব স্কুলের সমস্যা সমাধান করার। আমার পক্ষে যতটা পারা যায় আমি তা করব। মেয়র আরো জানালেন পরিচলন সমিতির বৈঠক অনেক দিক থেকে কার্যকরী হয়ে ওঠে, যখন সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হয়। আর আমি সেই চেষ্টা করে যাবো। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হয় যাতে সেদিকটাও খতিয়ে দেখব। জানান মেয়র গৌতম দেব।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে শনিবার ভূগর্ভস্থ জল তোলার জন্য সৌর চালিত একটি পাম সেটের উদ্বোধন করলেন বালুঘাটের বিধায়ক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। এই দিন বালুরঘাট ব্লক এর অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের শত খণ্ড এলাকায় বিধায়কের ওবিল থেকেই এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জানা যায় শীত শেষ হতে না হতেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কষ্ট দেখা দেয় প্রতিবছরই সেই কারণে স্থানীয় বিধায়ককে বিষয়টি জানানো হয়। সৌর চালিত পাম্প সেটটি স্থানীয় কৃষকদের সুবিধার্থে উদ্বোধন করাতে খুশি স্থানীয় কৃষকরা।

চলতি মাসের মধ্যে বাকি থাকা গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করার নির্দেশ রাজ্যের

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার চলতি মাসের মধ্যে রাজ্যের বাকি থাকা ২ হাজার ২৫৫ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পূর্ত ও সড়ক দপ্তর থেকে প্রতিটি জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে এখনো পর্যন্ত জেলাগুলিতে দুই হাজার ২৫৪ দশমিক ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ মোট যে ১ হাজার ২৭১ টি রাস্তা তৈরীর কাজ বাকি আছে সেগুলি শেষ করার কথা বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে । এরমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ৫৮৭ টি নতুন রাস্তা তৈরির অনুমোদন পেলেও এখনো ২৩৫টি রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ বলে জানা গেছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫৬১ টির মধ্যে ২৫৬ টি রাস্তার কাজ এখনো বাকি রয়েছে। উল্লেখ্য আগামী অর্থ বছরের জন্যে রাজ্য সরকার সড়ক উন্নয়নে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের কুশমহী-গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-গোরখপুর জং. ৩য় লাইন (১৪ কিমি) সম্পর্কিত গোরখপুর ও গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের মধ্যে ৩য় লাইনের (৩.৫ কিমি) জন্য ১২.০৪.২০২৫ থেকে ২৬.০৪.২০২৫ তারিখ (১৫ দিন) পর্যন্ত প্রি নন ইন্টারলকিং এবং ২৭.০৪.২০২৫ থেকে ০৩.০৫.২০২৫ তারিখ (৭ দিন) পর্যন্ত নন ইন্টারলকিং কাজ করা হবে, সেইসঙ্গে ০৩.০৫.২০২৫ তারিখে সিআরএস পরিদর্শন করবেন। ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নোক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ **(ক) বাতিল ঃ (১) ১৫০৪৮ গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯/০৪/২৫, ০২ এবং ০৪/০৫/২৫), **(২) ১৫০৫০ গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬, ১৯, ২৩, ২৬, ৩০/০৪/২৫ এবং ০৩/০৫/২৫), **(৩) ১৫০৫২ গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭, ২৪/০৪/২৫ এবং ০১/০৫/২৫), **(৪) ১৫০৪৭ কলকাতা-গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯/০৪/২৫, ০১, ০৩, এবং ০৫/০৫/২৫), **(৫) ১৫০৪৯ কলকাতা-গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০/০৪/২৫ এবং ০৪/০৫/২৫), **(৬) ১৫০৫১ কলকাতা-গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮, ২৫/০৪/২৫ এবং ০২/০৫/২৫), **(৭) ১৫০২৮ গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪/০৪/২৫ থেকে ০৩/০৫/২৫ পর্যন্ত), **(৮) ১৫০২৭ সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬/০৪/২৫ থেকে ০৫/০৫/২৫ পর্যন্ত), **(৯) ১৩৫০৭ আসানসোল-গোরখপুর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫/০৪/২৫ এবং ০২/০৫/২৫), **(১০) ১৩৫০৮ গোরখপুর-আসানসোল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬/০৪/২৫ এবং ০৩/০৫/২৫), **(১১) ০৯৪৫১ গান্ধীধাম-ভাগলপুর স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫/০৪/২৫), **(১২) ০৯৪৫২ ভাগলপুর-গান্ধীধাম স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮/০৪/২৫), **(১৩) ১৮৬২৯ রাঁচি-গোরখপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮, ২৫/০৪/২৫ এবং ০২/০৫/২৫), **(১৪) ১৮৬৩০ গোরখপুর- রাঁচি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯, ২৬/০৪/২৫ এবং ০৩/০৫/২৫), **(খ) পথ পরিবর্তন ঃ ০৯৪৫১ গান্ধীধাম-ভাগলপুর স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১/০৪/২৫) এবং **০৯৪৫২ ভাগলপুর-গান্ধীধাম স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/০৪/২৫) উভয় অভিমুখে মুজফ্‌ফরপুর জং.-পানিহাওয়া-গোরখপুর জং.-গোন্ডা-বারাবাঁকি জং. হয়ে চলার পরিবর্তে মুজফ্‌ফরপুর জং.-ছাপরা জং.-আউনরিহার জং.-বারাণসী জং.-শাহগঞ্জ জং.-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-বারাবাঁকি জং. হয়ে চলবে। **১৩০১৯ হাওড়া-কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫/০৪/২৫ থেকে ০২/০৫/২৫ পর্যন্ত) এবং **১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া বাঘ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫/০৪/২৫ থেকে ০২/০৫/২০২৫ পর্যন্ত) উভয় অভিমুখে বারাবাঁকি জং.-গোন্ডা-গোরখপুর জং.-ছাপরা জং. হয়ে চলার পরিবর্তে বারাবাঁকি জং.-অযোধ্যা ক্যান্ট.-জৌনপুর জং.-আউনরিহার জং.-ছাপরা জং. হয়ে চলবে। **(গ) সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ ১৮৬২৯ রাঁচি-গোরখপুর সাপ্তাহিত এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১/০৪/২৫) ভাটনি জং.-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ভাটনি জং. ও গোরখপুর জং.-এর মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে এবং **১৮৬৩০ গোরখপুর-রাঁচি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/০৪/২৫) ভাটনি জং. থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং গোরখপুর জং. ও ভাটনি জং.-এর মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
&
BDO JBPUR, Howrah
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : **NIT-123,**dated- **19.02.25(EO JBPUR). 04** no of works Publication Date-**28.02.25(E-NIT)** Fund-Mplads

SD/-EO JBPUR, Howrah

কলকাতায় আসছেন মেসি! তুঙ্গে জল্পনা

১ মার্চ ঃ ভারতের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন লিওনেল মেসি! বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের কলকাতা আগমনের জল্পনা অনেক গুণ বাড়লো বলে মনে করছেন ক্রীড়া মহল। জানা গিয়েছিল, ২০২৫ সালের শুরুর দিকে মেসিকে ভারতে আনার চেষ্টা করা হতে পারে। এর আগেও কলকাতায় এসেছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী তারকা রোনাল্ডিনহো। দীর্ঘদিন ধরেই মেসিকে ভারতে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মেসি যে কলকাতা বা ভারতে আসছেনই তা নিশ্চিত করে বলার মতো কোনও ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া যায়নি। এলেও ঠিক কবে তিনি আসছেন, তাঁর সফরসূচি কী হবে সবটাই এখনও অস্পষ্ট। তবে দীর্ঘদিন তাঁকে ভারতে আনার চেষ্টা করছেন। এবার কিন্তু এটা সতি হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তাতে ফুটবল সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধতেই পারেন। তাছাড়া চলতি বছর এমনিতেও কেরলে খেলতে আসার কথা আর্জেন্টিনার। অবশ্য মেসি সেই দলের অংশ হিসাবে ভারতে আসবেন কিনা সেটা পরিস্কার নয়। কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন মেসি। ২০১১ সালে তিনি যখন আর্জেন্টিনার হয়ে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে এসেছিলেন, তখনও আর্জেন্টিনার হয়ে কোনও ট্রফি জিততে পারেননি। সেদিনের মেসির সঙ্গে আজকের মেসির ফারাক অনেক। ফুটবলার হিসাবে এখন তিনি অন্যমাত্রায়। তাঁর তুলনা এখন হয় সর্বকালের সেরাদের সঙ্গে।

অস্ট্রেলিয়া দলে আবারও চোটের হানা

১ মার্চ ঃ ইনজুরির কারণে প্রথম সারির বেশ কয়েকজন খেলোয়াকে ছাাই চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু চোট তাদের পিছু ছাছে না। গতকাল শুক্রবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়েছেন ম্যাথু শর্ট। এখন পর্যন্ত যা খবর, সেমিফাইনালে তার খেলা হচ্ছে না। শর্টের পায়ের পেশিতে টান লেগেছে। দৌড়তে অসুবিধা হচ্ছে তার। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। সেই সময় দেখা যায় উইকেটের মাঝে দৌড়ে রান নিতে সমস্যা হচ্ছে শর্টের। ১৫ বলে ২০ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। কিন্তু ওই সময় বেশ সমস্যা নিয়েই খেলতে হয়েছে তাকে। সেমিফাইনালে শর্ট খেলতে না পারলে সেই জায়গায় জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক অথবা অ্যারন হার্ডিকে খেলাতে পারে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন শর্ট। সেই ম্যাচে ৬৩ রান করেছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া ৩৫২ রান করে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল। আফগানিস্তানের ম্যাচ ভেস্তে যায় বৃষ্টিতে। দুই দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়। সেই ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বললেন, শর্টের সমস্যা হচ্ছে। খুব ভাল ভাবে খেলতে পারছে না। পরের ম্যাচের আগে সুস্থ হওয়া কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলেউড, কামিন্সরা চোটের জন্য আসতে পারেননি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। অলরাউন্ডার মিচেল মার্শও একই কারণে ছিটকে যান। এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দুটো সেমিফাইনাল হবে ৪ ও ৫ মার্চ।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভেন্যু বিতর্কে ইংল্যান্ডের প্রাক্তনীদের তোপ সুনিল গাভাসকরের

১ মার্চ ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভেন্যু বিতর্কে এবার নিন্দুকদের একহাত নিলেন সুনীল গাভাসকর। ভালো করে বলতে গেলে, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক মাইকেল আথার্টন এবং নাসের হুসেনকে তুলোধোনা করলেন কিংবদন্তি ভারতীয় ওপেনার। গাভাসকরের সাফ কথা, যারা ভারতের বাড়তি সুবিধা পাওয়া নিয়ে লাফালাফি করছেন, তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে তাঁদের বেতনটাও ভারতের উপর নির্ভরশীল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ ভারত খেলবে দুবাইয়ে। এ পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে দুটি ম্যাচে সেখানে টিম ইন্ডিয়াকে খেলতে হয়েছে। দুটি ম্যাচই তারা অনায়াসে জিতে গিয়েছে। নাসের হুসেন, মাইকেল আথার্টনদের মতো ইংল্যান্ডের প্রাক্তনীরা বলছেন, মেগা টুর্নামেন্টে অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে ভারত। হয়তো

পাকিস্তান আয়োজক দেশ, কিন্তু ঘরের মাঠের মতো সুবিধা পাচ্ছে ভারত। নাসের হুসেনের কথায়, ওরা একটা মাঠেই খেলছে। যার অর্থ ওদের একটা মাঠের পরিস্থিতির উপরই মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। ওদের এক মাঠ থেকে আলাদা মাঠে জার্নিটাও করতে হচ্ছে না। মাইকেল আথার্টনও একই কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, আলাদা আলাদা ম্যাচে আলাদা আলাদা প্রথম একাদশ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। ভারত তো এটাও জানে ওরা কোথায় সেমিফাইনাল খেলবে। কোথায় ফাইনাল খেলবে। এতা সত্যিই অন্যায় সুবিধা। মজার কথা হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তনীরা ভারতকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ তাঁদের নিজের দেশে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার আগেই টুর্নামেঃট থেকে ছিটকে গিয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

নিউজিল্যান্ড ম্যাচে কি খেলবেন রোহিত-শামি? মুখ খুললেন রাহুল

১ মার্চ ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কি খেলবেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা? এই ম্যাচের পরই সেমিফাইনাল। ফলে জোর চর্চা ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হয়তো বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে হিটম্যানকে। অন্যদিকে শামির চোট নিয়েও চিন্তা ছিল অনেকের। কিন্তু সেই সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন কেএল রাহুল। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারতীয় দলের উইকেটকিপার জানিয়ে দিলেন, কারও ফিটনেস নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। ২ মার্চ দুবাইয়ে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। ইতিমধ্যে দুই দল সেমিফাইনালে চলে গিয়েছে। খাতায়-কলমে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও আসলে এর উপর নির্ভর করবে গ্রুপ শীর্ষে কে থাকবে। আর সেই ম্যাচে গৌতম গম্ভীর কি পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটবেন?

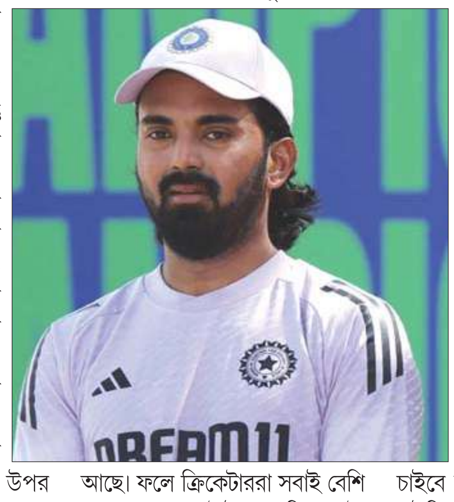

রাহুল অবশ্য সেই কথা বলছেন না। তাঁর বক্তব্য, সেমিফাইনালের আগে পরীক্ষার রাস্তা খোলা থাকছে ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা হবে। সেমিফাইনালের আগে খুব কম সময় আছে। ফলে ক্রিকেটাররা সবাই বেশি ম্যাচ খেলবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা আমার বক্তব্য, তবে বদল আসতেও পারে। আমি নেতৃস্থানীয় দলের অংশ নই। অর্থাৎ পরীক্ষার রাস্তা খোলা থাকতেই পারে। তবে সেটার থেকেও বেশি নিশ্চিন্ত করবে রোহিত-শামিদের নিয়ে রাহুলের বক্তব্য। তাঁর সাফ কথা, আমি যতদূর জানি চোটের জন্য কেউ ম্যাচ খেলবে না, এরকম পরিস্থিতি নয়। সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন রাহুল। বলা হচ্ছে, তাঁর জন্য জাতীয় দলে গুরুত্ব হারাচ্ছেন ঋষভ পন্থ। রাহুল স্বীকার করে নিচ্ছেন, পন্থের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা আছে। রাহুলের বক্তব্য, আমি ঋষভের মতো মারকুটে ইনিংস খেলতে পারব না। একইভাবে পন্থও অন্য কারও মতো খেলতে চাইবে না। আমরা কীভাবে খেলতে চাইছি, সেটার উপর নির্ভর করছে, কাকে দলে নেওয়া হবে। একই কথা পন্থের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মরিনিওকে নিয়ে তুরস্কে তোলপাড়

১ মার্চ ঃ কোচ জোসে মরিনিওর ' অধিকারে আক্রমণের' অভিযোগে গ্যালাতাসারাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তুর্কি লিগের দল ফেনারবাচে। ক্লাবটির পক্ষ থেকে গতকাল এ খবর জানানো হয়। গত সোমবার ' ডার্বি'তে মুখোমুখি হয় ফেনারবাচে-গ্যালাতাসারাই (০-০)। ম্যাচ শেষে ফেনারবাচে কোচ মরিনিওর বিরুদ্ধে বর্ণবাদী মন্তব্যের অভিযোগ তোলে গ্যালাতাসারাই। প্রতিপক্ষের বেঞ্চ ' মতো লাফাচ্ছিল'-এই মন্তব্য করার মধ্য দিয়েছে মরিনিও ' অমানবিক উপমা' দিয়েছেন বলে ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে দাবি করা হয়। ফেনারবাচে তাদের কোচের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্লাবটির দাবি, মরিনিওর এই মন্তব্যকে ' প্রাসঙ্গিকতার বাইরে নিয়ে বিকৃত করে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে'। গতকাল ফেনারবাচে জানিয়েছে, ৫২ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে তারা আদালতে মামলা করেছে। ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়, ' কোচ জোসে মরিনিওর ব্যক্তিগত অধিকারে আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ফেনারবাচে স্পোর্টস ক্লাবের আইনজীবীরা গ্যালাতাসারাই স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ১৯ লাখ ৭ হাজার তুর্কি লিরা নৈতিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করেছে।' ফেনারবাচে ১৯০৭ সাল প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা সালের সঙ্গে মিল রেখে নৈতিক ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ধার্য করেছে ক্লাবটি।

এর আগে গ্যালাতাসারাই অভিযোগ করে, মরিনিও ' বিরুদ্ধে ক্রমাগত অবমাননাকর কথা বলছেন' এবং ' মন্তব্যে'র মাধ্যমে প্রাথমিক মাত্রার

অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জ।য়েছেন। ফেনারবাচে-গ্যালাতাসারাই ম্যাচটি পরিচালনা করেন স্লোভেনিয়ান রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। এই ম্যাচের জন্য দুই দলই বিদেশি রেফারি চেয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ অফিশিয়াল ছিলেন তুর্কি, ম্যাচ শেষে মরিনিও সেই রেফারির সমালোচনা করেন। পর্তুগিজ এই কোচ জানান, ম্যাচ শেষে তিনি রেফারিদের ড্রেসিংরুমে গিয়ে চতুর্থ রেফারিকে বলেছেন, ' রেফারি হলে এই ম্যাচে বিপর্যয় নেমে আসত।' ভিনচিচের প্রশংসা করে তাঁর ম্যাচ পরিচালনাকে ' পারফরম্যান্স'ও বলেন মরিনিও। তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন এ জন্য গত বৃহস্পতিবার মরিনিওকে চার ম্যাচ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৪৪ হাজার ডলার জরিমানা করে। গত বছর রোমা ছেড়ে তুর্কি লিগের দল ফেনারবাচের কোচের দায়িত্ব নেন মরিনিও। চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই কোচ মৌসুমের শুরুতেও নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি জরিমানাও গুনতে হয়। কারণ? লিগ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ম্যাচ অফিশিয়ালদের সঙ্গে বাদানুবাদে জ।য়ে পড়েছিলেন। তবে মরিনিও কিন্তু পাশে লোকজন পাচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্যালাতাসারাইয়ের তোলা বর্ণবাদী মন্তব্যের অভিযোগ মেনে নেননি চেলসির সাবেক স্ট্রাইকার এবং ইংলিশ ক্লাবটিতে মরিনিওর সাবেক শিষ্য দিদিয়ের দ্রগবা। গ্যালাতাসারাইয়েও খেলেছেন আইভরিকোস্টের সাবেক এই স্ট্রাইকার। তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখা হয়, ' যখন বলি, জোসেকে ২৫ বছর ধরে চিনি এবং সে বর্ণবাদী নয়, ঐতিহাসিকভাবে এর প্রমাণও আছে, তখন কথাটা বিশ্বাস করুন। আসুন, ম্যাচে মনোযোগ দিই, অসাধারণ লায়নদের সমর্থন দিই এবং লিগটা জিতি। আমার বাবা কীভাবে বর্ণবাদী হতে পারেন?' ২৪ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে গ্যালাতাসারাই। সমান ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফেনারবাচে।

আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পর সর্বশেষ অবস্থান

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ চলমান আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বৃষ্টি আবারও খেলাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, কারণ শুক্রবার লাহোরে আফগানিস্তান এবং অস্ট্রেলিযার মধ্যকার গ্রুপ বি ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। উভয় দলই একটি করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে, যার ফলে তিন খেলায় চার পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। এদিকে, আফগানিস্তান টুর্নামেন্টে অঙ্কের হিসেবে টিকে আছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বৃষ্টির জন্য ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর আফগানিস্তানের শেষ চারে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে। যদিও আফগানিস্তান বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তিন পয়েন্টের সমান, তবুও শনিবার করাচিতে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হলে প্রোটিয়াদের তাদের পয়েন্ট সংখ্যা পাঁচে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডকে হারায়, তাহলে গ্রুপ বি থেকে শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। এদিকে, যদি তারা সেই খেলায় হেরে যায়, তবুও তাদের নেট রান রেটের কারণে আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা রান রেট ২.১৪০। আর আফগানিস্তানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইংল্যান্ডকে কমপক্ষে ২০৭ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে হবে। চলমান প্রতিযোগিতার প্রথম দুটি ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে ইংল্যান্ড। ভারত এবং নিউজিল্যান্ড গ্রুপ এ থেকে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং রবিবার দুবাইতে মুখোমুখি হবে কোনও দল গ্রুপের শীর্ষ স্থান অধিকার করবে তা নির্ধারণের জন্য। সেমিফাইনাল ৪ ও ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে, আর ফাইনাল ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

স্টুটগার্টের বিপক্ষে জয় পেল বায়ার্ন মিউনিখ

১ মার্চ ঃ জার্মান লিগ বুন্দেসলিগায় স্টুটগার্টকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) নিজেদের মাঠ এমএইচপি অ্যারেনায় বায়ার্নকে আতিথ্য দেয় স্টুটগার্ট। বায়ার্ন মিউনিখের পক্ষে গোল করেন মাইকেল ওলিস, গোরেজকা ও কোম্যান। এদিন ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে প।ে বায়ার্ন। ৩৪ মিনিটে মিডফিল্ডার অ্যাঞ্জেলো স্টিলারের গোলে লিড নেয় স্বাগতিকরা। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ফরাসি উইঙ্গার মাইকেল ওলিসের গোলে সমতা আনে বায়ার্ন। ১-১ স্কোরলাইনে শেষ হয় প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকে অতিথিরা। ৬৪ মিনিটে লিড নেয় তারা। এবার মিডফিল্ডার লিয়ন গোরেজকা নাম তোলেন স্কোর শিটে। ম্যাচের ৯০তম মিনিটে তৃতীয় গোল পায় বায়ার্ন মিউনিখ। গোল করেন আরেক ফরাসি উইঙ্গার কিংসলি কোম্যান। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছা।ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। এই জয়ে ২৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে থাকা লেভারকুসেনের চেয়ে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে গেলো মিউনিখের ক্লাবটি। অপরদিকে, ২৪ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সপ্তম স্থানে স্টুটগার্ট।

শাস্তি থেকে বাঁচতে নিজেকে বদলাতে হবে কনস্টাসের, বলছেন ওয়াহ

১ মার্চ ঃ স্যাম কনস্টাস এমন কথা আগেও শুনেছেন। বেপরোয়া শট খেললে টেস্টে কনস্টাসের ভবিষ্য ভালো হবে না বলে তাঁকে সতর্ক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। এবার কনস্টাসকে সতর্ক করেছেন অস্ট্রেলিয়ার আরেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহ। তাঁর ভাষ্যও অনেকটা পন্টিংয়ের মতো। মানে নিজেকে সামলাতে না পারলে বিপদে পড়বেন কনস্টাস। কনস্টাস টেস্ট ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৪ ইনিংস। তবে তাঁকে ঘিরে বেশি আলোচনা অভিষেকে তাঁর ৬০ রানের ইনিংসটি ঘিরে। বাকি ৩ ইনিংসে করেছেন ৮, ২৩ ও ২২। এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অ্যাওয়ে টেস্ট সিরিজে তিনি দলে জায়গা পাননি। ধারণা করা হচ্ছে, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আবার একাদশে ফিরবেন কনস্টাস। এর আগে কনস্টাসকে ওয়াহ মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কৌশলই কাল হতে পারে।

কনস্টাস প্রসঙ্গে স্টিভ ওয়াহ- ওয়াহ বলেছেন, ' কৌশল অবশ্যই ভারত এবং বুমরার ওপর আকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলেছিল...কিন্তু আমি আশা করি ও এখন নিজেকে সামলে নিতে পারবে, স্বাভাবিক খেলা? ফিরে যেতে পারবে, কারণ এইভাবে (আক্রমণাত্মক) খেললে কনস্টাস টেস্ট ক্রিকেটে টিকে থাকতে পারবে না।' গত ফেব্রুয়ারিতে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে গিয়ে স্কট বোল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ইনিংসেই আউট হয়েছেন কনস্টাস। রান করেছেন ৭ ও ১৭। ওয়াহ আশা করছেন, এই কৌশল তাঁর মাথাটা এখনো 'খায় করেনি। তিনি বলেছেন, ' আশা করি এই কৌশল ওর মানসিকতায় ততটা প্রভাব ফেলেনি, কারণ কনস্টাসের মাত্র ১৯ বছর বয়স। ও যে ঝুঁকি নিয়েছে, তার জন্য ইতিমধ্যেই ভুগেছেও। স্কট বোল্যান্ডকে (শেফিল্ড শিল্ড) আক্রমণ করেছে, র‍্যাম্প শট খেলেছে, ও কী করছিল বুঝছিল না। আসলে খেলাটির প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কারণ, যদি তা না করে, তাহলে খেলাই ওকে শাস্তি দেবে।' এর আগে কনস্টাসকে নিয়ে পন্টিং বলেছিলেন, ' মনে হয়েছে, স্যাম (কনস্টাস) নিজের ডিফেন্সকে ভরসা করতে না পেরে র‍্যাম্প, স্কুপ খেলছিল। ওর হাতে কিছু শট আছে। তবে যেসব শট আছে, তার বেশির ভাগই বেপরোয়া। আমার মনে হয় না টেস্ট ওপেনার হিসেবে আপনি এভাবে সব সময় টিকতে পারবেন।'

আরব সাগরের তীরে

এগিয়ে থেকেও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ড্র মোহনবাগানের

১ মার্চ ঃ মোহনবাগানের জন্য বরাবরই শক্ত গাঁট মুম্বই সিটি এফসি। শনিবার সেই গাঁটেই আরও একবার আটকে গেল সবুজ-মেরুন শিবির। জোড়া গোলে এগিয়ে থেকেও অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বইকে হারাতে পারল না মোলিনা ব্রিগেড। প্রায় ৩৫ মিনিট মুম্বইকে ১০ জনে পেয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবির। তা সত্ত্বেও মুম্বই এরিনায় ম্যাচ শেষ হল ২-২ গোলে। এই ড্রয়ের ফলে মোহনবাগানের হয়তো বিশেষ কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু সবুজ-মেরুন শিবির মুম্বইকে হারাতে না পারায় চাপ বা।ল ইস্টবেঙ্গলের। এদিন মুম্বই এরিনায় ম্যাচের শুরু থেকেই লড়াইটা ছিল তুল্যমূল্য। সুযোগ পাচ্ছিল দুপক্ষই। কিন্তু আক্রমণভাগে বেশি দক্ষ ফুটবলার থাকায় অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় মোহনবাগান। ম্যাচের ৩২ মিনিটে সবুজ-মেরুন শিবিরের হয়ে প্রথম গোলটি করেন ম্যাকলারেন। মাঝমাঠ থেকে ভেসে আসা বল দুর্দান্ত ক্ষীপ্রতায় মুম্বইয়ের জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ৯ মিনিট পরেই ফের গোল পায় মোহনবাগান। এবার বাঁ প্রান্ত থেকে আক্রমণ তুলে আনেন লিস্টন কোলাসো। সেই আক্রমণ

থেকেই রিবাউন্ডে গোল পেয়ে যান দিমিত্রি পেত্রাতোস। মরশুমের শুরুর দিকটা ভালো ফর্মে না থাকলেও শেষ দুম্যাচে জো।া গোল পেলেন দিমি।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা কিছুটা বদলায়। মুম্বইকে দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছিল। আক্রমণও উঠে আসছিল ঘনঘন। একাধিকবার চাপে পড়তে হয়েছে মোহনবাগান রক্ষণবিভাগকে। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে কর্নার থেকে একটি গোল শোধ করেন জন টোরাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই লালকার্ড দেখতে হয় মুম্বইয়ের বিক্রম প্রতাপ সিংকে। এক জন কমে গেলেও লড়াই ছাড়েনি মুম্বই। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৮৯ মিনিটে এসে গোল করে সমতা ফেরালেন নাথান রড্রিগেজ। এবারেও গোল এল সেই সেটপিস থেকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল ২-২। এই ড্রয়ের ফলে ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এল মুম্বই। শেষ ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেই তারা প্লেঅফে নিশ্চিত হয়ে যাবে। শেষ ম্যাচ হারলেও সম্ভাবনা থাকবে। মুম্বই এক পয়েন্ট পেয়ে যাওয়ায় কিছুটা হলেও জটিলতা বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফ অঙ্কে। আজ মুম্বই হারলে ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফে খেলার সম্ভাবনা বাড়ত। মুম্বই ৩৩ পয়েন্টে উঠে আসায় প্লে-অফের পঞ্চম স্থানটিতে ইস্টবেঙ্গলের উঠে আসার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য হয়ে গেল। এবার প্লে-অফের শেষ জায়গাটির জন্য নর্থইস্ট এবং জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ল।তে হবে লাল-হলুদকে।

প্রয়াত বিশ্বের প্রবীণতম টেস্ট ক্রিকেটার রন ড্রেপার

১ মার্চ ঃ চলে গেলেন বিশ্বের প্রবীণতম টেস্ট ক্রিকেটার রন ড্রেপার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবেরহায় নিজের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রন। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্ট খেলেছিলেন রন। জাতীয় দলের জার্সিতে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ সিরিজ। এমনিতে রন টপ অর্ডার ব্যাটার ছিলেন। তবে দরকারে উইকেটরক্ষকের দস্তানাও পরেছেন। ১৯৫০ সালে জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেললেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি খেলেছেন ১৯৫৯-৬০ মরশুম পর্যন্ত। প্রোটিয়াদের ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ সফল ছিলেন রন। তাঁর গড় ছিল একচল্লিশের উপর। রনের আগে বিশ্বের প্রবীণতম টেস্ট ক্রিকেটার ছিলেন জন ওয়াটকিন্স। ২০২১ সালে ৯৮ বছর বয়সে মারা যান এই অজি ক্রিকেটার। তারপর রন ড্রেপার প্রবীণতম ক্রিকেটারের তকমা পান। শুক্রবার তিনিও প্রয়াত হলেন। তাঁর জামাই নিল টমসন রনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট মহলে রনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এবার বিশ্বের প্রবীণতম জীবিত টেস্ট ক্রিকেটারের তকমা পেলেন নীল হার্ভে। তিনিও ১৯৫০ সালের সেই সিরিজে খেলেছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৯৬ বছর। দ্বিতীয় প্রবীণতম টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে জীবিত নিউজিল্যান্ডের ট্রেভর ম্যাকমোহন। তাঁর বয়স ৯৫ বছর ১১২ দিন।

১৯২৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণকারী ড্রেপার তার ১৯তম জন্মদিনে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের বিপক্ষে ইস্টার্ন প্রভিন্সের হয়ে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেকে সেঞ্চুরি করেন।১৯৪৯-৫০ সালে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রভিন্সের হয়ে ৮৬ রান করার পর তাকে সফরকারীদের বিপক্ষে শেষ দুটি টেস্টের জন্য নির্বাচিত করা হয় কিন্তু তিনটি ইনিংসে মাত্র ২৫ রান করতে পারেন। বিপরীতে, ২১ বছর বয়সী এবং একটি বিশিষ্ট টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে হার্ভে উভয় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেন।ড্রেপার ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেন এবং ৪১.৬৪ গড়ে তার গড় শেষ করেন।

আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড এবার কিংসে

১ মার্চ ঃ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফুটবলের প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর ১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে মধ্যবর্তী দলবদল। সর্বশেষ গতকাল রাত ১২টা পর্যন্ত ১০টি ক্লাব তাদের খেলোয়া।তালিকা বাফুফেতে জমা দিয়েছে, যার মধ্যে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস তিন বিদেশি নাম নিবন্ধন করিয়েছে। প্রথম পর্ব শেষে তৃতীয় স্থানে থাকা কিংস দ্বিতীয় পর্বের জন্য আনছে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হুয়ান লেসকানোকে। ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার ২০১০ সালে লিভারপুলের অনূর্ধ্ব-১৮ এবং ২০১১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলেছিলেন। এরপর সংযুক্ত আর আমিরাত, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ঘুরে সর্বশেষ খেলেছেন চীনের চংকিং টংলিয়াংলংয়ে। এক যুগের সিনিয়র টিম ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯টি দলের হয়ে ২৪৩ ম্যাচে ৬০ গোল করেছেন লেসকানো। কিংসে নিবন্ধিত হওয়া নতুন অন্য দুই খেলোয়াড় ব্রাজিলিয়ান সেন্টারব্যাক দাসিয়েল সান্তোস ও ঘানার ফরোয়ার্ড ইভান্স ইট্টি। তিন নতুন বিদেশির সঙ্গে রক্ষণদেয়াল আগলে রাখার জন্য আসরোর গফুরভকেও ফিরিয়ে আনছে ভ্যালেরিও তিতার দল।

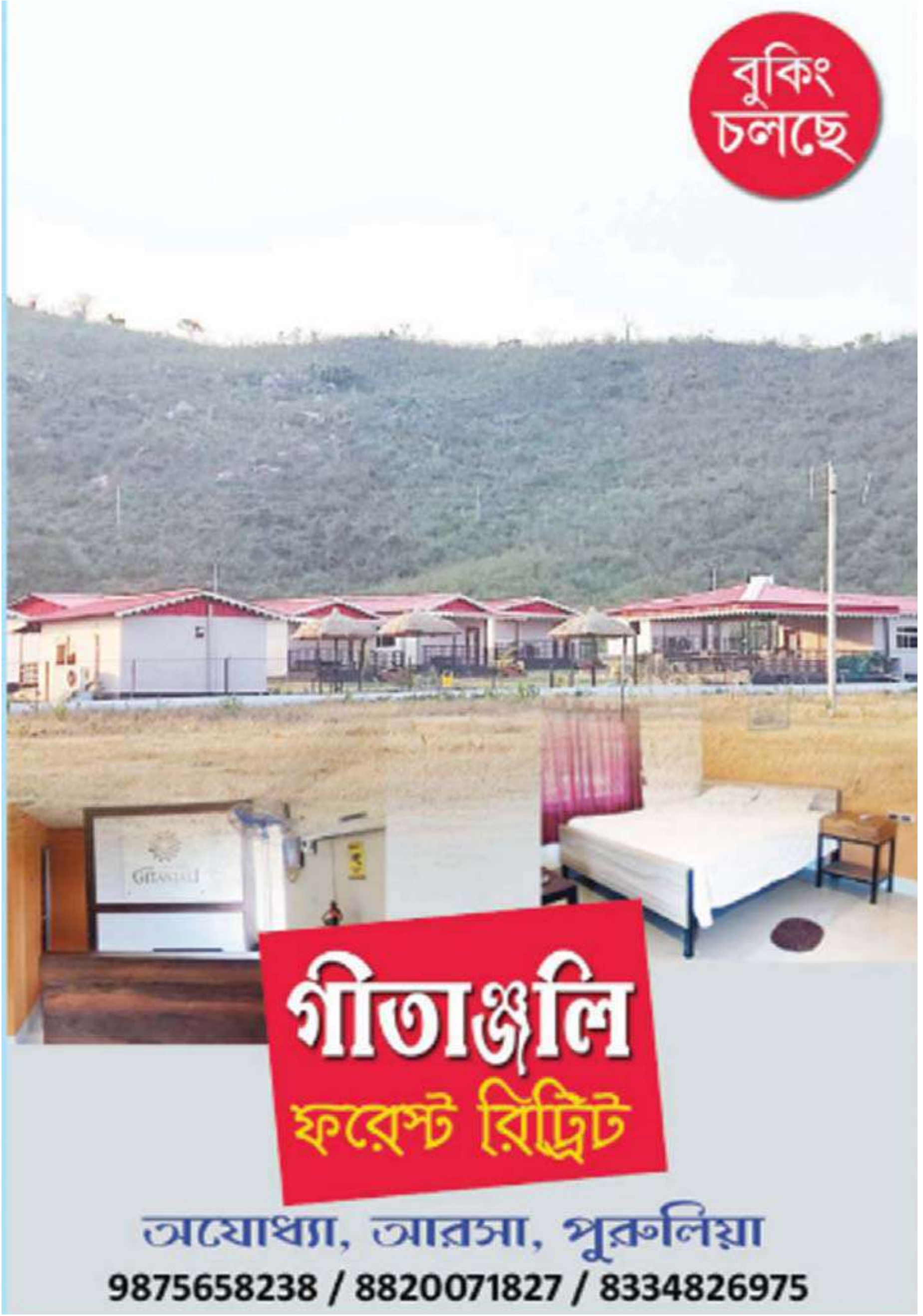

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com